

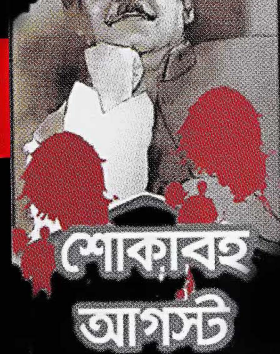
বিসিএস প্রিলি. লিখিত ও ভাইভাসহ বিভিন্ন চাকরি প্রত্যাশীদের প্রস্তুতির জন্য



ওরাকল BCS

জ্ঞানপত্র

আগস্ট-২০১৮



এ সংখ্যায় যা থাকছে

গুতেরেস-কিমের বাংলাদেশ সফর এবং রোহিঙ্গাদের ভবিষ্যৎ
সংসদে সপ্তদশ সংশোধনী পাস : সংরক্ষিত নারী আসনের
মেয়াদ ২৫ বছর বৃদ্ধি

ট্রাম্প-পুতিন ঐতিহাসিক বৈঠকের ইতিবৃত্ত **বহিধর**
যুক্তরাষ্ট্রের আমদানি শুল্ক আরোপ এবং বাণিজ্য যুদ্ধের সূচনা
'মেড ইন চায়না-২০২৫': বিশ্ব নেতৃত্বের মহাপরিকল্পনায় চীন
৩৮তম বিসিএস লিখিত পরামর্শ

পেংলং সম্মেলন: মিয়ানমারের জাতিগত শান্তি সম্মেলন
২০১৮ ফিফা বিশ্বকাপ: শিরোপা ফ্রান্সের ঘরে
Importance of Good Governance for
National Development in Bangladesh

বাংলা নাট্যধারায় মধুসূদন দত্ত
মিয়ানমারের পর আসাম সংকটে বাংলাদেশের করণীয়
থেরেসা মে-ট্রাম্প বৈঠক এবং ব্রেজিলের ভবিষ্যৎ
পরিবেশ, জীববৈচিত্র্য ও উন্নয়ন
ট্রাম্পের গৃহীত বিদেশনীতি ও পদক্ষেপ
আগস্ট মাসের দিবসসমূহ

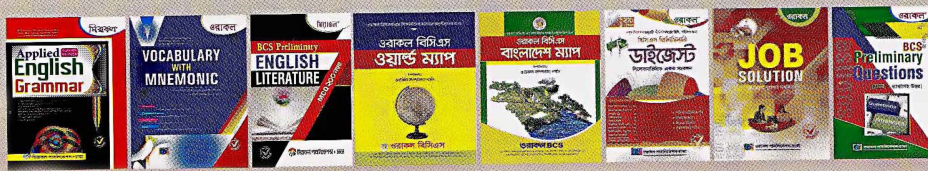
প্রশ্ন সমাধান: Bangladesh Bank Assistant Director
(General) Recruitment Test-2018 এবং
Joint 5 Banks Officer Recruitment
Test- 2018

Job Affairs



নিয়মিত বিভাগ

সংক্ষিপ্ত টীকা
Recent MCQ
সাম্প্রতিক প্রশ্ন
মানসিক দক্ষতা
ইংরেজি সাহিত্য
ভাইভা কনার
পদক পুরস্কার
অনুবাদ অনুশীলন
বহিধর



সম্পাদক
শরিফুল হাসান

সহকারী সম্পাদক
তরিকুল ইসলাম

গবেষক ও লেখক

হুমায়ুন কবীর	আবু নাসের টুকু
এম রফিকুল ইসলাম	খন্দকার আবুল বসার
আলাউদ্দিন ভূঁইয়া	জিল্লুর রহমান
মেহেদী হাসান	আহসান রেজা
নাফিস সাদিক	সাখাওয়াত হোসেন
আবু হোরায়রা	আমিনুর রহমান রাসেল
রাজীব কুমার ধর	গোলাম মোস্তফা
পলাশ মিয়া	আব্দুল মান্নান
প্রাবন বালা	ইয়াছির আরাফাত
টিপু সুলতান	আতাউর রহমান
মাহমুদ হাসান রনি	ফারুক হোসেন
গোলাম মোহাম্মদ রাস্কানি	রজ্জব হোসাইন
ড. মেহেনাজ তাবাসসুম	ওয়াহিদুর রহমান
শারমিন সুলতানা দোয়েল	মিজানুর রহমান সবুজ
মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম	

সার্কুলেশন

শহীদুল্লাহ খান

প্রচ্ছদ

সালাম তালুকদার

ডিজাইন

সাইফুল ইসলাম

বর্ণবিন্যাস

মনির, কালাম, আফসার, ছাত্তার

মূল্য : বিশ টাকা মাত্র

বিপণন

ওরাকল BCS জ্ঞানপত্র

৩৮/২ক বাংলাবাজার

মান্নান মার্কেট (৩য় তলা)

ঢাকা-১১০০

ফোন-০১৭১৩২৩৯৮৪৪

E-mail : oracleganpatra@gmail.com



ওরাকল BCS জ্ঞানপত্র

প্রতি মাসের জব প্রিপারেশন

আগস্ট-২০১৮ • ২য় বর্ষ • ১৭তম সংখ্যা

জ্ঞানপত্র

জ্ঞানপত্র জুলাই সংখ্যার পরীক্ষার উত্তরপত্র	২
সাম্প্রতিক প্রশ্নোত্তর	৩
Recent MCQ	৫
সাম্প্রতিক গুরুত্বপূর্ণ সংবাদচিত্র	৭
আগস্ট মাসের দিবসসমূহ	১১
৩৮তম বিসিএস লিখিত পরামর্শ	১২
৩৮তম লিখিত + ৩৯তম প্রিলি : মানসিক দক্ষতা টিপস	১৩
সহজ সমাধান : সাংকেতিক বিন্যাস ও পুনর্বিন্যাস	১৮
শুভেরেস-কিমের বাংলাদেশ সফর এবং রোহিঙ্গাদের ভবিষ্যৎ	১৯
সংসদে সত্তদশ সংশোধনী পাস : সংরক্ষিত নারী আসনের মেয়াদ ২৫ বছর বৃদ্ধি	২০
ট্রাম্প-পুতিন ঐতিহাসিক বৈঠকের ইতিবৃত্ত	২১
যুক্তরাষ্ট্রের আমদানি শুল্ক আরোপ এবং বাণিজ্য যুদ্ধের সূচনা	২২
প্রিলি: পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতি: জীবনী ও সাহিত্যকর্ম	২৪
প্রিলি: পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতি: বিশ্বের অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ	২৬
বাংলা নাট্যধারায় মধুসূদন দত্ত	২৮
তারায় তারায় আকাশ : আমাদের রবীন্দ্রনাথ, বিশ্বের রবীন্দ্রনাথ	২৯
ক্রিয়ার কনসেপ্ট	৩০
BCS Written English	৩১
English Preparation	৩২
Preliminary English Literature	৩৩
English Literature : William Shakespeare	৩৪
Bangladesh Bank 'Assistant Director (General)' Recruitment Test-2018	৩৫
মিয়ানমারের পর আসাম সংকটে বাংলাদেশের প্রতিক্রিয়া	৩৯
ট্রাম্পের বাণিজ্য যুদ্ধ : বিশ্ব অর্থনীতিতে প্রতিক্রিয়া	৪০
থেরেসা মে-ট্রাম্প বৈঠক এবং ব্রেসিটের ভবিষ্যৎ	৪১
'মেড ইন চায়না-২০২৫': বিশ্ব নেতৃত্বের মহাপরিকল্পনায় চীন	৪২
পেংলং সম্মেলন: মিয়ানমারের জাতিগত শান্তি সম্মেলন	৪৩
একান্তরের রণাঙ্গন: মুক্তিযুদ্ধের সাত বীরশ্রেষ্ঠ	৪৪
পরিবেশ, জীববৈচিত্র্য ও উন্নয়ন	৪৫
মানসিক দক্ষতা অনুশীলন	৪৬
মানসিক দক্ষতা আলোচনা	৪৭
গণিতে সুদক্ষতা (Interest) আলোচনা	৪৮
নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা ও কার্যাবলি	৪৯
ট্রাম্পের গৃহীত বিদেশনীতি ও পদক্ষেপ	৫০
BANK MATH : গড় (Average)	৫১
২০১৮ ফিফা বিশ্বকাপ: শিরোপা ফ্রান্সের ঘরে	৫২
তৃতীয় উপসাগরীয় যুদ্ধ কি আসন্ন?	৫৩
প্রিলি: পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতি : সাধারণ বিজ্ঞান : ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া	৫৪
বাংলা পত্রিকার ইতিহাস : রঙ্গপুরবার্তাবহ	৫৫
BCS Preliminary Suggestion : নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও সুশাসন	৫৬
গুরুত্বপূর্ণ ভাইভা তথ্য	৫৭
অনুবাদ অনুশীল	৫৮
Importance of Good Governance for National Development	৫৯
Joint Recruitment Test for 5 Banks & Financial Institutions-2018	৬১

সম্পাদক কর্তৃক ওরাকল BCS, রাফিন গাজা (৭ম তলা), নীলক্ষেত, ৩/বি মিরপুর রোড, ঢাকা থেকে প্রকাশিত ও মুদ্রিত



Please Give Us Some
Credit When You Share
Our Books!



Don't Remove
This Page!

EXCLUSIVE

Bcs Pdf Download:

MyMahbub.Com



স্বপ্নপূরণে ওরাকল আছে আপনার সাথে

ওরাকল BCS



দেশের সকল শাখায়

- ৪০, ৪১তম প্রিলি.
- ৩৮, ৩৯তম ভাইভা

ওরাকল জ্ঞানপত্র জুলাই, ২০১৮ সংখ্যার অনুষ্ঠিত পরীক্ষার মেধাক্রম

হেড অফিস, বকশী বাজার				খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা				কিশোরগঞ্জ শাখা			
মেধাক্রম	নাম	আইডি নং	প্রাণ্ড নম্বর	১ম	মেহেদী হাসান	৩৭৫	৯০	১ম	নকুনুহার মজিনা	০১৩	৬৫
১ম	দীপ্ত	০৪৫	৭৫.৫	২য়	রোমানা খাতুন	৫৩৪	৮৯	২য়	নাজনীন হক	২৬	৬২.৫
২য়	কনক দাস কংকন	০২৫	৭০.৫	৩য়	টাপস পাল	৬৮	৮০	৩য়	মেহেদী হাসান রনি	১৩	৪৮
৩য়	খাদিজা বেগম	৫২	৬৩	কুমিল্লা শাখা				ফেনী শাখা			
কর্পোরেট অফিস, নীলক্ষেত				১ম	রাজন সাহা	১৯৯	৯০	১ম	জান্নাতুল নাইম	০১৯	৬৬
১ম	অনিক দাস	৩৯১	৭০	২য়	মো: নাজমুল হাসান	৬৪৯	৭৫	২য়	নাইদা আক্তার	১০৭	৫৯
১ম	মোছা: জান্নাতুল ফেরদৌসী	৪৩১	৬৮	৩য়	কাইয়ুম	৫৯৫	৭০	৩য়	শম্পা ঘোষ	০৬৪	৫৪
৩য়	শরীফা আক্তার	৬০১	৬৫.৫	গোপালগঞ্জ শাখা				সাতক্ষীরা শাখা			
মালিবাগ শাখা				১ম	সদিপ রায়	২৩	৬৯	১ম	মিরাজাম মনির মোস্তফা	পি-০৬	৯২.৫
১ম	ইশরাত জাহান শম্পা	০০১	৭৪	২য়	মো: কামাল হোসেন	২১	৬৫	২য়	রাফাত আরা রুপা	পি-০৬	৮৯.৫
১ম	কাইয়ুম	-	৭৪	৩য়	লিপন	৫১	৫৯	৩য়	হাসিনা	পি-০১	৮৮
২য়	লিপি	১৭২	৭৩.৫	রংপুর শাখা				ঝিনাইদহ শাখা			
ফার্মগেট শাখা				১ম	গোলাম রাব্বানি	৫৬	৪৫	১ম	সাদাম	১৯	৮১
১ম	মিজানুর রহমান	৪১২	৮৭	২য়	ঝিলিক	২৬	৪৪.৫	২য়	সান্ত চক্রবর্তী	৪৫	৮০
২য়	তাহিরা বেগম	৫৪৩	৭৯.৫	৩য়	সামি	১৬	৪৩	৩য়	ইমরান হোসেন	১৪৭	৭৬.৫
৩য়	ভীষদেব চন্দ্র সরকার	৫৮৬	৭৭.৫	গাজীপুর শাখা				টাঙ্গাইল শাখা			
বাংলাদেশ কৃষি বিদ্যালয় শাখা				১ম	সেলিম মাহমুদ	৩৭৫	৯১	১ম	গুলফাম-ই-জান্নাত	২৪২	৮৩
১ম	মো: আলামিন ইসলাম	২৪	৯০	২য়	নিপন মিয়া	৪২৪	৮০.৫	২য়	সাবিকুন্নাহার	৭০০	৭৭
২য়	মো: ইমরাদুল কায়েছ	৬৯	৮৬	৩য়	সৌরভ চন্দ্র	২৭৯	৭১	৩য়	বাহারউদ্দিন	৬৭৫	৭৪
৩য়	মো: আসাদুজ্জামান মিঞা	২৮	৮৩	সিরাজগঞ্জ শাখা				সাতার শাখা			
ময়মনসিংহ শাখা				১ম	মোছা : রোজিনা খাতুন	১৫৮	৬৪	১ম	সামান্তা	১৬১	৭২.৫
১ম	শাবনাজ ফারহানা	৭৯	৯২	২য়	মো: সোয়ায়েব রহমান	১১৭	৫৭	২য়	লতিফা আক্তার	১০৪	৭১.৫
২য়	দিপিকা পণ্ডিত	৯১	৭১.৫	৩য়	মোছা: নাগিসা খাতুন	৩৬০	৫৪	৩য়	নুসরাত জাহান	১১১	৫৬.৫
৩য়	এনায়েত কবির	৬৮	৭১	গাইবান্ধা শাখা				কুষ্টিয়া শাখা			
খুলনা (বয়রা) শাখা				১ম	আলী রেজা	৮৩৬	৭৩	১ম	শাওন আহমেদ	৭০	৭১
১ম	মিতুন		৮৩.৫	১ম	অরুণ		৭৩	২য়	নাসিম রেজা	৭৫	৭০.৫
২য়	আশরাফুল ইসলাম	৩৭৪	৭৫	২য়	বিদ্যাৎ হোসেন	-	৬৮	৩য়	আলী আজগর	অতিথি	৬৬
৩য়	সৌভনকর	৭০৮	৭৪.৫	৩য়	জাকিয়া সুলতানা	৯০০	৬৬	পাবনা শাখা			
								১ম	সোহেল রানা	৫১	৫৭
								২য়	সোনালী	৫৯	৫৩
								৩য়	মাহফুজা আক্তার	৩৯	৪৫

জ্ঞানপত্র জুলাই সংখ্যার উত্তরপত্র

১. গ	৯. গ	১৮. গ	২৭. গ	৩৫. গ	৪৪. গ	৫৩. গ	৬১. গ	৬৯. গ	৭৮. গ	৮৬. গ	৯৫. গ
২. গ	১০. গ	১৯. গ	২৮. গ	৩৬. গ	৪৫. গ	৫৪. গ	৬২. গ	৭০. গ	৭৯. গ	৮৭. গ	৯৬. গ
৩. গ	১১. গ	২০. গ	২৯. গ	৩৭. গ	৪৬. গ	৫৫. গ	৬৩. গ	৭১. গ	৮০. গ	৮৮. গ	৯৭. গ
৪. গ	১২. গ	২১. গ	৩০. গ	৩৮. গ	৪৭. গ	৫৬. গ	৬৪. গ	৭২. গ	৮১. গ	৮৯. গ	৯৮. গ
৫. গ	১৩. গ	২২. গ	৩১. গ	৩৯. গ	৪৮. গ	৫৭. গ	৬৫. গ	৭৩. গ	৮২. গ	৯০. গ	৯৯. গ
৬. গ	১৪. গ	২৩. গ	৩২. গ	৪০. গ	৪৯. গ	৫৮. গ	৬৬. গ	৭৪. গ	৮৩. গ	৯১. গ	১০০. গ
৭. গ	১৫. গ	২৪. গ	৩৩. গ	৪১. গ	৫০. গ	৫৯. গ	৬৭. গ	৭৫. গ	৮৪. গ	৯২. গ	
৮. গ	১৬. গ	২৫. গ	৩৪. গ	৪২. গ	৫১. গ	৬০. গ	৬৮. গ	৭৬. গ	৮৫. গ	৯৩. গ	
	১৭. গ	২৬. গ	৩৫. গ	৪৩. গ	৫২. গ			৭৭. গ		৯৪. গ	

ওরাকল জ্ঞানপত্রের মাসিক পরীক্ষা সকলের জন্য উন্মুক্ত।

যারা ওরাকল বিসিএস এর শিক্ষার্থী নন তারাও নিকটতম শাখায় নির্ধারিত দিনে পরীক্ষা দিতে পারবেন।

সাম্প্রতিক প্রশ্নোত্তর

বাংলাদেশ

- ❖ নেত্রকোনা জেলায় অবস্থিত দেশের ৪০তম পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় শেখ হাসিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভিসি হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন কে?
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. রফিক উল্লাহ খান।
- ❖ বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ফজলে কবির কোন সংস্থার নতুন চেয়ারম্যান নিযুক্ত হয়েছেন?
- আলোয়েস ফর ফাইন্যান্সিয়াল ইনকুশন (এএফআই) এর।
- ❖ ২০১৮ সালের ২৫ মে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১১৯তম জন্মোৎসবে 'নজরুল পদক' পান কে কে?
- নজরুল সংগীতশিল্পী শাহীন সামাদ ও সুমন চৌধুরী।
- ❖ বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের নতুন চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন কে?
- সাবেক অর্থসচিব হেলায়েতুল্লাহ আল মামুন।
- ❖ দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) নতুন কমিশনার হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন কে?
- জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাবেক জ্যেষ্ঠ সচিব মো. মোজাম্মেল হক খান।
- ❖ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে 'মুজিব বর্ষ' পালিত হবে-
- ২০২০ সালের ১৭ মার্চ থেকে ২০২১ সালের ১৭ মার্চ পর্যন্ত।
- ❖ বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপিত হবে-
- ২০২১ সালের ২৬ মার্চ।
- ❖ ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) ৫০তম থানা হিসেবে যাত্রা শুরু করল-
- হাতিরঝিল থানা।
- ❖ 'আবু বকর' ও 'ধলেশ্বরী' হলো-
- বাংলাদেশ ও ভারতীয় নৌবাহিনীর মধ্যে অনুষ্ঠিত যৌথ টহলে অংশ নেওয়া বাংলাদেশ নৌবাহিনীর দুইটি জাহাজের নাম।
- ❖ ব্যবস্থাপনার সুবিধার জন্য সুন্দরবনকে ভাগ করা হয়েছে-
- ৯ টি ব্লক ও ৫৫ টি কমপার্টমেন্টে।
- ❖ ২৯ জুন বাংলাদেশ সফরকারী 'ইয়াং লি' হলেন-
- মিয়ানমারের মানবাধিকারবিষয়ক জাতিসংঘের বিশেষ র‍্যাপোর্টার।
- ❖ ২০১৭-১৮ অর্থবছরে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বাংলাদেশে প্রবাসী আয় (রেমিট্যান্স) এসেছে কত কোটি মার্কিন ডলার?
- ১৯৯ কোটি ৭৪ লাখ ৯০ হাজার।
- ❖ পরিকল্পনা কমিশনের নতুন সদস্য হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন কে?
- সুবীর কিশোর চৌধুরী।

- ❖ জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ঘোষণা করা হয়-
- ১৮ থেকে ২৪ জুলাই পর্যন্ত সময়কে।
- ❖ স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের হালনাগাদ তথ্যানুসারে বাংলাদেশের কোন দুটি বিভাগে জন্মহার সবচেয়ে বেশি?
- চট্টগ্রাম (২.৫ জন) ও সিলেট (২.৯ জন)।
- ❖ পরিবার পরিকল্পনা ও মা-শিশু স্বাস্থ্য বিষয়ে 'পরিবার পরিকল্পনা মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড-২০১৮' পেয়েছেন কে?
- দৈনিক আমাদের সময়ের স্টাফ রিপোর্টার হাসান আল জাভেদ।
- ❖ আন্তর্জাতিক গণিত অলিম্পিয়াডের (আইএমও) ৫৯তম আসরে সোনার পদক জয়ী বাংলাদেশীর নাম কী?
- আহমেদ জাওয়াদ চৌধুরী।
- ❖ বাংলাদেশ কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেডের (বিসিএসসিএল) নতুন বোর্ড চেয়ারম্যান কে?
- বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের (বিটিআরসি) সাবেক চেয়ারম্যান ড. শাহজাহান মাহমুদ।
- ❖ নতুন মহাহিসাবরক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (সিএজি) পদে নিয়োগ পেয়েছেন কে?
- সাবেক অর্থসচিব মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী।
- ❖ অর্থ বিভাগের নতুন (ভারপ্রাপ্ত) অর্থ সচিবের দায়িত্ব পেয়েছেন কে?
- অর্থ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব আব্দুর রউফ তালুকদার।
- ❖ সম্প্রতি তফসিলিকৃত ব্যাংক হিসেবে চালিকাভুক্ত হয়-
- প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক।
- ❖ 'টারিফ কমিশন' কোন মন্ত্রণালয়ের অধীন?
- বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের।
- ❖ 'হলহলিয়া জমিদার বাড়ি' কোন জেলায় অবস্থিত?
- সুনামগঞ্জ জেলায়।
- ❖ বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের পরবর্তী রাষ্ট্রদূত হিসেবে কাকে নিয়োগ দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প?
- পেশাদার কূটনীতিক আল রবাত মিলারকে।
- ❖ বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষের (বিআরটিএ) সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ী ঢাকায় নিবন্ধিত যন্ত্রাচালিত যানবাহনের সংখ্যা কতটি?
- ১১ লাখ ৩২ হাজার ২৫৪ টি।
- ❖ ১৫ জুলাই ২০১৮ বাংলাদেশ-ভারত ব্রহ্মপুত্র পর্যায়ের বৈঠকে সংশ্লিষ্ট যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়-
- ট্রাভেল অ্যাগ্রিমেন্ট- ২০১৮।
- ❖ দেশের দ্বিতীয় পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র কোথায় স্থাপিত হবে?
- বরিশালের হিজলায় (প্রথম পারমাণবিক বিদ্যুতকেন্দ্র- রূপপুর, পাবনা)।
- ❖ ৯ জুলাই ১৮ কোন বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে 'জাতীয় কৃষি নীতি-২০১৮' এর ঋণাড়া মন্ত্রিসভার অনুমোদন পায়?
- সমবায় ভিত্তিক কৃষি খামার।
- ❖ দেশে বর্তমানে বনভূমির পরিমাণ কত শতাংশ?
- ১৩% (UNFAO); ১৭% (বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়)।

- ❖ ২০১৮ সালে বাংলাদেশের সেরা ব্যাংক হিসেবে ইউরোমানির স্বীকৃতি পেয়েছে কোন প্রতিষ্ঠান?
- ইস্টার্ন ব্যাংক লিমিটেড (ইবিএল)।
- ❖ দেশব্যাপী ই-পাসপোর্ট প্রকল্প বাস্তবায়নে তথ্য ব্যবস্থাপনা ও নিরাপত্তা খাতে প্রযুক্তিগত সহায়তা দিবে কোন প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান?
- ফ্লোৱা টেলিকম লিমিটেড।
- ❖ নতুন প্রজন্মের কাছে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ চর্চার উদ্যোগ নেওয়ায় জাতীয় পর্যায়ে ব্যক্তিগত শ্রেণিতে জনপ্রশাসন পদক-২০১৮ পান কে?
- ময়মনসিংহের ভালুকা উপজেলার সাবেক উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কামরুল আহসান তালুকদার।
- ❖ প্রথম আলো ট্রাস্ট মাদকবিরোধী সেরা প্রতিবেদন পুরস্কার-২০১৮ পান কোন দুজন সাংবাদিক?
- আমাদের সময় পত্রিকার হাবিব রহমান ও যমুনা টেলিভিশনের নাজমুল সাদ্দিন।
- ❖ সম্প্রতি প্রকাশিত 'ন্যাশনাল পিপল পলিটিকস: ভিজুয়াল ফ্রম দ্য সাইড লাইন' গ্রন্থের লেখক কে?
- ইউজিসির চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মান্নান।
- ❖ বাংলাদেশের প্রথম কোম্পানি হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে চতুর্থবারের মত কোন ধরনের গুণ্ণ রপ্তানি করে বেজিংমকো?
- ডাইবেটিস রোগের মেটফর্মিন হাইড্রোক্লোরাইড গুণ্ণ।
- ❖ মে- ২০১৮ পর্যন্ত মোবাইল ব্যাংকিং এ নিবন্ধিত মোট গ্রাহকের সংখ্যা কত?
- ৬ কোটি ১৩ লাখ।
- ❖ বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যমতে মোবাইল ব্যাংকিং সেবায় শীর্ষ এজেন্ট-
- ব্র্যাক ব্যাংকের সহযোগী প্রতিষ্ঠান বিকাশ।
- ❖ ভারতের ব্রহ্মপুত্র রাজনাথ সিং কবে ঢাকায় আসেন?
- ১৪ জুলাই, ২০১৮।
- ❖ বাংলাদেশে প্রাকৃতিক উৎস থেকে কত টন মাছ উৎপাদিত হয়?
- প্রায় ১০ লাখ টন।
- ❖ পরিত্যক্ত পলিথিন থেকে জ্বালানি তেল উৎপাদন পদ্ধতির উদ্ভাবক কে?
- তৌহিদুল ইসলাম।
- ❖ 'বাংলা গ্রাইমার' বলতে কোন রচনাসমূহকে বোঝায়?
- আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথমদিকের রচনাসমূহ।
- ❖ 'কুরা' (মুরগি) শব্দটির ব্যুৎপত্তি কোন শব্দ থেকে?
- কুরকাল (হিন্দি)।
- ❖ 'পিংক স্যাম' কী?
- বাংলাদেশের নারী মোটর সাইকেল রাইড শেয়ারিং সার্ভিস।
- ❖ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মুক্তিযুদ্ধের শহিদদের স্মরণে কত লাখ গাছ লাগানোর ঘোষণা দিয়েছেন?
- ৩০ লাখ।
- ❖ জাতিসংঘ এলজিআরডি মন্ত্রী প্রদত্ত তথ্যমতে, বাংলাদেশের কত ভাগ মানুষ নিরাপদ পানির আওতায় আছে?
- ৮৮ শতাংশ।
- ❖ পরিবেশ অধিদপ্তরের মতে, বর্তমানে ঢাকায় শব্দ দূষণের মাত্রা কত?
- দিনে ৯৯.৬ থেকে ১৩০.২ ডেসিবেল এবং রাতে ৪৩.৭ থেকে ৬৫.৭ ডেসিবেল।
- ❖ বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইটের মাধ্যমে কতটি নৌযান তথ্যসেবা পাবে?
- ৩৫ হাজার নৌযান।

- ❖ মানসিক অসুস্থতায় আক্রান্ত ব্যক্তির চিকিৎসায় বা সম্পত্তির তালিকা প্রণয়ন বা ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে অবহেলা বা আদালতের নির্দেশ অমান্য করলে কী দণ্ডের আদেশ দেয়া হয়েছে?
- অনধিক ৫ লাখ টাকা অর্থদণ্ড বা তিন বছর সশ্রম কারাদণ্ড বা উভয় দণ্ড।
- ❖ বাংলাদেশের কোন প্রতিষ্ঠানকে 'পার্টনার অব দ্য ইয়ার-২০১৮' সম্মাননা প্রদান করে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান 'ওরাকল'?
- ইএসএল (এক্সপ্রেস সিস্টেমস লিমিটেড) বাংলাদেশ।
- ❖ দেশে উদ্ভাবিত নতুন জাতের আমের নাম-
- যাদুভোগ (এ আমের বীজ ভারতের মালদহ থেকে আনা হয়)।

আন্তর্জাতিক

- ❖ 'দৈনিক ক্যাপিটাল গ্যাজেট' কী?
- যুক্তরাষ্ট্রের পত্রিকা।
- ❖ বর্তমানে উত্তর কোরিয়ার প্রধান পারমাণবিক কেন্দ্রের নাম কী?
- ইয়ংবিয়ন।
- ❖ 'সাতপুরা' ও 'কাদমাত' কী?
- বাংলাদেশ ও ভারতীয় নৌবাহিনীর মধ্যে অনুষ্ঠিত যৌথ টহলে অংশ নেওয়া ভারতীয় নৌবাহিনীর দুটি জাহাজের নাম।
- ❖ মেক্সিকোয় প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বিজয়ী হয়েছেন কে?
- বামপন্থী আন্দ্রেস মানুয়েল লোপেস ওব্রাদোর।
- ❖ 'ওয়ানএমডিবি' কী?
- ওয়ান মালয়েশিয়ান ডেভেলপমেন্ট বেরহাদ। এটি হলো একটি রাষ্ট্রীয় তহবিল।
- ❖ সম্প্রতি থাইল্যান্ডের উত্তরাঞ্চলীয় চিয়াং রাই এলাকার কোন গুহায় আটকে পড়ে কিশোর ফুটবল দলের ১৩ সদস্য?
- থাম লুয়াং গুহায়।
- ❖ ব্রাজিলের রিও ডি জেনিরোতে অবস্থিত যিত্রিষ্টের মূর্তির নাম 'ক্রাইস্ট দ্য রিডিমার' যা বিশ্বের বৃহত্তম-
- 'আর্ট ডেকো' হিসেবে বিবেচিত।
- ❖ থাইল্যান্ডের চতুর্থ দীর্ঘতম গুহা থাম লুয়াং কোন পর্বতে অবস্থিত?
- ন্যাং নন পর্বতে।
- ❖ ৫৯তম আন্তর্জাতিক গণিত অলিম্পিয়াডের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় কোথায়?
- রোমানিয়ার ক্লুজ নাপোকা শহরের ইনভার স্টেডিয়ামে।
- ❖ ব্রেক্সিট কার্যকর করতে যুক্তরাজ্য সরকারের খোলা নতুন দপ্তরের নাম কী?
- ডিপার্টমেন্ট অব ব্রেক্সিট ইইউ সংক্ষেপে ব্রেক্সিট দপ্তর।
- ❖ ১১ জুলাই বিশ্ব জনসংখ্যা দিবসের ২০১৮ সালের প্রতিপাদ্য কী?
- 'পরিকল্পিত পরিবার, সুরক্ষিত মানবাধিকার'।
- ❖ সর্বশেষ ন্যাটোর দুই মিনব্যাপী শীর্ষ সম্মেলন কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?
- বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলসে।
- ❖ ১৬ জুলাই যুক্তরাষ্ট্র প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ব্লাদিমির পুটিনের মধ্যে বৈঠক কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?
- ফিনল্যান্ডের রাজধানী হেলসিঙ্কি শহরে।

- ❖ 'জয়হিন্দ-ওয়ানএস' কী?
- ভারতের তৈরি ডিমের চেয়ে ছোট আকৃতির কৃত্রিম উপগ্রহ।
- ❖ 'থানমা' কী?
- কিউবার রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যম।
- ❖ আন্তর্জাতিক অভিবাসন গণব্যবস্থা শীর্ষ ৫টি দেশ-
- যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, রাশিয়া, সৌদি আরব ও যুক্তরাজ্য।
- ❖ যুক্তরাষ্ট্রজাতিক সাহায্য সংস্থা ইউএসএআইডি বাংলাদেশের নতুন মিশন প্রধানের দায়িত্ব নিয়েছেন কে?
- ডেরিক এস ব্রাউন।
- ❖ আন্তর্জাতিক অভিবাসনের লক্ষ্য দেশ ত্যাগে শীর্ষ ৫ টি দেশ-
- ভারত, মেক্সিকো, রাশিয়া, চীন ও বাংলাদেশ।
- ❖ ইইউভুক্ত দেশগুলোর সীমান্ত পাহারা দিবে-
- 'ফ্রন্টটেল্ল' নামক বাহিনী।
- ❖ 'সুদ ডয়েট জাইফু' কী?
- জার্মানির একটি পত্রিকার নাম।
- ❖ 'ইয়াংশ্যাং' বন্দর কোথায় অবস্থিত?
- চীনের সাংহাইয়ে।
- ❖ 'দ্য ইয়োমিউরি শিমবুন' হলো-
- জাপানি ভাষায় বিশ্বের সর্বাধিক প্রচারিত দৈনিক।
- ❖ অস্ট্রেলিয়াভিত্তিক মানবাধিকার সংস্থা ওয়াক ফ্রি ফাউন্ডেশন প্রকাশিত বৈশ্বিক দাসত্ব সূচক-২০১৮ এ জনসংখ্যা অনুযায়ী দাসত্বের হার সবচেয়ে বেশি-
- এশিয়ার দেশ উত্তর কোরিয়া ও আফ্রিকার দেশ ইরিরিয়ায়।
- ❖ ২৩ জুলাই পাঁচদিনব্যাপী ২২তম আন্তর্জাতিক এইডস সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় কোথায়?
- নেদারল্যান্ডের রাজধানী আমস্টারডামে।
- ❖ ২২তম আন্তর্জাতিক এইডস সম্মেলনের ২০১৮ সালের মূল উপপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে-
- ব্রেকিং ব্যারিয়ার্স, বিন্ডিং ব্রিজেস।
- ❖ ফিফা বিশ্বকাপ-২০১৮ এর ২১তম আসরে চ্যাম্পিয়ন দলের পুরস্কার কত ডলার?
- ৩৮ মিলিয়ন ডলার (প্রায় ৩১৮ কোটি টাকা)।
- ❖ ২০২৬ সালের ফুটবল বিশ্বকাপ কোন কোন দেশে অনুষ্ঠিত হবে?
- কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্র যৌথভাবে।
- ❖ ২০১৮ সালের ফুটবল বিশ্বকাপে 'ফিফার সেরা উদীয়মান ফুটবলার' হন কে?
- ফ্রান্সের কিলিয়ান এমবাল্পে।
- ❖ জাতিসংঘ ই-গভর্নেন্স র‍্যাংকিং শীর্ষ তিনটি দেশ যথাক্রমে-
- ডেনমার্ক, অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়া।
- ❖ 'অ্যালায়েল' কী?
- উত্তর আমেরিকার ক্রেতাদের জোটের নাম।
- ❖ সিরিয়া সিভিল ডিফেন্স নামের সংগঠনটি পরিচিতি যে নামে-
- হোয়াইট হেলমেট।
- ❖ দূরবর্তী অঞ্চলে উচ্চগতির ইন্টারনেট সেবা পৌঁছে দিতে সম্প্রতি ফেসবুকের তৈরি স্যাটেলাইটের নাম কী?
- অ্যাথেনা।
- ❖ আফ্রিকার দেশগুলোতে বেলুনের সাহায্যে ইন্টারনেট ছড়িয়ে দেওয়া প্রকল্পের নাম কী?
- প্রোজেক্ট লুন।
- ❖ কিউবার সর্বোচ্চ নির্বাহী পরিষদের নাম কী?
- কাউন্সিল অব স্টেট।
- ❖ চুলের কলগে কোন ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ বিদ্যমান?
- প্যারাবেনাইল ডাইঅ্যামাইন।

- ❖ ইউরোপ মহাদেশে কয়টি ফুটবল বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হয়?
- ১১টি।
- ❖ বিশ্বকাপ ফুটবল ২০১৮-এর মাসকট-এর নকশা করেন কে?
- একাতেরিনা বোচারোভা।
- ❖ রাশিয়া বিশ্বকাপের কয়টি স্টেডিয়াম এশিয়া মহাদেশে পড়েছে?
- ১টি।
- ❖ 'ইউনিভার্সিটি রোডার চ্যালেঞ্জ' আয়োজন করে কোন সংস্থা?
- যুক্তরাষ্ট্রের মার্স সোসাইটি।
- ❖ বিশ্বব্যাংকের সর্বশেষ প্রকাশিত তালিকা অনুসারে বিশ্বের সেরা পাঁচ অর্থনীতির দেশ কোনগুলো?
- যুক্তরাষ্ট্র, চীন, জাপান, জার্মানি ও ইংল্যান্ড।
- ❖ খেলায়াজ ও কোচ হিসেবে ফুটবল বিশ্বকাপ জিতেছেন-
- মারিও জাগালো (ব্রাজিল); ফ্রাঙ্ক বেকেনবাওয়ার (জার্মানি); দিদিয়ের দেশম (ফ্রান্স)।
- ❖ জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধির কারণে হাইতির প্রধানমন্ত্রী জাক গি লেফটেনেন্ট কবে পদত্যাগ করেন?
- ১৪ জুলাই, ২০১৮।
- ❖ আন্তর্জাতিক ফিজিকস অলিম্পিয়াডের ৪৯তম আসর বসছে কোন দেশে?
- পর্তুগালের রাজধানী লিসবনে।
- ❖ 'ইউনিভার্সিটি রোডার চ্যালেঞ্জ' কী?
- বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের মর্যাদাপূর্ণ রোবটিক কম্পিটিশন।
- ❖ ফুটবল বিশ্বকাপ ২০১৮-এর গোল্ডেন গ্লাভস পুরস্কার লাভ করেন কে?
- থিবো কোর্তোয়া, বেলজিয়াম
- ❖ 'ট্যাকেনোকুইন' কী?
- ম্যালেরিয়ার ওষুধের নাম।
- ❖ সম্প্রতি জি-২০ এর অর্থমন্ত্রীদের সম্মেলন কোন দেশে অনুষ্ঠিত হয়?
- আর্জেন্টিনা।
- ❖ 'ক্রেডিট রেটিং' কী?
- কোনো দেশের অর্থনৈতিক সম্ভাবনা ও ঝুঁকি সম্পর্কে ধারণা।
- ❖ 'ফিচ' কী?
- লন্ডনভিত্তিক ক্রেডিট রেটিং এজেন্সি।
- ❖ 'মুডিস' কী?
- যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক ক্রেডিট রেটিং এজেন্সি।
- ❖ ২০১৮ বিশ্বকাপের নকআউট পর্বের খেলায় ব্যবহৃত নতুন বলের নাম কি?
- টেলস্টার মেচভা
- ❖ সেরা রঙানিকারক পুরস্কার 'অস্টম এইচএসবিসি এক্সপোর্ট এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ডস' এর আয়োজন করার ঘোষণা দিয়েছে কোন প্রতিষ্ঠান?
- দ্য হংকং সাংহাই ব্যাংকিং করপোরেশন (এইচএসবিসি) বাংলাদেশ।
- ❖ পাকিস্তানের ইতিহাসে ৭০ বছর পর প্রথমবারের মতো ভোট দিল-
- পাঞ্জাব প্রদেশের খুয় বের নারীরা।
- ❖ পাকিস্তানের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো নির্বাচন পর্যবেক্ষণের সুযোগ পেলে-
- তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ।
- ❖ 'মার্সিস' কী
- মঙ্গল গ্রহে নাসার ব্যবহৃত যন্ত্র (এটি মঙ্গলে পানির হৃদয়ের সম্ভাবন দেয়)
- ❖ বেক্সিট কার্যকর হবে-
- ২০১৯ সালের ২৯ মার্চ।
- ❖ পাকিস্তানের পার্লামেন্ট নির্বাচনে বিজয়ী হয়েছেন কে?
- পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ (পিটিআই)।



বাংলাদেশ

☐ বাংলাদেশে প্রাণীজ আমিষের কত ভাগ মাছ থেকে পাওয়া যায়?

- ✓ ৬০ ভাগ ৫০ ভাগ
৫৫ ভাগ ৫৫ ভাগ

☐ 'বালা প্রাইমার সংগ্রহ' গ্রন্থের সম্পাদক কে?

- ✓ ৬ আশিস খান্ডগীর ৬ অশোক মুখোপাধ্যায়
৬ অজিত রায় ৬ অতুল সুর

☐ বাংলাদেশ সরকার কোন দেশ থেকে ই-পাসপোর্ট ত্রুণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে?

- ৬ ফ্রান্স ৬ রাশিয়া
✓ ৬ জার্মানি ৬ যুক্তরাষ্ট্র

☐ ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের সশোধিত এডিপি কত টাকায়?

- ৬ ১৬৪,০৮৫ কোটি টাকা
✓ ৬ ১৫৭,৫৯৪ কোটি টাকা
৬ ১২৩,৩৪৬ কোটি টাকা
৬ ১১৯,২৯৬ কোটি টাকা

☐ ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে বার্ষিক গড় মূল্যস্ফীতি শতকরা কত?

- ৬ ১.১৯% ৬ ২.২০%
৬ ৫.৮০% ✓ ৬ ৫.৭৮%

☐ যুক্তরাষ্ট্রের 'ইউনিভার্সিটি রোডার চ্যালেঞ্জ' প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের তৈরি রোবটের নাম কী?

- ৬ চন্দ্র-তরী এক্সপিডিশন
✓ ৬ মঙ্গল-তরী রেভুলেশন
৬ সোলার পাওয়ার রোবটিক সিস্টেম
৬ বেঙ্গল-মার্স রেভুলেশন

☐ বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দল কোন দেশকে হারিয়ে টি-২০ বিশ্বকাপ খেলায় যোগ্যতা অর্জন করেছে?

- ৬ স্কটল্যান্ড ✓ ৬ আয়ারল্যান্ড
৬ ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৬ ভারত

☐ 'ধেনকী নদী কোন জেলার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে?

- ৬ সিলেট ৬ খুলনা
৬ বরিশাল ✓ ৬ নেত্রকোনা

☐ ১ জুলাই, ২০১৮ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কততম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী?

- ৬ ৯৫তম ✓ ৬ ৯৭তম
৬ ৯৬তম ৬ ৯৪তম

☐ রোহিঙ্গাদের পরিস্থিতি দেখতে জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস ও বিশ্বব্যাংক প্রেসিডেন্ট জিম ইয়ং কিম দুই দিনের সফরে ঢাকায় আসেন কত তারিখে?

- ✓ ৬ ৩০ জুন '১৮ ৬ ২৯ জুন '১৮
৬ ১ জুলাই '১৮ ৬ ২ জুলাই '১৮

☐ এশীয় অঞ্চল থেকে আগামী দুই বছরের জন্য কমনওয়েলথের নির্বাহী কমিটির (ইসি) সদস্য নির্বাচিত হয়েছে কোন দেশ?

- ৬ ভারত ৬ পাকিস্তান
✓ ৬ বাংলাদেশ ৬ নেপাল

☐ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম নারী রেজিস্ট্রার হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন কে?

- ৬ ফারজানা নূর ৬ কানিজ ফাতেমা
৬ নাবিলা নূর ✓ ৬ রহিমা কানিজ

☐ ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে প্রবাসীরা দেশে কত কোটি মার্কিন ডলার রেমিট্যান্স পাঠায়?

- ✓ ৬ ১৪৯৮ কোটি ৬ ১৪৭৭ কোটি
৬ ১৫৩১ কোটি ৬ ১৪৯৬ কোটি

☐ ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) সর্বোচ্চ বাস্তবায়ন কত শতাংশ?

- ৬ ৮১ শতাংশ ✓ ৬ ৯৩.৭১ শতাংশ
৬ ৮৩ শতাংশ ৬ ৯১.০১ শতাংশ

☐ সম্প্রতি শিল্পকলা ও নকশার জন্য যুক্তরাজ্যের মর্যাদাপূর্ণ 'জামিল প্রাইজ' পান বাংলাদেশের কোন স্থপতি?

- ৬ মেহেদী মোতাসার ৬ কামাল খান
৬ নাবিলা নূর ✓ ৬ মেরিনা তাবাতুম

☐ বাংলাদেশের মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের কত শতাংশ সেচ কাজে ব্যবহৃত হয়?

- ৬ ৪.৪৮ শতাংশ ৬ ৫.৪৪ শতাংশ
✓ ৬ ৪.৫৮ শতাংশ ৬ ৪.৫৭ শতাংশ

☐ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইটি) বিভাগের নতুন সচিব হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন কে?

- ✓ ৬ জুয়েনা আজিজ ৬ সুবীর কিশোর
৬ সুবীর চৌধুরী ৬ কিশোর চৌধুরী

☐ ১৪তম ইউরেশিয়ান আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র বিভাগের সবচেয়ে বড় পুরস্কার 'গ্রী পা' জিতেছে বাংলাদেশের কোন ছবি?

- ৬ ক্যালেন্ডার ৬ জাদু মিয়া
✓ ৬ মীনালপা ৬ পারাপার

☐ ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে বাংলাদেশের শীর্ষ রপ্তানি বাজারের তালিকায় প্রথম অবস্থানে কোন দেশ?

- ৬ জার্মানি ✓ ৬ যুক্তরাষ্ট্র
৬ যুক্তরাজ্য ৬ স্পেন

☐ ১১ জুলাই জাতীয় সংসদে প্রণোদিত পর্বে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মতে দেশে নিবন্ধিত রোহিঙ্গার সংখ্যা কত জন?

- ৬ ১১,১৪,৫৭৬ জন ৬ ১১,১৬,৫৭৬ জন
✓ ৬ ১১,১৮,৫৭৬ জন ৬ ১১,২০,৫৭৬ জন

☐ ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং তিন দিনের সফরে কত তারিখে ঢাকায় পৌঁছান?

- ৬ ১০ জুলাই '১৮ ৬ ১৩ জুলাই '১৮
৬ ১১ জুলাই '১৮ ৬ ১২ জুলাই '১৮

☐ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় ইনস্টিটিউট অব পেডিয়াট্রিক নিউরোডিজঅর্ডার অ্যান্ড অটিজম (ইপনা) কর্তৃক দেশব্যাপী পরিচালিত জরিপ অনুযায়ী দেশে ১৬ থেকে ১৮ বছর বয়সী শিশুদের মধ্যে অটিজম বিস্তারের হার প্রতি দশ হাজারে কত জন?

- ৬ ১৬ জন ৬ ২০ জন
৬ ১৯ জন ✓ ৬ ১৭ জন

☐ জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষিবিশ্বক সংস্থা একএও-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী প্রাকৃতিক উৎস থেকে মাছ উৎপাদনে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান কততম?

- ৬ চতুর্থ ৬ প্রথম
✓ ৬ তৃতীয় ৬ পঞ্চম

☐ বাংলাদেশ ও জার্মানির মধ্যে ই-পাসপোর্ট প্রবর্তন ও স্বয়ংক্রিয় বর্ডার কন্ট্রোল ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় কত তারিখে?

- ৬ ১৭ জুলাই ৬ ২০ জুলাই
৬ ১৮ জুলাই ✓ ৬ ১৯ জুলাই

☐ ই-গভর্ণ্যান্স ডেভেলপমেন্ট র‍্যাংকিংয়ে বিশ্বের ১৯৩ টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান কততম?

- ৬ ১১০তম ✓ ৬ ১১৫তম
৬ ১১৩তম ৬ ১১৪তম

☐ ৮ জুলাই জাতীয় সংসদে 'সংবিধানের সপ্তদশ সংশোধনী বিল' পাস হওয়ার সংবিধানের কত নং ধারা সংশোধন করা হয়েছে?

- ৬ ৭৫ (১) ✓ ৬ ৬৫ (৩)
৬ ২৮ (৩) ৬ ২৮ (২)

☐ অস্ট্রেলিয়াভিত্তিক মানবাধিকার সংস্থা ওয়াক ফ্রি ফাউন্ডেশন প্রকাশিত বৈশ্বিক দাসত্ব সূচক-২০১৮ এ বাংলাদেশের অবস্থান কততম?

- ✓ ৬ ৯২তম ৬ ৮০তম
৬ ৫৩তম ৬ ৬৭তম

☐ বাংলাদেশে তৈরি পোশাকশিল্পের জন্য নির্মিত বিশেষ ধরনের সফটওয়্যারের নাম কী?

- ৬ উদ্যোম ৬ হলফ্রেক
✓ ৬ প্রত্যয় ৬ অ্যাথেনা

☐ মোবাইল ব্যাংকিং সেবার নিয়ন্ত্রণ ব্যাংকের হাতে থাকবে কত শতাংশ শেয়ার?

- ৬ ৪৯ শতাংশ ✓ ৬ ৫১ শতাংশ
৬ ৫২ শতাংশ ৬ ৫০ শতাংশ

☐ বিশ্বের কততম দেশ হিসেবে ইলেক্ট্রনিক পাসপোর্ট (ই-পাসপোর্ট) যুগের যাত্রা শুরু করল বাংলাদেশ?

- ৬ ১০৯তম ✓ ৬ ১১৯তম
৬ ১১৮তম ৬ ১১০তম

☐ জাতিসংঘের ই-পার্টিসিপেশন সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান কততম?

- ✓ ৬ ৫১তম ৬ ৫২তম
৬ ৫৩তম ৬ ৫৪তম

☐ বর্তমান বাংলাদেশের ডিজিটাল ইনক্লুশন সেন্টার রয়েছে কয়টি?

- ৬ ৫৮৫০টি ৬ ৫৬৫০টি
✓ ৬ ৫২৭২টি ৬ ৫১৭০টি

☒ ২৫ জুলাই বাংলাদেশে পরীক্ষামূলকভাবে চালু হওয়া ফাইভ-জি নেটওয়ার্কের ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ সাধারণত কত থাকে?

- ✓ ক ৭ মেগাহার্টজ খ ৫ মেগাহার্টজ
গ ৫ গিগাহার্টজ ঘ ৬ মেগাহার্টজ

আন্তর্জাতিক

☒ মালয়েশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী নাজিব রাজাক কবে শ্রেষ্ঠার হন?

- ক ১ জুলাই খ ৪ জুলাই
গ ৩ জুলাই ঘ ৫ জুলাই

☒ 'সান ফেরমিন বুল ফেস্টিভাল' কোন দেশের ঐতিহ্যবাহী অনুষ্ঠান?

- ✓ ক স্পেনের খ মালির
গ কঙ্গোর ঘ উরুগুয়ের

☒ থাইল্যান্ডের থাম লুয়াং ওয়ায় আটকে পড়া কিশোরদের ফুটবল দলের নাম কী?

- ক মারাকানাজো খ ওয়াইল্ড বোয়ার্স
গ মিনেইরাজ ঘ বোয়ার্স ওয়াইল্ড

☒ 'আনাদোলু' কোন দেশের রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা?

- ক ইরানের খ পাকিস্তানের
গ কাতারের ঘ তুরস্কের

☒ ১৪তম ইউরেশিয়া আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র বিভাগের 'গ্রী পা' পুরস্কার জিতেছে ফরাসি কোন ছবি?

- ক ক্যালোভার খ মীনালাপ
গ পার্টি'স ওভার ঘ দ্য ব্যাং

☒ দক্ষিণ কোরিয়ার ইলেকট্রনিকস পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান স্যামসাং ইলেকট্রনিকসের সবচেয়ে বড় কারখানাটি কোন দেশে অবস্থিত?

- ক চীনে খ ভারতে
গ পাকিস্তানে ঘ জাপানে

☒ যুক্তরাজ্যের নতুন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন কে?

- ✓ ক জেরেমি হান্ট খ সিড বেকার
গ ডেভিড ডেভিস ঘ কাতানাক

☒ বিটেনে ব্রেক্সিট দগুর এর নতুন বেক্সিটমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন কে?

- ক বরিস জনসন খ সিড বেকার
গ জেরেমি হান্ট ঘ ডমিনিক রাব

☒ 'আহমাদি ইনভেস্টিগেশন ইউনিট' কোন দেশের গোয়েন্দা সংস্থা?

- ক কাতারের খ বাহরাইনের
গ কুয়েতের ঘ তুরস্কের

☒ বিশ্বব্যাংকের সর্বশেষ প্রকাশিত তালিকা অনুসারে বিশ্বের শীর্ষ অর্থনীতির দেশ কোনটি?

- ✓ ক যুক্তরাষ্ট্র খ চীন
গ জাপান ঘ ভারত

☒ বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদন মতে, ভারত বিশ্বের কততম অর্থনীতি?

- ক পঞ্চম খ ষষ্ঠ
গ তৃতীয় ঘ দ্বিতীয়

☒ টি টুয়েন্টি নারী বিশ্বকাপ ক্রিকেট অনুষ্ঠিত হবে-

- ক আগস্ট-১৮ খ সেপ্টেম্বর-১৮
গ অক্টোবর-১৮ ঘ নভেম্বর-১৮

☒ জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষিবিষয়ক সংস্থা এফএও-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী প্রাকৃতিক উৎস থেকে মাছ উৎপাদনে বিশ্বে শীর্ষ দেশ কোনটি?

- ক ভারত খ বাংলাদেশ
গ চীন ঘ পাকিস্তান

☒ শীর্ষ দুই দশকের ঘন দূর করে কবে শাঙ্ঘাইতে সই করে পূর্ব আফ্রিকার দুই দেশ ইথিওপিয়া-ইরিত্রিয়া?

- ✓ ক ৯ জুলাই-১৮ খ ১১ জুলাই-১৮
গ ১৯ জুলাই-১৮ ঘ ১ জুলাই-১৮

☒ 'রোসিসকায়া গ্যাজেট' কোন দেশের রাষ্ট্রীয় সংবাদ মাধ্যমের নাম?

- ক চীনের খ রাশিয়ার
গ যুক্তরাষ্ট্রের ঘ জাপানের

☒ দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদবিরোধী অবিসংবাদিত নেতা নেলসন ম্যান্ডেলার জন্মশতবার্ষিকী পালিত হয় কত তারিখে?

- ক ২১ জুলাই-১৮ খ ১৯ জুলাই-১৮
গ ১৮ জুলাই-১৮ ঘ ১৭ জুলাই-১৮

☒ ১৬ জুলাই ২০১৮ সুপারসনিক ক্রুজ ক্লেপারের সফল পরীক্ষা চালায় কোন দেশ?

- ✓ ক ভারত খ পাকিস্তান
গ চীন ঘ যুক্তরাষ্ট্র

☒ ফিফা বিশ্বকাপ-২০১৮ এর ২১তম আসরে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে কোন দল?

- ক জার্মানি খ ফ্রান্স
গ ক্রোয়েশিয়া ঘ ইংল্যান্ড

☒ ফিফা বিশ্বকাপ-২০১৮ এ 'গোল্ডেন বুট' বিজয়ী কে?

- ক লুকা মদ্রিচ খ মেনসি
গ নেইমার ঘ হারি কেইন

☒ ফিফা বিশ্বকাপ-২০১৮ এ 'গোল্ডেন বল' বিজয়ীর নাম কী?

- ক গ্রিজম্যান খ রোনালদো
গ লুকা মদ্রিচ ঘ মানজুকিচ

☒ ২০২২ সালের ফিফা বিশ্বকাপ কোন দেশে অনুষ্ঠিত হবে?

- ✓ ক কাতার খ কানাডা
গ মেক্সিকো ঘ যুক্তরাষ্ট্র

☒ 'খাইবার পাখতুনখাওয়া' প্রদেশটি কোন দেশে অবস্থিত?

- ক আফগানিস্তানে খ সিরিয়ায়
গ তুরস্কে ঘ পাকিস্তানে

☒ আলোচিত 'দারা ও কানেইয়া' প্রদেশ কোন দেশে অবস্থিত?

- ক ইরাক খ সিরিয়া
গ আফগানিস্তান ঘ পাকিস্তান

☒ সিরিয়া সিভিল ডিফেন্স বা হোয়াইট হেলমেটের বর্তমান প্রধানের নাম কী?

- ক সারুপ ইজাজ খ হাফিজ সাঈদ
গ সালেহ রাফি ঘ রায়দে সালেহ

☒ বর্তমান সংবিধান পরিবর্তন করে একদলীয় সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু করতে যাচ্ছে কোন দেশ?

- ক রাশিয়া খ চীন
গ কুইবা ঘ ভেনিজুয়েলা

☒ সুইডিশ টেলিকম বাজার গবেষণা প্রতিষ্ঠান টেলিসিয়েন্ট প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী মোবাইল ডাটা ব্যবহারে শীর্ষ দেশ কোনটি?

- ✓ ক ফিনল্যান্ড খ তাইওয়ান
গ জাপান ঘ সিঙ্গাপুর

☒ ২৬ জুন ২০১৮ এশিয়ার অন্যতম বড় তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তির মেলা 'কানেই-টেক এশিয়া ২০১৮' কোন দেশে অনুষ্ঠিত হয়?

- ✓ ক সিঙ্গাপুর খ জাপান
গ চীন ঘ ভারত

☒ ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম (ডব্লিউইএফ) এর তথ্যমতে বিশ্বের কত কোটি মানুষের ব্যাংক হিসাব নেই?

- ক ১৫০ কোটি খ ১৬০ কোটি
গ ১৭০ কোটি ঘ ১৮০ কোটি

☒ সম্প্রতি ডোট প্রদান করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে কোন দেশে?

- ক নিউজিল্যান্ড খ পাকিস্তান
গ অস্ট্রেলিয়া ঘ কিউবা

☒ সম্প্রতি উত্তর কোরিয়া যে স্যাটেলাইট উৎক্ষেপন স্টেশন ধ্বংস করে তার নাম কী?

- ক নর্থ স্যাটেলাইট খ সোহায়ে
গ ৩৮ নর্থ ঘ ৩৮ সাউথ

☒ সম্প্রতি গ্রীসের যে শহরে ভয়াবহ দাবানল ছড়িয়ে পড়ে?

- ✓ ক মাতি খ সান্তরিনী
গ হেরাকলিন ঘ মায়কোনস

☒ 'পেলোপোনেস' উপদ্বীপটি কোন দেশে অবস্থিত?

- ক ভারত খ ইন্দোনেশিয়া
গ পাকিস্তান ঘ গ্রীস

☒ সম্প্রতি দেশজুড়ে চলমান তাপপ্রবাহকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘোষণা করে কোন দেশ?

- ✓ ক জাপান খ বাংলাদেশ
গ ভারত ঘ নেপাল

☒ ২৫ জুলাই পাকিস্তানের কততম জাতীয় পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়?

- ক ১০তম খ ১১তম
গ ১২তম ঘ ১৩তম

☒ সম্প্রতি আত্মঘাতি বোমা হামলার জন্য আলোচিত 'সোইদা শহর' কোন দেশে অবস্থিত?

- ক পাকিস্তান খ আফগানিস্তান
গ সিরিয়া ঘ লিবিয়া

☒ বিশ্বব্যাংকের লজিস্টিক পারফরম্যান্স ইনডেক্স (এলপিআই) ২০১৮ এর প্রতিবেদন অনুযায়ী বন্দর সুবিধার ক্ষেত্রে বিশ্বের ১৬৭ টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান কততম?

- ✓ ক ১০০তম খ ৮৭তম
গ ১০৮তম ঘ ১০৫তম

☒ বিশ্বব্যাংকের লজিস্টিক পারফরম্যান্স ইনডেক্স (এলপিআই) ২০১৮ এর প্রতিবেদন অনুযায়ী বন্দর সুবিধার ক্ষেত্রে বিশ্বের শীর্ষ দেশ কোনটি?

- ক ভারত খ জার্মানি
গ সুইডেন ঘ নেদারল্যান্ড



প্রাকৃতিক উৎস থেকে মাছ উৎপাদনে বাংলাদেশ
বিশ্বে তৃতীয় অবস্থানে উঠে এসেছে। জাতিসংঘের
খাদ্য ও কৃষিবিষয়ক সংস্থা এফএও-এর ৯ জুলাই
প্রকাশিত প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
চীন ও ভারত যথাক্রমে এক ও দুই নম্বরে আছে।
দুই বছর আগে প্রাকৃতিক উৎসের মাছ উৎপাদনে
বাংলাদেশের অবস্থান ছিল পঞ্চম। এবার বড়
ধরনের অগ্রগতির পেছনে মূল অবদান ছিল
ইলিশের। বিশ্বের সাতটি দেশের মানুষের প্রাণিজ
আমিষের অর্ধেকেরও বেশি আসে মাছ থেকে।
প্রাণিজ আমিষের ৫৮ শতাংশ মাছ দিয়ে মিটিয়ে
শীর্ষস্থানীয় দেশের কাতারে এখন বাংলাদেশ।
যেখানে বিশ্বে গড়ে প্রাণিজ আমিষের ২০ শতাংশ
আসে মাছ থেকে। ধারাবাহিকভাবে এক যুগ ধরে
মাছ চাষে বিশ্বের শীর্ষ পাঁচ দেশের মধ্যে রয়েছে
বাংলাদেশ। ২০০৬ সালে বাংলাদেশ ভারতকে

টপকে দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছিল। ২০০৪ থেকে ২০১৭ সালের মধ্যে বাংলাদেশের মাছের পরিসংখ্যান ব্যারো হিসেবে, বর্তমানে দেশের জিডিপিতে মৎস্য খাতের অবদান ৩ দশমিক ৬১ শতাংশ এবং কৃষিজিডিপিতে ২৪ দশমিক ৪১ শতাংশ।

ভারতীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ঢাকায় সফর

তিন দিনের সফরে ঢাকায় ভারতীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং। ১৩ জুলাই শুক্রবার সন্ধ্যা ৬টার দিকে রাজনাথ ও তার সফরসঙ্গীদের নিয়ে একটি বিশেষ বিমান বিমানবাহিনীর বঙ্গবন্ধু এয়ারবেজে অবতরণ করে। ভারতীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ১৪ জুলাই গণভবনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালের সঙ্গে বৈঠক করেন। এ বৈঠকে প্রতিবেশীদের একসঙ্গে সম্ভাব্য ক্ষেত্রে দেওয়ার আহবান বাংলাদেশ ও ভারতের। ঢাকা সফরের দ্বিতীয় দিনে রাজনাথ সিং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খানকে নিয়ে রাজধানীর যমুনা ফিউচার পার্কে একটি নতুন, সমন্বিত ও অত্যাধুনিক ভারতীয় ভিসা আবেদন কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন। এ কেন্দ্রটি বর্তমানে বিশ্বের সবচেয়ে বড় ভারতীয় ভিসা আবেদন কেন্দ্র।

প্রথম হজ ফ্লাইট সৌদি পৌঁছাল

শুরু হয়ে গেছে ২০১৮ সালের হজযাত্রা। ১৪ জুলাই শনিবার সকাল ৭টা ৫২ মিনিটে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের একটি উড়োজাহাজ প্রথম হজ ফ্লাইট হিসেবে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ছেড়ে যায়। ৪১৯ যাত্রীর ফ্লাইটটি যথাসময়ে জেদ্দায় পৌঁছেছে। সৌদি আরবের সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী বাংলাদেশ থেকে এবার এক লাখ ২৬ হাজার ১৯৮ জন হজ করবেন। এর মধ্যে ৬১৯৮ জন সরকারি ব্যবস্থাপনায় এবং ১ লাখ ২০ হাজার জন বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় যাবেন।

হুমকির মুখে সুন্দরবন

ম্যানগ্রোভ সুন্দরবনে রোগাক্রান্ত হয়ে ১৫ শতাংশ সুন্দরী, পশুর ও কেওড়া গাছ বিলুপ্ত হয়েছে। নদ-নদী ভরাট হওয়াসহ ফারাক্কা বাঁধের কারণে লোনা ও মিষ্টি পানি প্রবাহের একটি নির্দিষ্ট মাত্রার সম্মিলন না ঘটায় সুন্দরবনের প্রধান উদ্ভিদ সুন্দরী গাছে টপডাউন, গলরোগ, পশুর গাছে হাটরট, গাইব্যাক, কেওড়া গাছে ব্যাকক হারে ডাইব্যাক রোগের কারণে মরে গেছে এই প্রজাতিগুলোর ১৫ শতাংশ গাছ। ওয়ার্ল্ড হ্যারিটেজ সাইট সুন্দরবনের বাংলাদেশ অংশের আয়তন ৬ হাজার ১৭ বর্গকিলোমিটার। এর মধ্যে ৪ হাজার ১৪৩ বর্গকিলোমিটার হলো স্থলভাগ। ২০১৫ সালের সিলস প্রকল্পের সর্বশেষ জরিপে সুন্দরবনে উদ্ভিদরাজির সংখ্যা আশঙ্কাজনক হারে কমে এসে দাঁড়িয়েছে মাত্র ১৮৪টি প্রজাতিতে। তবে এখনো সুন্দরবনের প্রধান উদ্ভিদ সুন্দরী, গেওয়া ও গরানের পরিমাণ মোট উদ্ভিদরাজির ৭০ ভাগ।

পার্সোনালিটি অ্যাওয়ার্ড পেলেন চার গুণী

‘পার্সোনালিটি অ্যাওয়ার্ড’-এ ভূষিত হলেন চার গুণী কিংবদন্তি শিল্পী। তারা হচ্ছেন একুশে পদকপ্রাপ্ত গীতিকার, চলচ্চিত্র প্রযোজক, পরিচালক গাজী মাজহারুল আনোয়ার, চিত্রনাট্যিক-নির্মাতা সূচনা, নৃত্য পরিচালক জিনাত বরকতউল্লাহ ও উপমহাদেশের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সংগীতশিল্পী রুনা লায়লা। দেশের সংস্কৃতি অঙ্গনের বিভিন্ন শাখায় এবং সামাজিক কর্মক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখার জন্য এ চারজনকে পার্সোনালিটি অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত করা হয়েছে।

ই-পাসপোর্টের যুগে বাংলাদেশ

বিশ্বের ১১৯তম দেশ হিসেবে ইলেক্ট্রনিক পাসপোর্ট (ই-পাসপোর্ট) যুগের যাত্রা শুরু করল বাংলাদেশ। জিটুজি ভিত্তিতে জার্মানির সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে দেশে ই-পাসপোর্ট চালুর কার্যক্রম ১৯ জুলাই বৃহস্পতিবার আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়। এ প্রকল্পের নাম দেওয়া হয়েছে ‘বাংলাদেশে ই-পাসপোর্ট প্রবর্তন ও স্বয়ংক্রিয় বর্ডার কন্ট্রোল ব্যবস্থাপনা’। ২০১৮ সালের ডিসেম্বরেই বিদ্যমান মেশিন রিডেবল পাসপোর্টের (এমআরপি) পরিবর্তে নাগরিকদের হাতে পৌঁছেবে এই ইলেক্ট্রনিক পাসপোর্ট। দেশের বিভিন্ন বন্দরে ৫৮টি ই-গেট (ইলেক্ট্রনিক প্রবেশ পথ), দেশের অভ্যন্তরে ৬৯টি পাসপোর্ট অফিস, বিদেশি শিশনগুলোতে ৭২টি এমআরপি সেন্টার স্থাপন, পুলিশের বিশেষ শাখা (এসবি) ও ডিএসবি এবং সব ইমিগ্রেশন চেকপোস্টসহ সব অফিসে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, সফটওয়্যার-হার্ডওয়্যার ও নেটওয়ার্ক সুবিধা প্রদান করবে জার্মানি।

যুক্তরাষ্ট্রে বাড়বে বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের চাহিদা

যুক্তরাষ্ট্রের ফ্যাশন শিল্পগুলোতে বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের আমদানি বাড়বে বলে জানিয়েছে ইউএস ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রি অ্যাসোসিয়েশন (ইউএসএফআইএ)। যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যে বাণিজ্য দ্বন্দ্ব বাড়ায় বাংলাদেশ থেকে আমদানি বাড়বে। জরিপ অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রের ফ্যাশন শিল্পগুলোতে পোশাক সরবরাহকারী দেশের তালিকায় গত বছর বাংলাদেশের অবস্থান ছিল সপ্তম, যা এ বছর হয়েছে পঞ্চম।

গ্রান্ডপিক্স পুরস্কার জিতলো বাংলাদেশি নির্মাতার ছবি

সদ্যসমাপ্ত ১৪ তম ইউরেশিয়া আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে গ্রান্ডপিক্স পুরস্কার জিতলো বাংলাদেশি নির্মাতার ছবি ‘মীনালাপ’। কাজাখস্তানের আন্তানায় ১ থেকে ৭ জুলাই পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয় এ উৎসব। উৎসবের এবারের আসরে স্বল্পদৈর্ঘ্য বিভাগে গ্রান্ডপিক্স পুরস্কার পেয়েছে বাংলাদেশি নির্মাতা সুবর্ণা সৈজুতি টুসি পরিচালিত স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র ‘মীনালাপ’। এই প্রথম উপমহাদেশের কোন নির্মাতার চলচ্চিত্র এই উৎসবে পুরস্কৃত হলো। সুবর্ণা সৈজুতি এর আগে আরও কয়েকটি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র তৈরি করেছেন। ছবিগুলো হলো ‘জাদু মিয়া’ (২০১১), ‘পারাপার’ (২০১৪) ও ‘পুকুরপার’ (২০১৮)।

আন্তর্জাতিক

ইন্টারনেটের ৫ ধারা

মার্কিন বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান ক্রেইনার-পার্কিনের ‘ইন্টারনেট ট্রেড ২০১৮’ প্রতিবেদনে শুরুত্ব পাওয়া পাঁচটি ধারা এখানে তুলে ধরা হলো—

১. ২০১৭ সালে ইন্টারনেট ব্যবহারকারী বেড়েছে ৭ শতাংশ। আগের বছর বেড়েছিল ১২ শতাংশ।
২. ব্যবহারকারীরা বর্তমানে দিনে গড়ে ৫.৯ ঘণ্টা অনলাইনে থাকে। গত বছর ছিল ৫.৬ ঘণ্টা।
৩. গত তিন বছরে মুঠোফোনে ভিডিও দেখার সময় দ্বিগুণ হয়েছে।
৪. প্রত্যেক ব্যবহারকারীর বিপরীতে ফেসবুকের আয় কমবেশি ৩৪ ডলার।
৫. ই-কমার্সে বিক্রি ১৬ শতাংশ বেড়েছে। এ অর্থমূল্য ছাড়িয়ে গেছে ৪০ হাজার কোটি ডলার।

জলবায়ু পরিবর্তনে ক্ষতির মুখে দক্ষিণ এশিয়ার অর্ধেক অঞ্চল

২৮ জুন বৃহস্পতিবার বিশ্ব ব্যাংকের প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ঝুঁকিতে থাকা এলাকাগুলোকে ‘হটস্পটস’ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এ সমস্ত এলাকায় গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি এবং বৃষ্টিপাতের তারতম্যের কারণে জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য কয়েক দশকের মধ্যে অর্থনৈতিক ক্ষতি হতে পারে সবচেয়ে বেশি। নেমে যেতে পারে জীবনযাত্রার মানও। বিশ্ব ব্যাংকের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, তাপমাত্রা বৃদ্ধি আর মৌসুমি বৃষ্টিপাতের ধরন বদলের কারণে ভারতের গড় জাতীয় আয় (জিডিপি) পড়ে যাবে ২.৮ শতাংশ। দক্ষিণ এশিয়াদের মধ্যে মারাত্মক হটস্পটগুলোতে বাস করা বাংলাদেশিরা আবহাওয়ার গড় পরিবর্তনের কারণে মাথাপিছু জিডিপি’র দিক থেকে সবচেয়ে বেশি ক্ষতির মুখে পড়বে বলে বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, ২০৫০ সালের মধ্যে তাদের আয় কমবে ১৪ দশমিক ৪ শতাংশ। সেই তুলনায় শ্রীলঙ্কাদের আয় কমবে ১০ দশমিক ০ শতাংশ এবং ভারতীয়দের কমবে ৮ দশমিক ৮ শতাংশ।

ইউনেস্কোর নতুন সাত বিশ্ব ঐতিহ্য

জাতিসংঘের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য বিষয়ক সংস্থা ইউনেস্কো নতুন সাতটি বিশ্ব ঐতিহ্যের নাম ঘোষণা করেছে। ২৯ জুন শুক্রবার বাহরাইনে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ কমিটির ৪২তম অধিবেশনে এ নাম ঘোষণা করা হয়।

খ্রিস্টীয় গ্রাম : নাগাসাকি অঞ্চলের গোপন খ্রিস্টান ধর্মীয় স্থানগুলোর ১২টি অংশ।

মুখাইয়ের ভিক্টোরিয়ান ভবন গোথিক ও আর্ট ডেকো : ভারতের মুখাই শহরের ওভাল মেইডেন এলাকায় অবস্থিত যত ভিক্টোরিয়ান গোথিক ও আর্ট ডেকো ধাঁচের স্থাপত্য রয়েছে সেগুলো বিশ্ব ঐতিহ্য হিসেবে স্থান পেয়েছে।

ঐতিহাসিক বহিরা : কেনিয়ায় মিগোরি শহরের উত্তর-পশ্চিম দিকে এলাকাটি শুষ্ক পাথরের তৈরি বসতিটি সম্ভবত ষোড়শ শতাব্দীতে নির্মিত। বসতিটি স্থানীয়

বাসিন্দা ও গবাদিপশুর জন্য ছিল দুর্গের মতো।

কালাহাভ : ওমানের পূর্ব উপকূলে এই প্রাচীন বন্দরনগরীর অবস্থান। একাদশ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যে শহরটি আরব উপদ্বীপের পূর্ব উপকূলে বন্দরনগরী হিসেবে গড়ে উঠেছিল।

আল আহসা মরুদ্যান : আরব উপদ্বীপের পূর্বাঞ্চলীয় মরুদ্যান এলাকাটি স্থানীয় বাসিন্দাদের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র ছিল এক সময়। এখন সেখানে ঐতিহাসিক দুর্গ, মসজিদ, কূপ ও পানি ব্যবস্থাপনার কিছু উপকরণ রয়েছে।

পাহাড়ি মঠ : দক্ষিণ কোরিয়ার সানসা পাহাড়ি মঠগুলো সপ্তম শতক থেকে ধর্মীয় বিশ্বাসের কেন্দ্রে রয়েছে। সাটটি মন্দিরের রয়েছে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ, লেকচার হল, প্যাভিলিয়ন ও বৌদ্ধ কক্ষ।

প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন ইরানের সাসানীয় সাম্রাজ্যের দুর্গের মতো অবকাঠামো, প্রাসাদ ও নগর পরিকল্পনাসহ ফার্স প্রদেশের ৮টি প্রত্নতাত্ত্বিক ক্ষেত্র স্থান পেয়েছে বিশ্ব ঐতিহ্যে।

শরণার্থী ভাগ করে নেবে ইইউ

২৮ জুন আলোচনা শেষে একটি অভিবাসন চুক্তিতে পৌঁছেছেন ইউরোপীয় ইউনিয়নের শীর্ষ নেতারা। সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ইতালি ও গ্রিসের ওপর চেপে বসা হাজার হাজার অভিবাসীর বোঝা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিতে রাজি হয়েছে অন্য দেশগুলো। ২৯ জুন যৌথ ঘোষণায় ইউরোপীয় ইউনিয়নের নেতারা সীমান্তে সুরক্ষা জোরদারের ব্যাপারেও একমত হয়েছেন। এদিকে অভিবাসীদের ইউরোপগামী জাহাজে চড়া নিরুৎসাহিত করতে ইইউর বাইরে, বিশেষত উত্তর আফ্রিকায় 'জাহাজ অবতরণ প্র্যাটফর্ম' স্থাপন করতে সম্মত হয়েছেন ইইউ নেতারা।

মালয়েশিয়ায় ২৫ বছর বয়সী মন্ত্রী

মাত্র ২৫ বছর বয়সেই মালয়েশিয়ার মন্ত্রী হলেন সাইদ সাদিক সাইদ আবদুল রহমান। দেশের সর্বকনিষ্ঠ মন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ পাওয়ার পর এক বিবৃতিতে সাইদ সাদিক জানান, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রী হিসেবে তাকে নিয়োগ দেওয়ার বিষয়টি এটাই প্রমাণ করে যে, সরকার তরুণদের নেতৃত্বকে স্বাগত জানিয়েছে।

মেক্সিকোয় বামপন্থি গুত্রোদোর বিশাল বিজয়

মেক্সিকোয় ১ জুলাই রবিবারের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বামপন্থি নেতা আন্দ্রেস ম্যানুয়েল লোপেজ গুত্রোদোর বিশাল ব্যবধানে জয়ী হয়েছেন। দুই প্রতিদ্বন্দ্বী পরাজয় মেনে নিয়ে নতুন প্রেসিডেন্টকে অভিনন্দন জানিয়েছে ও তার সফলতা কামনা করেছেন। মেক্সিকো সিটির সাবেক মেয়র লোপেজ গুত্রোদো ৫৩ শতাংশ ভোট পেয়ে জয়ী হয়েছেন। নতুন প্রেসিডেন্ট দূর্নীতি ও সুশাসনের অঙ্গীকার করেছেন।

বাণিজ্যযুদ্ধ উসকে দিল আমেরিকা

চীনের অর্থ মন্ত্রণালয় বলেছিল, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বিশ্বের একটি বাণিজ্যযুদ্ধের আবহ তৈরি হয়েছে। তবে সেই গোলাটা প্রথম চীন থেকে ছোড়া হবে না।

এই মন্তব্যের ঘণ্টাকয়েকের মধ্যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৩৪ বিলিয়ন ডলারের (প্রায় দুই লাখ ৮৫ হাজার কোটি টাকা) চীনা আমদানির ওপর শুল্ক আরোপ করেছেন। যুক্তরাষ্ট্রের শুল্ক কর্মকর্তারা চীনা আমদানির ওপর বাড়তি ২৫ শতাংশ শুল্ক আদায় করবেন। পণ্যের মধ্যে থাকবে চাষাবাদের লাঙল থেকে সেমিকন্ডাক্টর ও বিমানের যন্ত্রাংশ। চীনও পাল্টা পদক্ষেপ হিসেবে ৩৪ কোটি ডলারের মার্কিন পণ্যের ওপর ২৫ শতাংশ শুল্ক বসাবে বলে ঘোষণা দিয়েছে।

আফগান যুদ্ধে পিছু হটছে ন্যাটো?

বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলসে ১১ ও ১২ জুলাই দুই দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত হলো পশ্চিমা দেশগুলোর সামরিক জোট ন্যাটোর সম্মেলন। এবারের সম্মেলনে ন্যাটো সামরিক জোটের সদস্যদের সামরিক ব্যয় বাড়ানোর ওপর জোর দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি সদস্য দেশকে তাদের প্রতিশ্রুতি জাতীয় আয়ের মোট ৪ শতাংশ ন্যাটোর সামরিক বাজেটে অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানিয়েছেন। তবে বৈঠক শেষে দেশগুলো জিডিপি়র দুই শতাংশ দিতে সম্মত হয়েছে।

এশিয়ার শীর্ষ ধনী ভারতের মুকেশ আম্বানি

এশিয়ার সেরা ধনী এখন ভারতের শীর্ষ শিল্পগোষ্ঠী রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজের চেয়ারম্যান মুকেশ আম্বানি। ব্যক্তিগত সম্পদের নিরিখে আম্বানি টপকে গেলেন চীনের ই-কমার্স জায়ান্ট আলিবাবা-র প্রতিষ্ঠাতা জ্যাক মা-কে। রিলায়েন্স গ্রুপের এই পরিবারের মোট সম্পত্তির পরিমাণ ৪,৪৮০ কোটি মার্কিন ডলার। তালিকায় দুই নম্বরে রয়েছে দক্ষিণ কোরিয়ার লি পরিবার। তিন নম্বরে রয়েছে হংকংয়ের কেওক পরিবার। থাইল্যান্ডের চিয়ারাভানোভ পরিবার আছে চার নম্বরে। পাঁচ, ছয়, সাত, আট, নয় ও দশ নম্বরে আছেন যথাক্রমে ইন্দোনেশিয়ার আর বুদি অ্যান্ড মাইকেল হারটোনো পরিবার, হংকংয়ের লি (শাও কি) পরিবার, মালয়েশিয়ার কোয়েক পরিবার, হংকংয়ের চিয়াং পরিবার, ফিলিপিনের সাই পরিবার ও থাইল্যান্ডের ছিরাতিভাট পরিবার।

ইরিরিয়ার প্রেসিডেন্টের ইথিওপিয়া সফর

বিশ বছর আগে সীমান্ত যুদ্ধ শুরু হয়েছিল ইথিওপিয়া ও ইরিরিয়ার মধ্যে। সেই যুদ্ধ অবশ্য থেমে গেছে। এ মাসে ঐতিহাসিক শান্তি চুক্তিতে সই করেছে পূর্ব আফ্রিকার দুই দেশ। এরই ধারাবাহিকতায় ইরিরিয়ার প্রেসিডেন্ট ইজাইয়াস আফেরকি এখন ইথিওপিয়ায় সফর করছেন। ১৪ জুলাই শনিবার শুরু হয় তিন দিনের এ ঐতিহাসিক সফর। ১৯৯৮ সালে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর এই প্রথম ইরিরিয়ার কোনো রাষ্ট্রনায়ক ইথিওপিয়ায় সফর করছেন। রাজধানী আদ্দিস আবাবায় ১৪ জুলাই কয়েকশ মানুষ আফেরকিকে অভ্যর্থনা জানায়। ৯ জুলাই ইথিওপিয়ার প্রধানমন্ত্রী আবি আহমেদ ইরিরিয়া সফরে গিয়ে ঐতিহাসিক শান্তি চুক্তিতে সই করেন। স্বাগতিক দেশের পক্ষে এতে সই করেন প্রেসিডেন্ট আফেরকি।

ভারত এখন ষষ্ঠ বৃহত্তম অর্থনীতি

বিশ্বব্যাংকের সর্বশেষ প্রকাশিত তালিকা অনুসারে ভারত এখন পৃথিবীর ষষ্ঠ অর্থনৈতিক শক্তি। এই স্থানে উঠে আসতে দেশটি ইউরোপের একাধিক দেশকে পেছনে ফেলেছে। সম্প্রতি আইএমএফের প্রকাশিত তালিকা অনুসারে ভারতের জিডিপি বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২.৫৯৭ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার। গত অর্থবছরে দেশটির প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৬.৭ শতাংশ, চলতি বছরের প্রথমার্ধে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭.৭ শতাংশ। এক দশকের মধ্যে ভারতের মোট দেশজ উৎপাদন বা জিডিপি দ্বিগুণ হয়েছে। এই তালিকায় সবার ওপরে আছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, আর সম্পদের পরিমাণ ১৯.৩৯ ট্রিলিয়ন ডলার। তার পরে ১২.২৩ ট্রিলিয়ন ডলার নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে আছে চীন। আর ৪.৮৭ ট্রিলিয়ন ডলার নিয়ে তৃতীয় স্থানে জাপান। ভারতের আগে রয়েছে আরও দুটি দেশ, জার্মানি ও ইংল্যান্ড। তালিকায় পাকিস্তানের অবস্থান ৪০ নম্বরে।

কিউবায় আসছে ব্যক্তিমালিকানার স্বীকৃতি

সম্পদের ব্যক্তিগত মালিকানা হচ্ছে পূর্জিবাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আর কমিউনিস্ট শাসিত কিউবা অগ্রসর সে দিকেই। দেশটিতে নতুন সংবিধানের আওতায় আসছে ব্যক্তিমালিকানার স্বীকৃতি। অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার জন্যই সংবিধানে পরিবর্তন আনা হচ্ছে। এতে দেখা যায়, আগের সংবিধানে ১৩৭টি অনুচ্ছেদ ছিল আর নতুন সংবিধানের খসড়ায় থাকছে ২২৪টি অনুচ্ছেদ। নতুন সংবিধানে মুক্তবাজার ও ব্যক্তিগত সম্পত্তি, উভয়ের স্বীকৃতি সংযোজন হচ্ছে।

ইসরায়েল এখন ইহুদি রাষ্ট্র

নিজেকে ইহুদি জাতি ও রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা দিল ইসরায়েল। দেশটির পার্লামেন্টে ১৯ জুলাই বৃহস্পতিবার এ-সংক্রান্ত একটি আইন পাস করা হয়েছে। এই আইন পাসের জন্য ৬২টি ভোটের মধ্যে ৫৫টিই আইনটির পক্ষে পড়ে। আইনে হিব্রুকে দেশটির জাতীয় ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া আইনটির মাধ্যমে আরেকটি বিষয় পরিষ্কার করা হয়েছে, জাতীয় স্বার্থেই ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা হলো। নতুন এই আইনে সম্পূর্ণ জেরুজালেমকে ইসরায়েলের রাজধানী হিসেবে স্বীকৃতি এবং প্রয়োজনে আরও বসতি স্থাপনেরও অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। আইনে বলা হয়েছে, ইহুদি রাষ্ট্র হিসেবে এক ঐতিহাসিক যাত্রা শুরু করল ইসরায়েল।

অনাস্তা ভোট সঙ্কেই উত্তরে গেল মোদি সরকার

লোকসভায় বিরোধীদের অনাস্তা ভোটে উত্তরে গিয়েছে নরেন্দ্র মোদি সরকার। তেলুগু দেশম পার্টি (টিডিপি)-র আনা অনাস্তা প্রস্তাব দ্বিগুণের বেশি ভোটে খারিজ হয়ে গিয়েছে। অনাস্তা প্রস্তাবের পক্ষে ভোট পড়েছে ১২৬টি। পাশাপাশি

৩২৫ জন সাংসদ কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে ভোট দিয়েছেন। প্রসঙ্গত, কংগ্রেস, এনসিপি, সিপিআইএম, টিডিপি অনাস্থা প্রস্তাব আনলেও, লটারিতে টিডিপি প্রস্তাবই গৃহীত হয়। ভারতের সংসদীয় ইতিহাসে এ নিয়ে ২৭ বার অনাস্থা ভোটের আয়োজন হলো। কংগ্রেসের শাসনকালেই ২৩ বার অনাস্থা ভোটের আয়োজন হলো। প্রথম অনাস্থা প্রস্তাব আনা হয় ১৯৬৩ সালের আগস্টে।

আরব আমিরাত ও চীনের মধ্যে ১৩ চুক্তি সই

বাণিজ্য সম্পর্ক আরও মজবুত করার লক্ষ্যে সংযুক্ত আরব আমিরাত (ইউএই) ও চীনের মধ্যে ১৩ চুক্তি সই হয়েছে। চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিন পিংয়ের আবুধাবি সফরে এ চুক্তি সই হয়। ইউএই'র দ্বিতীয় বৃহত্তম বাণিজ্য অংশীদার চীন। ২৯ বছরের ইতিহাসে চীনের কোনো প্রেসিডেন্ট দেশটিতে সফরে গেলেন। ইউএই'র ক্রাউন প্রিন্স মোহাম্মদ বিন জায়েদ ও ভাইস প্রেসিডেন্ট শেখ মোহাম্মদ বিন রশিদের সঙ্গে দ্বিপাক্ষীয় বৈঠক করেন চীনের প্রেসিডেন্ট। মধ্যপ্রাচ্যে চীনা পণ্য রফতানির ৬০ শতাংশই ইউএই অঞ্চল হয়ে যায়। আর আরব বিশ্বে চীনের রফতানির প্রায় ২৫ শতাংশই হয় দেশটিতে। এছাড়া চীনের বেস্ট অ্যান্ড রোড উদ্যোগের অন্যতম রুট আরব আমিরাত। পশ্চিম এশিয়া ও ইউরোপের সঙ্গে বাজার বাড়াতে পুরোনো সিঙ্ক রোড নতুন করে উন্নয়নের উদ্যোগ নিয়েছে চীন। আবুধাবিতে চীনের আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রথম শাখা চালু হতে যাচ্ছে।

পেং লং সম্মেলন : মায়ানমারে শান্তি প্রতিষ্ঠার রোড ম্যাপ

মায়ানমারের রাজধানী নেপিডোতে ১০ জুলাই শুরু হয়েছে জাতিগত শান্তি সম্মেলন। অং সান সুচির এনএলডি'র শাসনামলে এটি দ্বিতীয় জাতীয় শান্তি সম্মেলন। বিশেষজ্ঞরা এ সম্মেলনকে একুশ শতকের তৃতীয় পেং লং সম্মেলন হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। বহুত্ব, পেং লং মিয়ানমারের শ্যান স্টেনের একটি শহর। এ শহরেই ১৯৪৭ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি প্রথম পেং লং সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

পাকিস্তান সাধারণ নির্বাচন ২০১৮

- ♦ পাকিস্তান পার্লামেন্টে মোট আসন ৩৪২টি।
- ♦ মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসন ৭০টি।
- ♦ সরাসরি নির্বাচনে আসন ২৭২টি।

১১তম জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী দল :

১. পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ (PTI)
২. পাকিস্তান মুসলিম লীগ (PML-N)
৩. পাকিস্তান পিপলস পার্টি (PPP)

ই-গভর্ন্যান্স সেবায় ১০ ধাপ এগিয়েছে দেশ

২৩ জুলাই ২০১৮ ই-গভর্ন্যান্স ডেভেলপমেন্ট র্যাংকিংয়ে বিশ্বের ১৯৩ দেশের মধ্যে ১১৫তম স্থান অর্জন করেছে বাংলাদেশ। বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে শূন্য দশমিক ৪৭৬৩ পয়েন্ট পেয়ে

বাংলাদেশ এ অবস্থান অর্জন করেছে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সহজ করতে ২০০১ সাল থেকে একটি সার্ভে বা জরিপের মাধ্যমে দেশগুলোর অবস্থান পরিমাপ করে আসছে জাতিসংঘ। প্রতি দুই বছর অন্তর প্রকাশিত এ প্রতিবেদনে ২০১৬ সালে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ১২৪তম। ফলে দুই বছরে ই-গভর্নমেন্ট সেবায় বাংলাদেশের অগ্রগতি হয়েছে ১০ ধাপ। এই তালিকায় শীর্ষ তিনটি দেশ যথাক্রমে ডেনমার্ক, অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়া।

‘স্বাধীনতা’ পাচ্ছেন মোরো মুসলিমরা

২৩ জুলাই ২০১৮, অতিক্রান্ত স্বায়ত্তশাসন ও আঞ্চলিক সংবিধান পেতে যাচ্ছে ফিলিপাইনের সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায় মোরো। ২৩ জুলাই সোমবার দেশটির প্রেসিডেন্ট রদ্রিগো দুতের্তে এ বিষয়ক নতুন আইনে সই করার মাধ্যমে দীর্ঘ চার দশকের যুদ্ধের অবসান হয় মিন্দানাও দ্বীপে। খ্রিষ্টধর্ম বিশ্বাসী অধ্যুষিত দেশটিতে ‘বাংসামোরো আইন’টি পাস হওয়ায় এটি হবে মোরো মুসলিম এবং ওই অঞ্চলে অন্যান্য সংখ্যালঘু নৃগোষ্ঠীর এক রকম স্বাধীনতা। আঞ্চলিক সংবিধানে থাকবে মুসলিম আইনটি। সরকারের সঙ্গে দীর্ঘ ১৭ বছরের দরকষাকষির পর তারা এ সাফল্য অর্জন করে। স্বাধীনতার জন্য ১৯৭০ সালে মোরো জাতীয় মুক্তি জোট গঠিত হয়। ছয় বছরের মাথায় মোরো ইসলামি মুক্তি জোট নামে একটি অংশ বিদ্রোহ ঘোষণা করে সরকারের বিরুদ্ধে। এই যুদ্ধে এক লাখের বেশি মানুষ নিহত হয়েছেন। ২০১৪ সালে মোরো বিদ্রোহীরা শান্তি সমঝোতায় রাজি হন। ২০১৬ সালে ক্ষমতায় আসার পর থেকেই মোরোদের স্বাধীনতা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন দুতের্তে। মিন্দানাও দ্বীপ থেকে উঠে আসা এ নেতার দাবি তিনি ‘মোরো বংশোদ্ভূত’।

নারীদের জন্য শীর্ষ বিপজ্জনক দেশ ভারত

বিশ্বে নারীদের জন্য সবচেয়ে বিপজ্জনক দেশ ভারত। দেশটিতে নারীরা সবচেয়ে বেশি সহিংসতা ও নিপীড়নের শিকার হচ্ছেন। সম্প্রতি নারীদের জন্য বিপজ্জনক বিশ্বের এমন ১০ দেশের তালিকা প্রকাশ করে থমসন রয়টার্স ফাউন্ডেশন। ওই তালিকায় শীর্ষে রয়েছে ভারত। তালিকায় এর পরেই রয়েছে আফগানিস্তান, সিরিয়া, সোমালিয়া, সৌদি আরব, পাকিস্তান, ডিআর কঙ্গো, ইয়েমেন, নাইজেরিয়া এবং সবশেষে যুক্তরাষ্ট্রের নাম। সাত বছর আগে একই জরিপে ভারত চতুর্থ অবস্থানে ছিল। যৌন নিপীড়ন, পাচার, জোরপূর্বক শ্রম, বলপূর্বক বিয়ে, যৌন দাসত্ব ও ঘরোয়া সহিংসতার শিকারের হার বিবেচনায় এনে বিশ্বের ৫৫০ বিশেষজ্ঞ তালিকাটি তৈরি করেছেন। এ ছাড়া সাংস্কৃতিক রীতি অনুযায়ী নারীরা কতটা বিপজ্জনক অবস্থায় রয়েছে,

সেটিও আমলে নেওয়া হয়েছে। তালিকার ১০ দেশের ৯টিই এশিয়া, আফ্রিকা কিংবা মধ্যপ্রাচ্য থেকে। শুধু যুক্তরাষ্ট্রেই পাঁচাত্তোর।

আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে কাতারের বিজয়

২৫ জুলাই ২০১৮, কাতারের ওপর সৌদি আরব ও তার মিত্র দেশগুলোর আরোপিত অবরোধকে ‘বর্ণবাদী আচরণ’ আখ্যা দিয়েছেন আন্তর্জাতিক বিচার আদালত। দেশটির ওপর ২০১৭ সালের জুনে সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, বাহরাইন ও মিসর স্থল, নৌ ও আকাশপথে অবরোধ দেয়। আরোপিত অবরোধের বিরুদ্ধে গত জুন মাসে জাতিসংঘের অধীন আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে (আইসিজে) অভিযোগ দায়ের করে কাতার। আইসিজের দেওয়া রায়ে আমিরাতের নেওয়া পদক্ষেপের কারণে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া কাতারি পরিবারের সদস্যদের পুনর্মিলনের পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। রায়ে বলা হয়, আমিরাতে শিক্ষা নিতে থাকা শিক্ষার্থীদের মেয়াদ শেষ করার সুযোগ দিতে হবে অথবা শিক্ষার্থীদের অন্য কোথাও পড়ার সুযোগ দিতে তাদের রেকর্ড সংরক্ষণের নির্দেশ দেওয়া হয়। এ ছাড়া কাতারি নাগরিকদের আমিরাতের অভ্যন্তরে সুবিচার পাওয়ার সুযোগ দেওয়ারও নির্দেশ দেওয়া হয়।

তাপপ্রবাহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘোষণা জাপানের

২৫ জুলাই ২০১৮, জুলাই মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে অন্তত ৬৫ জনের মৃত্যুর পর দেশজুড়ে চলমান তাপপ্রবাহকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘোষণা করেছে জাপানের আবহাওয়া বিভাগ। তীব্র তাপদাহে আক্রান্ত হয়ে অন্তত ২২ হাজার মানুষ হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। এদের মধ্যে অর্ধেকই বয়স্ক নাগরিক। ২৩ জুলাই সোমবার বৃহত্তর টোকিও অঞ্চলের শহর কুমাগাওয়ার তাপমাত্রা পৌঁছায় ৪১.১ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। জাপানে রেকর্ড হওয়া তাপমাত্রার মধ্যে এটিই সর্বোচ্চ।

নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের উদ্যোগ চায়

২৫ জুলাই ২০১৮, সেনাবাহিনীর নিপীড়নে বাংলাদেশে পালিয়ে আসা রোহিঙ্গাদের নিরাপদে, স্বেচ্ছায় ও মর্যাদার সঙ্গে দেশে ফিরে যাওয়ার পথ সুগম করতে মিয়ানমারকে জোরদার পদক্ষেপ নিতে আহ্বান জানিয়েছে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ। ২৩ জুলাই সোমবার জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের রুদ্ধদ্বার বৈঠকে এ আহ্বান জানানো হয়। বৈঠকে মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং অপব্যবহারের অভিযোগের স্বাধীন ও স্বচ্ছ তদন্ত অব্যাহত রাখার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। রোহিঙ্গা ইস্যু নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করতে এ বৈঠক করে নিরাপত্তা পরিষদ।



বাংলাদেশ দুগ্ধপানকারী শিশুদের

শোকাবহ ১৫ আগস্ট

আগস্ট মাসের দিবসসমূহ

বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ দিবস

১ আগস্ট বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ দিবস। বাংলাদেশ ছাড়াও বিশ্বের ১৭০টি দেশে মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ পালিত হয়। গবেষকদের মতে, মায়ের দুধ নবজাতকের জন্য আদর্শ পুষ্টিস্বরূপ। জন্মের এক ঘণ্টার মধ্যে শিশুকে মায়ের দুধ খাওয়ানো হলে নবজাতকের মৃত্যুর হার ২২ শতাংশ কমানো সম্ভব। এ ছাড়া মাতৃদুগ্ধ পানকারী শিশুদের মানসিক ও শারীরিক বিকাশ ঘটে পরিপূর্ণভাবে।

বিশ্ব বন্ধু দিবস

বন্ধুকে ভালোবেসে বন্ধু দিবস পালনের ধারণা জনে ১৯৩৫ সালে। প্রথমে যুক্তরাষ্ট্রের সংসদে তাদের বন্ধু রাষ্ট্রের সম্মানে একটি দিন উৎসর্গ করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে শত্রুতা বিশ্বাসহীনতা এবং ঘৃণার মনোভাব দূরীকরণের জন্য যুক্তরাষ্ট্র সংসদ আগস্ট মাসের প্রথম রবিবার বন্ধু দিবস পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ১৯৩৫ সালে এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে দিনটিকে সরকারি ছুটির দিন হিসেবে ঘোষণা করে। তারপর থেকে এ দিনটি বন্ধু দিবস হিসেবে উৎসবের মধ্যে দিয়ে পালিত হচ্ছে। হলমার্ক কার্ড এর প্রতিষ্ঠাতা জয়েস হল ১৯৩০ সালের ২ আগস্ট বন্ধুদের মাঝে কার্ড প্রেরণ করেন এবং এ দিবসটি সম্পর্কে প্রচার করেন। ২০১১ সালের জুলাইয়ে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৬৫ তম অধিবেশনে ৩০ জুলাইকে বিশ্ব বন্ধু দিবস উদযাপনের স্বীকৃতি দেয়।

আন্তর্জাতিক হিরোসিমা দিবস

১৯৪৫ সালে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান কয়েকজন উপদেষ্টার সাথে রুদ্ধদার বৈঠক করে জাপানে পারমাণবিক বোমা নিক্ষেপের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। জাপানের রাজধানী টোকিও থেকে চারশত মাইল দূরের শহর হিরোসিমা। ছবির মতো সাজানো শহর। ১৯৪৫ সালের ৬ আগস্ট সকাল ৮ টা ১৬ মিনিটে এ হিরোসিমা নগরীর আকাশ বাতাস বিনীর্ণ হয়ে যায় 'লিটল বয়' নামের পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন ৬ আগস্ট ভূ-পৃষ্ঠ থেকে প্রায় ২,০০০ ফুট উপরে ইতিহাসের সবচেয়ে শক্তিশালী পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটে যুক্তরাষ্ট্রের উদ্যোগে। ২৬ বছর বয়সী মেজর ফেরেরী চূড়ান্ত নিক্ষেপের কাজটি সম্পন্ন করেন। সে সময় এ পারমাণবিক বোমা তৈরি প্রজেক্টে খরচ হয়েছিলো দুই বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

নাগাসাকি দিবস

১৯৪৫ সালের ৯ আগস্ট সকাল ১১ টা ২ মিনিটে হিরোশিমার ন্যায় অবস্থার সৃষ্টি হয় নাগাসাকিতে। এই দিন নাগাসাকিতে মার্কিন বিমান থেকে 'ফ্যাটম্যান' নামের পারমাণবিক বোমা নিক্ষেপ করা হয়। এ বোমা বিস্ফোরণের পর হিরোসিমা ও নাগাসাকি শহর দুটি লগুভ হয়ে অল্প সময়ের মধ্যে বিরান ভূমিতে পরিণত হয়। একজন ব্রিটিশ বৈজ্ঞানিক কড ইথারলি বোমার বিমান থেকে ২০,০০০ টি এনবি ওজনের ফ্যাটম্যান নামক বোমাটি নিক্ষেপ করেছিলেন। কড ইথারলি এ বোমা নিক্ষেপ করেছিলেন সত্যি কিন্তু বোমাটি

বিস্ফোরিত হওয়ার পর সেখানকার ধ্বংসাত্মক মর্মান্তিক অবস্থা স্বচক্ষে দেখে নিজেকে ঠিক রাখতে পারেননি। তিনি পাগল হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি তার বন্ধুকে কয়েকটি চিঠিতে এই মৃত্যু বিভীষিকার রূপ বর্ণনা করেছিলেন। যা পরবর্তীতে বই আকারে প্রকাশিত হয়। নাম: 'বার্নিং কনসেন্স' অর্থাৎ বিবেকের দংশন। ৯ আগস্ট নাগাসাকি দিবস হিসেবে পালিত হয়।

আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস

১৯৯২ সালে জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনের উন্নয়ন ও সংরক্ষণ উপকমিশনের প্রথম সভায় আদিবাসী দিবস পালনের জন্য ৯ আগস্টকে নির্ধারণ করা হয়। এ দিবসটি পালনের মূল উদ্দেশ্য হলো আদিবাসী জনগণের মানবাধিকার, পরিবেশ উন্নয়ন, শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কিত বিরাজমান বিভিন্ন সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সুদৃঢ় করা ও গণসচেতনতা সৃষ্টি করা। আদিবাসীদের অধিকার সংরক্ষণের জন্য জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ১৯৯৪ সালের ২৩ ডিসেম্বর রেজুলেশন ৪৯/২১৪ গ্রহণ করে প্রতি বছর ৯ আগস্টকে আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস পালনের কর্মসূচি গ্রহণ করে। জাতিসংঘ ১৯৯৫-২০০৪ সাল কে প্রথম এবং ২০০৫-২০১৪ দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক আদিবাসী দশক ঘোষণা করে।

বিশ্ব যুব দিবস

১৯৯১ সালে অস্ট্রিয়ার ভিয়েনায় জাতিসংঘ ওয়ার্ল্ড ইয়ুথ ফোরামের সম্মেলনে যুব দিবস সম্পর্কে ভাবনা শুরু হয়। যুব দিবস পালন ও এ দিবসটি আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ছড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়। তারপর ১৯৯৮ সালে পর্তুগালের লিসবনে বিভিন্ন দেশের যুব উন্নয়ন মন্ত্রীদের সমন্বয়ে অনুষ্ঠিত সাধারণ সভায় ১২ আগস্ট আন্তর্জাতিক যুব দিবস পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এরপর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ১৯৯৯ সালে ৫৪/১২০ সিদ্ধান্ত মোতাবেক এ দিবসটি ঘোষণা করা হয়। ২০০০ সাল থেকে বিশ্ব যুব দিবস উপলক্ষে বিশ্বব্যাপী ইয়ুথ কনফারেন্স, ওপেন কনসার্ট, খেলাধুলা, আলোচনাসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।

বিশ্ব হাতি দিবস

১২ আগস্ট বিশ্ব হাতি দিবস। হাতির বিলুপ্তি রোধে সচেতনতার জন্য প্রতিবছর এ দিনে পালিত হয় বিশ্ব হাতি দিবস। বন ধ্বংস করে কৃষি জমির বিস্তার, নগরায়ণসহ নানা কারণে হাতির অস্তিত্ব বিলুপ্তির পথে। হাতি একটি আন্তর্জাতিক বন্যপ্রাণী সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হয়। এমনই প্রেক্ষাপটে বিশ্বব্যাপী পালিত হচ্ছে বিশ্ব হাতি দিবস।

আন্তর্জাতিক বাঁ হাতি দিবস

মেঘাবী, শুণী ও অন্য সকল বাঁ হাতিদের সম্মান জানাতে ১৯৭৬ সাল থেকে আন্তর্জাতিক বাঁ হাতি দিবস পালিত হচ্ছে। ১৩ আগস্ট আন্তর্জাতিক বাঁ হাতি

দিবস। সামাজিকভাবে বাঁ হাতিদের ভালো চোখে দেখা হয় না। তাই তাদের সম্মানে এ দিবস পালন করা হয়। প্রাচীন চীনে বাঁ হাত মানে খারাপ, অন্যায্য অনৈতিক। এমনভাবে ইউরোপ, এশিয়ার সব দেশেই বাম হাতকে অমঙ্গল, অশুভ, ক্ষতিকর, হতভাগ্য, ব্যর্থ, ক্ষতিসাধক, নীতি বহির্ভূত, পরিত্যক্ত, অনুপযুক্ত, বেমানান, অপরাধ, বক্রপথ, শয়তান, প্রতারক এমন সব অপবাদ দিয়েই অভিহিত করা হয়।

বিশ্ব আলোকচিত্র দিবস

১৯ আগস্ট বিশ্ব আলোকচিত্র দিবস। বিশ্ব ফটোগ্রাফি ডে বা আলোকচিত্র দিবসের সূত্রপাত ১৮৩৯ সাল থেকে। আলোকচিত্র হলো কোনো আলোক সংবেদী তলের উপর আলো ফেলার মাধ্যমে নির্মিত ছবি। সাধারণত ক্যামেরার সাহায্যে আলোকচিত্র গ্রহণ করা হয়। এটি এক ধরনের শিল্প।

জাতীয় শোক দিবস

১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস। ইতিহাসের বেদনাবিশ্বর ও বিভীষিকাময় এক দিন। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদাত বার্ষিকী। ১৯৭৫ সালের এইদিন অতিপ্রত্যুষে ঘটেছিল ইতিহাসের সেই কলঙ্কজনক ঘটনা। সেনাবাহিনীর কিছু উচ্চস্থল ও বিপথগামী সৈনিকের হাতে সপরিবারে প্রাণ দিয়েছিলেন বাঙালির ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ সন্তান, স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। আগস্ট মাসটি তাই বাংলাদেশের মানুষের কাছে শোকের মাসে পরিণত হয়েছে।

বিশ্ব মশা দিবস

প্রতি বছর ২০ আগস্ট সারা বিশ্ব জুড়ে বিশ্ব মশা দিবস পালন করা হয়। এই দিনটি স্যার রোনাল্ড রসের স্মৃতিতে উৎসর্গ করা হয়। স্যার রোনাল্ড রস ১৮৯৭ সালে প্রথম প্রমাণ করেন যে, একমাত্র স্ত্রী মশা মানুষের দেহে ম্যালেরিয়ার জীবাণু ছড়ায়। ম্যালেরিয়ার কারণ হিসেবে এনোফিলিস মশাকে চিহ্নিত করা হলেও আমরা এর হাত থেকে রক্ষা পাচ্ছি না। তাই এনোফিলিস মশার ভয়াবহতা এবং এর প্রতিরোধে করণীয় সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করার জন্য ২০ আগস্ট বিশ্ব মশা দিবস পালন করা হয়।

আন্তর্জাতিক দাস বাণিজ্য স্মরণ ও রদ দিবস

ইউনেস্কোর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২৩ আগস্ট আন্তর্জাতিক দাস বাণিজ্য স্মরণ ও রদ দিবস হিসেবে পালিত হয়। দাস প্রথাকে মানব ইতিহাসের একটি কলঙ্কজনক অধ্যায় বলা যায়। অবশ্য এখন সবাই দাস প্রথাকে অমানবিক মনে করেন। এই দাস ছিল মুনিবের সম্পত্তি, বিনা পারিশ্রমিকে সে দাসকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিতে পারতো। দাসের সন্তানও দাস বলে গণ্য হতো। যুদ্ধে পরাজিত হয়েও অনেকসময় দাসত্ব বরণ করতে হতো। মানবাধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক ঘোষণা প্রত্যেক মানুষের সমঅধিকারের পক্ষে কথা বলে, মানুষের মুক্তি আর স্বাধীনতার পক্ষে কথা বলে; যা দাস প্রথার সাথে বৈমানান। আন্তর্জাতিক দাস বাণিজ্য স্মরণ ও রদ দিবসে দাস বাণিজ্যের শিকার সেইসব নিপীড়িতদের স্মরণ করা হয়।

৩৬তম বিসিএস লিখিত পরীক্ষা

মুজিবরুল ইসলাম বি.এ. প্রশাসন, মেমোরান্ডাম-২৪, ৩৬তম বিসিএস

কীভাবে লিখিত পরীক্ষা দিবেন

আগামী ৮ আগস্ট ৩৬তম বিসিএস এর লিখিত পরীক্ষা শুরু হতে যাচ্ছে। যারা পরীক্ষা দিবেন তাদের জন্য শুভকামনা। আমার কাছে মনে হয়েছে আপনি লিখিত পরীক্ষায় যত ভালো করবেন Cadre হওয়ার Race এ ততই এগিয়ে থাকবেন। এমনকি আপনার কাক্সিত Cadre টি পেতে পারেন। তবে অধিকাংশ পরীক্ষার্থী লিখিত পরীক্ষায় কীভাবে ভালো করা যায় এটা বুঝে উঠেন না। লিখিত পরীক্ষায় কিছু কৌশল অবলম্বন করলে ভালো করা যায় বলে আমার কাছে মনে হয়। আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে শেয়ার করার চেষ্টা করবো কীভাবে লিখিত পরীক্ষায় ভালো করা যায়।

যে বিষয়গুলো আপনাদের সাথে ঘটে :

অনেক পরীক্ষার্থীর প্রতীতি ভালো সত্ত্বেও কাক্সিত মার্কস অর্জন করতে পারেন না। তার কিছু কারণ আছে। আমি চেষ্টা করেছি সেইগুলো খুঁজে বের করার-

- পরীক্ষার হলে আত্মবিশ্বাসের অভাব। অনেকেই এই tension করেন যে আমি সব লিখতে পারবো কিনা।
- ১/২টি প্রশ্ন common না পড়লে হতাশ হয়ে পড়েন।
- গণিত বা ইংরেজিতে একটু খারাপ হলে তার প্রভাব অন্যান্য পরীক্ষাতেও পড়ে।
- অনেকের হাতের লেখা খারাপ বলে tension করেন যে Cadre হতে পারবেন কিনা।

তাহলে কীভাবে পারবেন পরীক্ষার হাতিয়ার

- পরীক্ষার হলে নিজেকে বিশ্বাস করতে হবে যে আপনি পারবেন। আর কোনো একটি প্রশ্ন খুব ভালো করে লিখে অন্য একটি প্রশ্ন ছেড়ে আসলে কোনো লাভ নেই। তাই সময়ের দিকে দৃষ্টি রেখে সব প্রশ্ন লেখার মানসিকতা তৈরি করুন।
- ২/৩টি বা তার কম বা বেশি প্রশ্ন common না পড়লে হতাশ হবেন না। কারণ ঐ common না পড়া প্রশ্নেরও কোনো না কোনো একটি clue হয়ত আপনার মাথায় আছে। সুতরাং তাই দিয়েই প্রাসঙ্গিকতা বজায় রেখে উত্তর করুন। আত্মবিশ্বাস রাখুন নিজের উপর।
- গণিত বা ইংরেজি বা অন্য কোনো বিষয়ে একটু খারাপ হলেই হতাশার কিছু নেই। BCS লিখিত পরীক্ষাটি আসলে সকল বিষয়ের একটু সমন্বয়।
- হাতের লেখা সব সময় একই রকম হবে না এটাই সত্য কথা। কারণ আপনাকে কম সময়ে বেশি লিখতে হবে। তাই খাতার প্রথম দিকে নিজের সর্বোচ্চ হাতের ভালো লেখা দিয়ে শুরু করুন। পরে খারাপ হতেই পারে তবে এতোটা খারাপ যেন না হয় যে তা পরীক্ষক পড়তেই পারছেন না।

এবার আসুন খাতায় ভালো মার্কস তুলবেন কীভাবে

মনে রাখবেন খাতায়, সুন্দর করে presentaion করা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

কীভাবে লিখবেন বিষয়ভিত্তিক

- গণিত : যে অংকটি আপনি নিশ্চিত পারেন সেটি দিয়ে শুরু করুন। তাহলে আত্মবিশ্বাস বাড়বে এবং পরে চিন্তাভাবনা করার সময়ও পাবেন।
- ইংরেজি : Passage টি ভালো করে পড়ুন এবং Passage থেকে আসা ৩০ নম্বর এর উত্তরগুলো হুবহু করুন।
Summary যেমনই হোক নিজের মতো করে লিখুন। Copy করবেন না।

Application এর জন্য একটি নির্দিষ্ট Formate শিখে যান। যেন ভুল না হয়।

Translation একটি ভীতির নাম তাইনা? ঠিক। মনে রাখবেন Translation হুবহু করাটা খুবই কঠিন। তার দরকারও নেই।

কি বিষয়গুলো অবশ্যই জানতে হবে

- যেন Grammatical mistake না হয়, যেমন-Subject - Verb Agreement ঠিক থাকে।
- Sentence কোন Tense-এ আছে তা খেয়াল করে লিখুন। মনে রাখবেন হুবহু করতে গিয়ে Grammatical mistake করার চেয়ে কাছাকাছি অর্থ রেখে Grammatical mistake না করতেই নম্বর বেশি আসবে।
- Eassy'র জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় বরাদ্দ রাখুন। ৫০ নম্বরের Eassy, সুতরাং বুঝতেই পারছেন কতটা লিখতে হবে।
- বিজ্ঞান : একটাই উপদেশ সঠিক উত্তর লিখুন। যেখানে Figure দরকার সেখানে দিন।
- বাংলা : ব্যাকরণ অংশটি নম্বর তোলার বড় জায়গা। সুতরাং ভুল না হলেই মঙ্গল।
সারাংশ/সারমর্ম টি একটু সময় নিয়ে চিন্তা করে, সুন্দর উপমা ব্যবহার করে লেখার চেষ্টা করুন। হাজার হলেও মাত্র ৩/৪ লাইনের জন্য ২০ নম্বর বরাদ্দ তাই না।
রচনাতে তথ্য দরকার হলে দিন আর নতুন শব্দ ব্যবহার করা যায় কিনা ভাবুন। যেমন ভূমিকা এর জায়গায় অবতরণিকা বা উপসংহার এর জায়গায় যবনিকা এমন কিছু ভিন্ন শব্দও আপনার খাতার (মানে লেখার) সৌন্দর্য বাড়িয়ে দিবে।
- বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক : উত্তরগুলো তথ্যবহুল করতে হবে। আর point আকারে লেখার চেষ্টা করুন। শিরোনামগুলোর নিচে নীল কালির দাগ দিন। তাহলে শুধু দেখতেই নয় যিনি খাতা দেখবেন তার জন্য বুঝতেও সুবিধা হবে। সংবিধান সংক্রান্ত কোনো Topics থাকলে সেখানে সংবিধান উল্লেখ করুন।

পরীক্ষার আগে সূচী বর্তমান সময়ে কী করবেন

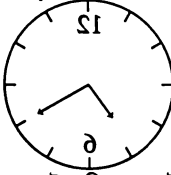
স্বাক্ষর করে শেষ সময়ের প্রস্তুতি

- প্রতিদিন আপনার রুটিনে গণিত রাখুন।
- যে সকল তথ্য আপনি পড়েছেন সেটি বাংলাদেশ বা আন্তর্জাতিক (সংখ্যাগত তথ্য যেমন- সাল, অর্থের পরিমাণ বা অন্য কিছু) এই তথ্যগুলো একটি খাতায় লিখুন এবং তা নিয়মিত দেখুন।
- সংবিধান, গণিত, বিজ্ঞান প্রতিদিন পড়ুন।
- তবে সবার আগে শরীর ঠিক রাখুন। আপনার স্বপ্নকে সফল করতে ঘুমিয়ে নয় জেগে জেগেই পড়ুন।

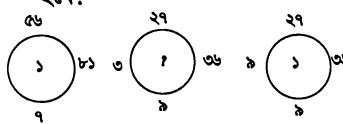
স্বাক্ষর করে শেষ সময়

৩৮তম লিখিত + ৩৯তম থ্রিনি.

মানসিক দক্ষতা টিপস

- > নিচের কোনটি প্রশ্ন বোধক স্থানে বসবে?
JD — KF — ? — PM — TR
ক) NJ ক) MI
খ) NI খ) OJ
গ) MI
ঘ) ১৯৯৪ সালের ১ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার হলে ১৯৯৫ সালের একই তারিখ কী বার হবে?
ক) বৃহস্পতিবার ক) শুক্রবার
খ) বুধবার খ) শনিবার
গ) শুক্রবার;
ঘ) ১৬৪
খ) ১৯১
গ) ১৬৪
ঘ) ১৩৭
- > UNFARE শব্দটি আয়নায় দেখলে তার সঠিক রূপটি হবে—
ক) ERAFNU ক) UNFARE
খ) UNFARE
গ) UNFARE
ঘ) UNFARE
- > The novelist has a hold of — in writing.
ক) manner ক) history
খ) tradition খ) style
গ) style
ঘ) কোন সংখ্যাটি নিম্নোক্ত ধারায় অন্তর্ভুক্ত নয়?
১-২-৫-১০-১৩-২৬-২৯-৪৮
ক) ১ ক) ১০ খ) ২৯ ঘ) ৪৮
গ) ৪৮
- > একটি ঘড়ির দর্পণ প্রতিবিম্ব নিম্নরূপ —

বাস্তবে এই ঘড়িতে কয়টা বাজে?
ক) ৬ : ১৫ ক) ৮ : ৮০
খ) ৭ : ২০ খ) ৭ : ৪০
গ) ৭ : ২০
ঘ) ৭ : ২০
- > নিচের কোনটি মৌলিক সংখ্যা নয়?
ক) ২৬৩ ক) ২৩৩
খ) ২৫৩ খ) ২৪১
গ) ২৫৩
ঘ) ২৫৩

- > একজন লোক একটি নির্দিষ্ট স্থান A থেকে যাত্রা শুরু করে ১২ কিলোমিটার উত্তর দিকে গেল এবং সেখান থেকে ৫ কিলোমিটার পূর্ব দিকে গেল। যাত্রা শেষে সে A অবস্থান থেকে কত দূরে থাকবে?
ক) ১৭ কিমি ক) ১৫ কিমি
খ) ১৪ কিমি খ) ১৩ কিমি
গ) ১৩ কিমি
ঘ) ১৩ কিমি
- > “RAPIS” অক্ষরগুলোকে নতুন করে সাজালে নিচের কোনটি পাওয়া যাবে?
ক) একটি মহাসাগর ক) একটি শহর
খ) একটি দেশ খ) একটি প্রাণী
গ) একটি শহর
ঘ) অক্ষর এর প্রতিশব্দ কোনটি?
ক) পৃথিবী ক) জল
খ) সমুদ্র খ) আকাশ
গ) আকাশ
ঘ) ১ থেকে ১০০ পর্যন্ত সংখ্যা সমূহের যোগফল কত?
ক) ৪৯৯৯ ক) ৫৫০১
খ) ৫০৫০ খ) ৫০০১
গ) ৫০৫০
ঘ) ৫০৫০
- > আগামী পরশুর পরের দিন যদি রবিবার হয় তবে, গতকালের আগের দিন কী বার ছিল?
ক) সোমবার ক) মঙ্গলবার
খ) বৃহস্পতিবার খ) শনিবার
গ) মঙ্গলবার
ঘ) শনিবার
- > কোনটি ‘অমি’র সমার্থক শব্দ নয়—
ক) পাবক ক) বহি
খ) হুতান খ) প্রজ্বলিত
গ) প্রজ্বলিত
ঘ) ভোর বেলায় আপনি বেড়াতে বের হয়েছেন। বের হওয়ার সময় সূর্য আপনার সামনে ছিল। কিছুক্ষণ পরে আপনি বামদিকে ঘুরলেন, কয়েক মিনিট পরে আপনি ডানদিকে ঘুরলেন। এখন আপনার মুখ কোনদিকে?
ক) পূর্ব ক) পশ্চিম
খ) উত্তর খ) দক্ষিণ
গ) পূর্ব
ঘ) পূর্ব
- > একটি মোটা ও একটি চিকন হাতলওয়ালা কু-ড্রাইভার দিয়ে একই মাপের দু’টি কু-কে কাঠবোর্ডের ভিতরে সমান গভীরতায় প্রবেশ করাতে চাইলে কোনটি ঘটবে?
ক) মোটা হাতলের ড্রাইভারকে বেশীবার ঘুরাতে হবে;
খ) চিকন হাতলের ড্রাইভারকে বেশী বার ঘুরাতে হবে;
গ) দু’টিকে একই সংখ্যকবার ঘুরাতে হবে;
ঘ) কোনটিই নয়
- > চিকন হাতলের ড্রাইভারকে বেশী বার ঘুরাতে হবে
৫-এর কত শতাংশ ৭ হবে—
ক) ৪০ ক) ১২৫
খ) ৯০ খ) ১৪০
গ) ১৪০
ঘ) ১৪০
- > $0.8 \times 0.02 \times 0.04 = ?$
ক) ০.৬৪ ক) ০.০৬৪
খ) ০.০৬৪ খ) ৬.৪০
গ) ০.০০৬৪
ঘ) ০.০০৬৪

- > কোন নৌকাকে বেশি গতিতে চালাতে বোঁটা ব্যবহার করতে হবে—
ক) পিছনে ক) সামনে
খ) ডান পার্শ্বে খ) বাম পার্শ্বে
গ) পিছনে
ঘ) পিছনে
- > Telephone Cable Radio :?
ক) Microphone ক) Wireless
খ) Electricity খ) Wire
গ) Wireless
ঘ) ২০০৯ সালের ২৮ আগস্ট শুক্রবার ছিল। ঐ বছরের ১ অক্টোবর কী বার ছিল?
ক) বুধবার ক) বৃহস্পতিবার
খ) শুক্রবার খ) শনিবার
গ) বৃহস্পতিবার
ঘ) কোন বুস্তের ব্যাসার্ধ যদি ২০% কমে, তবে উক্ত বুস্তের ক্ষেত্রফল কত % কমবে—
ক) ১০% ক) ২০%
খ) ৩৬% খ) ৪০%
গ) ৩৬%
ঘ) ৩৬%
- > Find out the correct synonym of 'TENUOUS'—
ক) Vital ক) Thin
খ) Careful খ) Dangerous
গ) Thin.
ঘ) ২য় বুস্তের মধ্যে সঠিক সংখ্যাটি কত হবে?

ক) ৯ ক) ৩৬
খ) ২৭ খ) ৬৫
গ) ৯
ঘ) ৯
- > কোন বানানটি শুদ্ধ?
ক) Achievment
খ) Acheivment
গ) Achievement
ঘ) Acheivment
খ) Achievement
ঘ) Achievement
খ) Achievement
- > If LOYAL is coded as 'JOWAJ' then PRONE is coded as—
ক) QRPNF ক) NRMND
খ) ORNMG খ) NRMNC
গ) NRMNC
ঘ) NRMNC
- > একটি লন রোলারকে যদি দুইজন ব্যক্তির একজন টেনে নেয় ও একজন ঠেলে নেয় তবে কার বেশি কষ্ট হবে?
ক) টেনে নেয়া ব্যক্তির
খ) ঠেলে নেয়া ব্যক্তির
গ) দু’জনের সমান কষ্ট হবে
ঘ) কোনটিই নয়
- > ঠেলে নেয়া ব্যক্তির
বিভা : কিরণ :: সুবলিত : ?
ক) সুবলিত ক) সুগঠিত
খ) সুবিনীত খ) বিধিত
গ) সুগঠিত
ঘ) ১ + ৫ + ৯ + ... + ৮১ = ?
ক) ৯৬১ ক) ৮৬১
খ) ৭৬১ খ) ৬৬১
গ) ৮৬১
ঘ) ৮৬১

> প্রসূবোধক চিহ্ন (?)-এর স্থানে কী বসবে?

A ₂	C ₄	E ₆
G ₃	I ₅	?
M ₅	O ₉	Q ₁₄

- ৩ L₁₀ ৩ L₁₅
 ৩ K₁₅ ৩ K₈

— K₈

> যদি, $৫ + ৩ = ২৮$
 $১ + ১ = ৮১০$
 $২ + ১ = ১৩$ হয় তবে,
 $৫ + ৮ = ?$

- ৩ ১৮ ৩ ১৯ ৩ ২০ ৩ ২১
 ১৯

> ইংরেজি বর্ণমালার ধারাবাহিকভাবে ১৮-তম অক্ষরের বামদিকে ১০ম অক্ষর কোনটি?

- ৩ H ৩ S ৩ F ৩ J
 H

> $\sqrt{১৫.৬০২৫} = ?$

- ৩ ৩.৮৫ ৩ ৩.৭৫
 ৩ ৩.৯৫ ৩ ৩.৬৫
 ৩ ৩.৯৫

> ৩, ৭, ৮, ১৪, ৫, ২১, ৬ ধারার অষ্টম সংখ্যাটি কত হবে?


- ৩ ৬ ৩ ৭
 ৩ ২৮ ৩ ২৯
 ২৮।

> কোনটি 'প্রদত্ত চিত্র'-এর আয়নার প্রতিফলন?

6	9	0	0	0
প্রদত্ত চিত্র	(ক)	(খ)	(গ)	(ঘ)

— ০

> ভারসাম্য রক্ষা করতে নিচের চিত্রে বাম দিকে কত ওজন রাখতে হবে?

৩ মি.  ৮ মি. ৬ কে.জি.

- ৩ ৪ কেজি ৩ ৬ কেজি
 ৩ ৮ কেজি ৩ ১০ কেজি
 ৮ কেজি

> আয়নায় প্রতিফলিত হলে নিচের কোন শব্দটির কোনো পরিবর্তন হবে না?

- ৩ OPT ৩ NOON
 ৩ SOS ৩ OTTO
 ৩ OTTO

> আয়না থেকে ২ ফুট দূরত্বে দাঁড়িয়ে, আয়নাতে আপনার প্রতিবিম্ব কতদূর দেখা যাবে?

- ৩ ৫ ফুট ৩ ৮ ফুট
 ৩ ৩ ফুট ৩ ২ ফুট
 ২ ফুট

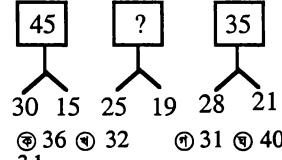
> ২ এর কত শতাংশ ৮ হবে?

- ৩ ২০০ ৩ ৪০০
 ৩ ৩৪৫ ৩ ৩০০
 ৪০০

> প্রসূবোধক স্থানে (?) কোনটি বসবে?

- ৩, ১০, ৯, ৮, ২৭, ৬, ৮১, ৪, ২৪৩,
 (?)
 ৩ ২ ৩ ৪
 ৩ ১৫ ৩ ১২
 ২

> প্রসূবোধক চিহ্নিত স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?



> আপনার কাছে পাঁচটি আধুলি ৮টা সিকি আছে। আর কয়টা ১০ পয়সার মুদ্রা দিলে মোট ৫ টাকা হবে?

- ৩ ১০ ৩ ০৫
 ৩ ১৫ ৩ ০৩
 ০৫

> নিচের নম্বর সিরিজে কোনটি বসবে?

- ১, ২, ৮, ৪৮, ৩৮৪, —
 ৩ ১৯৮০ ৩ ৩৮৪০
 ৩ ২৮৪০ ৩ ৪৬২০
 ৩ ৮৪০

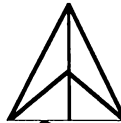
> নিচের দুইটি প্রসূবোধক চিহ্নের জায়গায় কোন সংখ্যাটি বসবে?

- $\frac{৭}{?} = \frac{?}{৩৪৩}$
 ৩ ৭ ৩ ৭৭
 ৩ ৩৪৩ ৩ ৪৯
 ৪৯

> .০৩ X .০০৬ X .০০৭ = ?

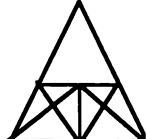
- ৩ .০০০১২৬ ৩ .০০০১২৬
 ৩ .০০০০০১২৬ ৩ .১২৬০০০
 .০০০০০১২৬

> নিচের চিত্রে মোট কয়টি ত্রিভুজ আছে?



- ৩ ৬টি ৩ ৮টি ৩ ৭টি ৩ ১০টি
 ৮টি

> নিচের চিত্রে মোট কয়টি ত্রিভুজ আছে?



- ৩ ১৭ ৩ ২০ ৩ ১৮ ৩ ২১
 ২০

> নিচের আয়নায় কোন শব্দটির প্রতিফলন?

RELATION

- ৩ TENSION ৩ NATIONAL
 ৩ RELATION ৩ RELATIVE
 RELATION

> কোনটি শূন্য বানান?

- ৩ শূন্য ৩ শূন্য
 ৩ শূন্য ৩ শূন্য
 শূন্য

> কোন বানানটি শুদ্ধ?

- ৩ প্রতিযোগিতা ৩ শ্রদ্ধাঞ্জলী
 ৩ সহযোগীতা ৩ প্রতিযোগীতা
 প্রতিযোগিতা

> কোনো বিয়ে অনুষ্ঠানে হঠাৎ করে আপনার পোশাকটি বিশ্রীভাবে ছিড়ে নষ্ট হয়ে গেল। এ অবস্থায় কী করবেন?

- ৩ ছেঁড়া অংশটুকু ধরে রাখার চেষ্টা করবেন
 ৩ বিয়ে বাড়ী ছেঁড়ে চলে যাবেন
 ৩ পোশাকের ছেঁড়া অংশটুকু যেভাবে আছে সেভাবে রাখবেন
 ৩ আপনার কাছাকাছি যারা আছেন তাদের পরামর্শ নেবেন
 আপনার কাছাকাছি যারা আছেন তাদের পরামর্শ নেবেন
 প্রসূবোধক স্থানের সংখ্যাটি কত হবে?

২	$\sqrt{৯}$	৪	$\sqrt{২৫}$?
---	------------	---	-------------	---

- ৩ ৬ ৩ ৩
 ৩ ৮ ৩ ৫
 ৬

> প্রসূবোধক স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

- ৩ ৮ ৩ ৬৪ ৩ ৭ ৩ ৫৬ ৩ ৬ ৩ ১ ৩ ৩৬
 ৮ $\frac{১}{৪৯}$ ৬৪ ৭ $\frac{১}{৩৬}$ ৫৬ ৬ $\frac{১}{২৫}$ ১ ৩৬

> শব্দ : কর্ণ; আলো : ?

- ৩ শোনা ৩ চক্ষু
 ৩ বৃষ্টি ৩ অন্ধকার
 চক্ষু

> সঠিক উত্তর কোনটি?

— ছাড়া রোগ প্রতিরোধ করা অসম্ভব।

- ৩ টীকাদান কর্মসূচি ৩ পুষ্তিকর খাদ্য
 ৩ সচেতনতা ৩ অর্থ
 সচেতনতা

> কোন সংখ্যার ০.১ ভাগ এবং ০.১ ভাগের মধ্যে পার্থক্য ১.০ হলে সংখ্যাটি কত?

- ৩ ১০ ৩ ৯
 ৩ ৯০ ৩ ১০০
 ৯০

> একটি শ্রেণিতে যতজন ছাত্র-ছাত্রী আছে প্রত্যেকে তত পয়সা চেয়ে আরও ২৫ পয়সা বেশি করে টাকা দেওয়ায় মোট ৭৫ টাকা উঠল। এ শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা কত?

- ৩ ৭০ ৩ ৮৫
 ৩ ৭৫ ৩ ১০০
 ৭৫

> ঘড়িতে এখন ৮টা বাজে ঘণ্টার কাঁটা ও মিনিটের কাঁটার মধ্যকার কোণটি হলো—

- ৩ ১৫০° ৩ ৬০°
 ৩ ৯০° ৩ ১২০°
 ১২০°

> ১৭ দিন আগে আবদুর রহিম বলেছিল যে তার জন্মদিন 'আগামীকাল'। আজ ২৩ তারিখ হলে তার জন্মদিন কোন তারিখে?

- ক) ৭ খ) ৮ গ) ৯ ঘ) ১০

> ০.০৩, ০.১২, ০.৪৮- শূন্যস্থানে সংখ্যাটি কত হবে?

- ক) ০.৯৬ খ) ১.৪৮
গ) ১.৯২ ঘ) ১.৫০

> ২০ ফুট লম্বা একটি বাঁশ এমনভাবে কেটে দু'ভাগ করা হলো যেন ছোট অংশ বড় অংশের দুই তৃতীয়াংশ হয়, ছোট অংশের দৈর্ঘ্য কত ফুট?

- ক) ৬ খ) ৭ গ) ৮ ঘ) ১০

> ইদানিং আপনার মনে হচ্ছে সংসারে আপনার গুরুত্ব হ্রাস পাচ্ছে। আপনি এমন অবস্থায়-

- ক) খুবই হতাশাবোধ করবেন
খ) বন্ধুদের সাথে বিষয়টি আলাপ করবেন
গ) সংসারের প্রতি গভীর মনোযোগ দেবেন
ঘ) ক্ষোভ ও দুঃখ প্রকাশ করে মন খারাপ করবেন

> সংসারের প্রতি গভীর মনোযোগ দেবেন

> আমার কক্ষে এক বৃদ্ধ দম্পতি ও তাদের সাথে দুই দম্পতি প্রত্যেকে দুইজন করে সন্ধানসহ আমার কক্ষে প্রবেশ করলেন। আমার কক্ষে মোট কতজন লোক হ'ল?

- ক) ৯ খ) ১০
গ) ১১ ঘ) ১২

> ক খ-এর পুত্র। খ এবং গ পরস্পর বোন। ঘ হচ্ছে গ-এর মা, চ, ঘ-এর পুত্র। চ-এর সঙ্গে ক-এর সম্পর্ক কী?

- ক) ক এর মামা চ খ) ক এর খালু চ
গ) চ এর নানা ক ঘ) ক এর চাচা চ
ক এর মামা চ

> প্রাণদ : জল :: মহীজ : ?

- ক) সম্মর খ) গ্রহ
গ) নিঃসর্গ ঘ) অশ্ব



- ক) T, X খ) X, T
গ) S, T ঘ) T, B
T, B

> $\sqrt{169}$ is equal to-

- ক) 11 খ) 13 গ) 15 ঘ) 17

> Tiger Zoology Mars :-

- ক) Astrology খ) Cryptology
গ) Astronomy ঘ) Telescopy
Astronomy

> Botany is to plants as Zoology is to-

- ক) Flowers খ) Rivers
গ) Mountains ঘ) Animals
Animals.

> $\sqrt[3]{\sqrt[3]{a^3}} = \text{কত?}$

- ক) a খ) I গ) $a^{\frac{1}{3}}$ ঘ) a^3

> $4^x + 4^x + 4^x + 4^x$ এর মান নিচের কোনটি?

- ক) 16^x খ) 4^{4x}
গ) $2^{2x} + 2$ ঘ) 2^{8x}
 $2^{2x} + 2$

> $\frac{x}{y}$ এর সাথে কত যোগ করলে

যোগফল $\frac{y}{x}$ হবে?

- ক) $\frac{x^2 - y^2}{xy}$ খ) $\frac{2x^2 - y^2}{xy}$
গ) $\frac{y^2 - x^2}{xy}$ ঘ) $\frac{x^2 - 2y^2}{xy}$
 $\frac{y^2 - x^2}{xy}$

> "Such claim needs to be tested empirically" suggest that-

- ক) The test should be based on assumption
খ) The test should be based on idea
গ) The test should be based on experience
ঘ) The test should be based on calculation
The test should be based on experience.

> স এবং হ উভয়ই বিজোড় সংখ্যা হলে কোনটি জোড় সংখ্যা হবে?

- ক) স + হ + ১ খ) সহ
গ) সহ + ২ ঘ) স + হ
স + হ

> ১, ৩, ৬, ১০, ১৫, ২১ ধারাটির দশম পদ কত?

- ক) ৪৫ খ) ৫৫ গ) ৬২ ঘ) ৬৫

> কোনটি শুদ্ধ বানান?

- ক) আকাংখা খ) আকাঙ্ক্ষা
গ) আকাক্ষা ঘ) আকাংক্ষা
আকাঙ্ক্ষা

> Find out the error in this sentence.

- ক) Every man or woman should vote
খ) for the candidate of their choice.
their

> A doctor may be able to diagnose a problem

ক) perfect but he may not be able to find a

drug to which the patient will respond.

খ) perfect According to experts a good way to improve

listening skills is by watch television

গ) specially news and documentaries.

ঘ) Choose the pair of words that expresses a relationship similar to that of the given pair : Words : writer

- ক) Laws : policeman
খ) Butter : baker
গ) Chalk : black board
ঘ) Joy : emotion
Butter : baker

> Patron : support

- ক) spouse : divorce
খ) Artist : imitation
গ) counselor : advice
ঘ) Restaurant : customer counselor : advice

> Heart : human

- ক) Wall : brick
খ) Hand : child
গ) Kitchen : house
ঘ) Engine : car
Engine : car.

> নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ?

- ক) নিশিখিনি খ) নিশীখিনি
গ) নিশিখিনি ঘ) নিশীখিনি
নিশীখিনি

> শিখরী শব্দের অর্থ কী?

- ক) কবুতর খ) কোকিল
গ) খরগোশ ঘ) ময়ূর

> সাহিত্যে অলঙ্কার প্রধানত কত প্রকার?

- ক) ৬ খ) ২
গ) ৪ ঘ) ৫

> Select the correctly spelt word.

- ক) Volantory খ) Volantary
গ) Voluntary ঘ) Volentary
Voluntary
ক) Accilerate খ) Accelerate
গ) Accelerrat ঘ) Accilarate
Accelerate

- ③ Tsunami ④ Sunami
⑤ Suname ⑥ Sunamee
— Tsunami
Of the four alternatives, find the one that best fits into the blank space :
➤ While living in poverty, the poet had to— a great deal of sufferings.
③ see through ④ put up with
① pass by ② fall back
— put up with.
The following idiom is followed by some alternatives. Choose the one that best expresses its meaning.
➤ To end in smoke—
③ To create fire
④ To go through suffering
① To come to nothing
② To see fire
— To come to nothing
কোনটি সবচেয়ে ছোট?
➤ $\frac{2}{11}$ ③ $\frac{3}{11}$ ④ $\frac{2}{13}$ ⑤ $\frac{4}{15}$
— $\frac{2}{13}$
➤ যদি $\frac{Q}{P} = \frac{1}{4}$ হয়, তবে $\frac{P+Q}{P-Q}$ এর মান—
③ $\frac{5}{3}$ ④ $\frac{2}{3}$
① $\frac{3}{5}$ ② $\frac{5}{7}$
— $\frac{5}{3}$
➤ যদি $(64)^{\frac{2}{3}} + (625)^{\frac{1}{2}} = 3K$ হয়, তবে K এর মান—
③ $9\frac{2}{3}$ ④ $11\frac{1}{3}$
① $12\frac{2}{5}$ ② $13\frac{2}{3}$
— $13\frac{2}{3}$
➤ 0, 1, 2 এবং 3 দ্বারা গঠিত চার অঙ্কের বৃহত্তম এবং ক্ষুদ্রতম সংখ্যার বিয়োগফল—
③ 3147 ④ 2287
① 2987 ② 2187
— 2187
➤ A song embodying religious and sacred emotions—
③ Lyric ④ Ode
① Hymn ② Ballad
— Hymn

- Choose the correctly spelt word :—
➤ ③ Liesure ④ Leisure
① Leasure ② Lesiure
— Leisure
➤ ③ Superceed ④ Superseed
① Supercede ② Supersede
— Supersede
Of the four alternative given under each sentence, find the one that best fits into the blank space :—
➤ The horror movie scared them out of their—
③ wits ④ seats
① lives ② funds
— wits
➤ The people who carry a coffin at a funeral are called—
③ undertakers ④ supporters
① pallbearers ② mourners
— pallbearers.
কোন লিখিত সংখ্যার সাথে ২ যোগ করলে যোগফল ১২, ১৮ এবং ২৪ দ্বারা বিভাজ্য হবে?
➤ ③ ৮৯ ④ ৭০
① ১৭০ ② ১৪২
— ৭০
➤ নিচের কোনটি মৌলিক সংখ্যা?
③ ৯১ ④ ৮৭
① ৬৩ ② ৫৯
— ৫৯
➤ নিচের কোনটি ক্ষুদ্রতম সংখ্যা?
③ ০.৩ ④ $\sqrt{0.3}$
① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{2}{5}$
— ০.৩
➤ Your conduct admits — no excuse.
③ to ④ for
① of ② at
— of
➤ Neither Rini nor Simi — qualified for the job.
③ are ④ is
① were ② had
— is
➤ 'Sky' is to 'bird' as 'water' is to—
③ feather ④ fish
① boat ② lotus
— fish
➤ 'Good' is to 'bad' as 'white' is to—
③ dark ④ black
① grey ② ebony
— black
➤ 'Botany' is to 'plants' as 'Zoology' is to—
③ flowers ④ trees
① dear ② animals
— animals

- When one is 'pragmatic' he is being—
③ wasteful ④ productive
① practical ② fussy
— practical
➤ ১০ থেকে ৬০ পর্যন্ত যে সকল মৌলিক সংখ্যার একক স্থানীয় অংক ৯ তাদের সমষ্টি কত?
③ ১৪৬ ④ ৯৯
① ১০৫ ② ১০৭
— ১০৭
➤ ৪০ সংখ্যাটি a হতে ১১ কম। গাণিতিক আকারে প্রকাশ করলে কী হবে?
③ $a + ১১ = ৪০$ ④ $a + ৪০ = ১১$
① $a = ৪০ + ১১$ ② $a = ৪০ + ১$
— $a = ৪০ + ১১$
➤ পাঁচ অঙ্কের ক্ষুদ্রতম সংখ্যা ও চার অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যার অন্তর কত?
③ ৯ ④ ১০
① ১ ② -১
— ১
➤ ১.১, .০১ ও .০০১১-এর সমষ্টি কত?
③ ০.০১১১১ ④ ১.১১১১
① ১১.১১০১ ② ১.১০১১১
— ১.১১১১
➤ ৪ টি ১ টাকার নোট ও ৮ টি ২ টাকার নোট একত্রে ৮ টি ৫ টাকার নোটের কত অংশ?
③ $\frac{1}{8}$ ④ $\frac{1}{2}$ ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{16}$
— $\frac{1}{2}$
➤ পরপর তিনটি সংখ্যার গুণফল ১২০ হলে তাদের যোগফল হবে—
③ ৯ ④ ১২
① ১৪ ② ১৫
— ১৫
➤ Which of the following integers has the most divisors?
③ ৪৪ ④ ৭১
① ৭৫ ② ৭৭
— ৪৪
➤ City B is 5 miles east of city A. City C is 10 miles southeast of city B. Which of the following is the closest to the distance from city A to City C?
③ 11 miles ④ 12 miles
① 13 miles ② 14 miles
— 14 miles.
➤ 'উপরোধ' শব্দের অর্থ কী?
③ প্রতিরোধ ④ উপস্থাপন
① অনুরোধ ② উপযোগী
— অনুরোধ
➤ Break Repair
Wound
③ Heal ④ Hurt
① Fix ② Plaster
— Heal

- > **Frightened : Scream : : Angry :**
 (ক) Cry (খ) Shiver
 (গ) Shout (ঘ) Sneer
 — Shout
- > **"To get along with" means -**
 (ক) to adjust
 (খ) to accompany
 (গ) to interest
 (ঘ) to walk
 — to adjust
- > **A farmer had 17 hens, All but 9 died. How many live hens were left?**
 (ক) 0 (খ) 9
 (গ) 8 (ঘ) 16
 — 9
- > **If two typist can type two pages in two minutes, how many typists will it take to type 18 pages in six minutes.**
 (ক) 3 (খ) 6
 (গ) 9 (ঘ) 18
 — 6
- > **The fifth consonant from the beginning of this sentence is the letter —**
 (ক) i (খ) e (গ) a (ঘ) t
 — t
- > **If the second day of the month is a Monday, the eighteenth day of the month is a -**
 (ক) Sunday (খ) Tuesday
 (গ) Wednesday (ঘ) Monday
 — Wednesday
- > **Two men, starting at the same point, walk in opposite directions for 4 meters, turn left and walk another 3 meters. What is the distance between them?**
 (ক) 7 meters (খ) 14 meters
 (গ) 10 meters (ঘ) 6 meters
 — 10 meters
- > **30% of 10 is 10% of which?**
 (ক) 30 (খ) 60
 (গ) 40 (ঘ) 600
 — 30

- > **Rahim is 12 years old, He is three times older than Karim. What will be the age of Rahim when he is two times older than Karim?**
 (ক) 15 years (খ) 16 years
 (গ) 17 years (ঘ) 18 years
 — 16 years
- > **Divide 30 by half and add 10. What do you get?**
 (ক) 25 (খ) 45
 (গ) 55 (ঘ) 70
 — 70.
- > **৬০ থেকে ৮০-এর মধ্যবর্তী বৃহত্তম ও ক্ষুদ্রতম মৌলিক সংখ্যার অন্তর হবে -**
 (ক) ৮ (খ) ১২ (গ) ১৮ (ঘ) ১৪০
 — ১৮
- > **Choose the correct spelling.**
 (ক) ascertain (খ) assertain
 (গ) asertain (ঘ) asartain
 — ascertain.
- > **Choose the right word to fill in the blank:**
Two of the children have to sleep in one bed, but the other three have — ones.
 (ক) different (খ) separate
 (গ) complete (ঘ) lonely
 — separate
- > **The correct spelling is — :**
 (ক) Humorous (খ) Humorous
 (গ) Humourius (ঘ) Humurios
 — Humorous
- > **কোন সংখ্যার ১/২ অংশের সাথে ৬ যোগ করলে সংখ্যাটির ২/৩ অংশ হবে। সংখ্যাটি কত?**
 (ক) ৫৩ (খ) ৬৩
 (গ) ৩৬ (ঘ) ৩৫
 — ৩৬
- > **৪৩ থেকে ৬০ এর মধ্যে মৌলিক সংখ্যা ৩টি —**
 (ক) ৫ (খ) ৩
 (গ) ৭ (ঘ) ৪
 — ৪
- > **যদি p একটি মৌলিক সংখ্যা হয় তবে \sqrt{p} —**
 (ক) একটি স্বাভাবিক সংখ্যা
 (খ) একটি পূর্ণ সংখ্যা
 (গ) একটি মূলদ সংখ্যা
 (ঘ) একটি অমূলদ সংখ্যা
 — একটি অমূলদ সংখ্যা
- > **৭২ সংখ্যাটির মোট ভাজক আছে —**
 (ক) ৯টি (খ) ১০টি
 (গ) ১১টি (ঘ) ১২টি
 — ১২টি।

- > **She is beautiful but she is—her mother.**
 (ক) most beautiful
 (খ) less beautiful
 (গ) as beautiful
 (ঘ) not so beautiful as
 — not so beautiful as
- > **The ministers arrived—a decision last night.**
 (ক) to (খ) at (গ) on (ঘ) by
 — at
- > **My friend always goes home—foot.**
 (ক) by (খ) with
 (গ) on a (ঘ) on
 — on
- > **২ এবং ৩২ এর মধ্যে মৌলিক সংখ্যা কয়টি?**
 (ক) ১১টি (খ) ৯টি
 (গ) ৮টি (ঘ) ১০টি
 — ১০টি
- > **১, ১, ২, ৩, ৫, ৮, এই সংখ্যা পরম্পরায় অষ্টম পদ কত?**
 (ক) ২১ (খ) ১৩ (গ) ১৯ (ঘ) ১৬
 — ২১
- > **কোন সংখ্যাটি ক্ষুদ্রতম?**
 (ক) $\frac{1}{11}$ (খ) $\frac{3}{31}$
 (গ) $\frac{2}{21}$ (ঘ) $\sqrt{0.02}$
 — $\frac{1}{11}$
- > **০.১ এর বর্গমূল কত?**
 (ক) ০.১ (খ) ০.০১
 (গ) ০.২৫ (ঘ) কোনটিই নয়
 — কোনটিই নয়
- > **৯, ৩৬, ৮১, ১৪৪, এর পরবর্তী সংখ্যাটি কত?**
 (ক) ১৬৯ (খ) ২২৫
 (গ) ২৫৬ (ঘ) ২৭২
 — ২২৫
- > **১, ২, ৩, ৫, ৮, ১৩, ২১, ৩৪ ধারাটির পরবর্তী সংখ্যা কত?**
 (ক) ৫৫ (খ) ৪০
 (গ) ৬৮ (ঘ) ৮৯
 — ৫৫
- > **কোনটি শূন্য বানান?**
 (ক) দন্ড (খ) দল
 (গ) দন্দ (ঘ) দব
 — দন্ড
- > **যদি ১৫টি পোশাকের মধ্যে শতকরা ৪০ ভাগ পোশাক শার্ট হয় তবে ১৫টি পোশাকের মধ্যে কতটি শার্ট নয়?**
 (ক) ৬ (খ) ৯ (গ) ১২ (ঘ) ১০
 — ৯

সহজ সমাধান

পর্ব-১

সাংকেতিক বিন্যাস ও পুনর্বিন্যাস

-মো: আসাদুর রহমান

মানসিক দক্ষতার এই ভাগে বাংলা/ইংরেজি বর্ণমালার ধারাবাহিকতা ও ক্রমিক নং আনতে হবে। ধারাবাহিকভাবে আমরা বিভিন্ন নিয়ম আলোচনা করব-

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

নিয়ম-01: যদি ACID = 1394 হয়, তবে DEAF = ?

সমাধান: বর্ণমালায়, A = 1, C = 3, I = 9, D = 4,
∴ এবং D = 4, E = 5, A = 1, F = 6
∴ DEAF = 4516

নিজে করুন: CAGD = 3184 হলে ADGE = ?
উত্তর: 1475

নিয়ম-02: TRAIN = 98726 হলে TARIN = ?

সমাধান: যখন বর্ণমালার ক্রমিক নং মিলবে না, তখন বর্ণ = সংখ্যা ধরতে হবে, T = 9, R = 8, A = 7, I = 2, N = 6
∴ TARIN = 97826

নিজে করুন: ORACLE = 985276 হলে LAROCE = ?
উত্তর: 758926

নিয়ম-03: যদি PLAY = 8123 এবং RHYME = 49367 হয় তবে MALE = ?

সমাধান: এখানে, P = 8, L = 1, A = 2, Y = 3, R = 4, H = 9, Y = 3, M = 6, E = 7
MALE = 6217

নিয়ম-04: যদি SUN = 54 হয় তবে MOON = ?

সমাধান: বর্ণমালায়, S = 19, U = 21, N = 14
SUN = 19 + 21 + 13 = 54

বর্ণমালায়, M = 13, O = 15, N = 14
∴ MOON = 13 + 15 + 15 + 14 = 57

নিজে করুন: EXAM = 43 হলে PASS = ?
উত্তর: 55

নিয়ম-05: SUN = 27 হলে, MOON = ?

সমাধান: বর্ণমালার উল্টো দিক, (Z = 1, Y = 2, ...) দিয়ে গুণতে হবে
S = 8, U = 6, N = 13

SUN = 8 + 6 + 13 = 27
M = 14, O = 12, N = 13

∴ MOON = 14 + 12 + 12 + 13 = 51

নিজে করুন: DHAKA = 110 হলে INDIA = ?
উত্তর: 98

নিয়ম-06: যদি BDA = 8 হয় তবে FCB = ?

সমাধান: এখানে, B = 2, D = 4, A = 1,
BDA = 2 × 4 × 1 = 8

F = 6, C = 3, B = 2

FCB = 6 × 3 × 2 = 36

নিজে করুন: ICB = 54 হলে, DAD = ?
উত্তর: 16

নিয়ম-07: JD - KF - ? - PM - TR

সমাধান: এখানে, দুটি ধারা আছে,

J $\frac{-}{0}$ K $\frac{-}{1}$? $\frac{-}{2}$ P $\frac{-}{3}$ T

D $\frac{-}{1}$ F $\frac{-}{2}$? $\frac{-}{3}$ M $\frac{-}{4}$ R

প্রদত্ত ধারার প্রথম লাইনে 0, 1, 2, 3 টি করে বর্ণ গ্যাপ আছে। তাই M বসবে। ২য় লাইনে 1, 2, 3, 4 টি করে বর্ণ গ্যাপ আছে। তাই I বসবে।

উত্তর: MI

নিজে করুন: BI - IO - OT - ?
উত্তর: TX

AZ, CX, EV - ?
উত্তর: GT

নিয়ম-08: যদি ABCD = WXYZ হয়, তবে

BAD = ?

সমাধান: এখানে, A = W, B = X, C = Y, D = A. তাই, BAD = XWA

নিজে করুন: যদি TABLE = WDEON হয়
BALTE = ?
উত্তর: EDOWN

চলবে.....

বিখ্যাত প্রবন্ধ ও প্রবন্ধ গ্রন্থ

- আবু হোয়ায়রা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	পঞ্চভূত, কালাভর, সাহিত্যের স্বরূপ, সাহিত্যের পথে, সভ্যতার সংকট, স্বদেশ, পরিচয়, বিচিত্র প্রবন্ধ, মানুষের ধর্ম।
কাজী নজরুল ইসলাম	দুর্দিনের যাত্রী, রাজবন্দীর জবানবন্দী, যুগবাণী, রক্তদ্রব।
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	লোক রহস্য, কমলাকান্তের দগুণ, সাম্য, বিবিধ প্রবন্ধ, ধর্মতত্ত্ব, মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত।
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	নারীর মূল্য, স্বদেশ ও সাহিত্য, তরুণের বিদ্রোহ।
গেগম রোকেয়া	মতিচূর, সুলতানার স্বপ্ন, অবরোধবাসিনী।
জীবনানন্দ দাশ	কবিতার কথা, কেন লিখি।
সৈয়দ আলী আহসান	কবিতার কথা, সাহিত্যের কথা
মীর মোশাররফ হোসেন	গো জীবন
প্রথম চৌধুরী	বীরবলের হালখাতা, রায়তের কথা, নানা কথা, তেল নুন লকড়ি, দুই ইয়ারির কথা, ঘরে বাইরে, প্রবন্ধ সংগ্রহ।
মোহাম্মদ এয়াকুব আলী	চৌধুরী মানব মুকুট, নরনবী।
ডা. লুৎফর রহমান	মানব জীবন, উন্নত জীবন, মহৎ জীবন, সভ্য জীবন, যুবক জীবন, ধর্ম জীবন।
বুদ্ধদেব বসু	হঠাৎ আলোর ঝলকানি, কালের পুতুল।
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়	লেখকের কথা।
আবুল মনসুর আহমদ	আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর, শেরে বাংলা হইতে বঙ্গবন্ধু, পাক বাংলার কালচার।
মুনীর চৌধুরী	মীর মানস।
মাওলানা আকরাম খাঁ	মোস্তফা চরিত, উম্মুল কেতাব।
এস. ওয়াজেদ আলী	ভবিষ্যতের বাঙালি, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য।
আখতারুজ্জামান ইলিয়াস	সংস্কৃতির ভাঙ্গা সেতু

হুমায়ুন আজাদ	নারী, নিবির নীলিমা, মাতাল তরুণী, আধার ও আধার, দ্বিতীয় লিঙ্গ।
আল মাহমুদ	কবির আত্মবিশ্বাস, দিনযাপন, নারী বিগ্রহ।
হাসান হাফিজুর রহমান	আলোকিত গৃহর, সাহিত্য প্রসঙ্গ, আধুনিক কবি ও কবিতা।
ড. আহমদ শরীফ	বিচিত্র চিন্তা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি চিন্তা, বাঙালি ও বাঙলা সাহিত্য।
বদরুদ্দীন ওমর	সংস্কৃতির সংকট, সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতা, যুদ্ধপূর্ব বাংলাদেশ, বাংলাদেশে মার্কসবাদ।
ড. আনিসুজ্জামান	শ্রুতপের সন্ধানে, মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য।
প্যারীচাঁদ মিত্র	The Zamindar and Royats.
মোতাহার হোসেন চৌধুরী	সংস্কৃতি কথা, সভ্যতা।
মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ	পারস্য সভ্যতা, মানুষের ধর্ম, বাংলা সাহিত্যের মুসলিম ধারা।
মুহম্মদ এনামুল হক	মনিষা মণ্ডলা, মুসলিম বাঙালি সাহিত্য।
মুহম্মদ আব্দুল হাই	সাহিত্য ও সংস্কৃতি, ভাষা ও সাহিত্য, ধ্বনি-বিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব।
ড. নীলিমা ইব্রাহিম	আমি বীরাসনা বলছি, শরৎ প্রতিভা, বাঙালি মানস ও বাংলা সাহিত্য।
আহমদ ছফা	জাহ্নত বাংলাদেশ, যদ্যপি আমার গুরু, শত বর্ষের ফেরারি, বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস।
সেলিনা হোসেন	একান্তের ঢাকা, স্বদেশে পরবাসী।
আলাউদ্দিন আল আজাদ	ফেরারি ডায়েরি, শিল্পীর সাধনা।
শওকত ওসমান	সংস্কৃতির চড়াই উত্তরাই।
কালী প্রসন্ন ঘোষ	প্রভাত চিন্তা, নিভৃত চিন্তা, নিশীথ চিন্তা।
গোপাল হালদার	সংস্কৃতির রূপান্তর, বাঙালি সংস্কৃতির রূপ।
আবদুল্লাহ আল-মুতী শরফুদ্দীন	এসো বিজ্ঞানের রাজ্যে, রহস্যের শেষ নেই, আবিষ্কারের নেশায়, সাগরের রহস্যপূর্ণ।
আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ	সত্যনারায়ণের পৃথি, গৌরব বিজয়।
মেজর মোহাম্মদ আবদুল জলিল	A Search for Identity (মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক)



গুতেরেস-শ্রীকিমের বাংলাদেশ সফর এবং রোহিঙ্গাদের ভবিষ্যৎ

বাই তরিকুল ইসলাম (প্রবাসী, ঢাকা)

রোহিঙ্গা সংকট নিয়ে বাংলাদেশসহ বিশ্বের উন্নত দেশ এবং বিভিন্ন সংগঠন আজ উদ্বেগ। আর এরই প্রেক্ষিতে ৩০ জুন বিকেলে বাংলাদেশ সফরে আসেন বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট জিম ইয়ং কিম, আন্তর্জাতিক রোডক্রস কমিটির (আইসিআরসি) প্রেসিডেন্ট পিটার মরার। আর একই দিন রাতে আসেন জাতিসংঘ মহাসচিব অ্যান্টোনিও গুতেরেস। এছাড়া জাতিসংঘ মহাসচিবের সফরসঙ্গী হিসেবে ছিলেন জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক সংস্থা ইউএনএইচসিআর-এর প্রধান ফিলিপ্পো গ্রান্ডি ও জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিলের (ইউএনএফপিএ) নির্বাহী পরিচালক ড. নাতালিয়া কানিম। বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ এসব ব্যক্তির বাংলাদেশ সফরের মূল উদ্দেশ্য এদেশে অবস্থানকারী রোহিঙ্গাদের দুর্দশা সরেজমিনে দেখা। তারা দুজনেই রোহিঙ্গাদের অবস্থা নিজ চোখে দেখেছেন। কথা বলেছেন রোহিঙ্গাদের সঙ্গে। গুতেরেস নিজে বিশ্ব কমিউনিটিকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে মিয়ানমারের ওপর চাপ সৃষ্টির আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন- রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্বের অধিকার দিতে, তাদের স্বাধীনভাবে নিজ দেশে চলাফেরার সুযোগ দিতে, তাদের সম্পত্তির অধিকার দিতে, সব ধরনের মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য মিয়ানমারের ওপর চাপ দিতে হবে। তিনি আরও বলেন- রোহিঙ্গারা এমন একটি সম্প্রদায়, যারা বিশ্বে বৈষম্যের শিকার।

অন্যদিকে বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট সংবাদ সম্মেলনে মিয়ানমার থেকে বাতুল্য হয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গাদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পয়ঃনিষ্কাশন, নিরাপদ পানি ও সামাজিক সুরক্ষার ব্যবস্থা করতে বাংলাদেশকে ৪৮ কোটি ডলার অনুদান দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন।

রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন ও কিছু প্রশ্ন : বিশ্ব সম্প্রদায় বারবার তাগাদা দিচ্ছে, আলোচনার পর আলোচনা চলছে; কিন্তু রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে ফেরার ক্ষেত্রে দৃশ্যমান অগ্রগতি হচ্ছে না। এদিকে রোহিঙ্গা নিপীড়নের অভিযোগে মিয়ানমারের সেনাবাহিনীর সীমিত ব্যক্তিদের বিচারের বিষয়টিও ঝুলে আছে। এমন পরিস্থিতিতে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন বিষয়টি স্বাভাবিক কিছু বিষয়কে সামনে নিয়ে আসছে :

১. রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন নিয়ে চুক্তির অগ্রগতি : বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া কয়েক লাখ রোহিঙ্গাকে মিয়ানমারে নিরাপদে ও স্বেচ্ছায় ফেরানোর স্বার্থে যে মাসে মিয়ানমারের সঙ্গে জাতিসংঘের চুক্তি সই হয়। ইউএনএইচসিআর-এর ওই সমঝোতা স্মারকে মিয়ানমার সরকারের সঙ্গে 'পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজ করার একটি অবকাঠামো তৈরির প্রথম ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ বলে অভিহিত করেছিল। ওই সমঝোতা স্মারকে

বলা হয়েছে- প্রত্যাবর্তনকারীরা মিয়ানমারের অন্যান্য নাগরিকের মতোই রাখাইন রাজ্যে আইন ও বিধি-বিধান অনুসারে চলাচলের স্বাধীনতা ভোগ করবে। এখানে প্রশ্ন থাকে, তাহলে রাখাইনের বাইরে রোহিঙ্গাদের একই স্বাধীনতা থাকবে কি? এছাড়া মিয়ানমারের প্রচলিত আইন ও বিধি-বিধান রোহিঙ্গাদের চলাচলের অন্তরায়, যা এই চুক্তিতে চিহ্নিত করা হয়নি।

২. রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্বের বিষয়টি অমীমাংসিত : মিয়ানমারের সঙ্গে যে সমঝোতা স্মারক ও পরবর্তীতে বাতুল্য রাখাইনের বাসিন্দাদের প্রত্যাবাসনসংক্রান্ত যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল, তাতে নাগরিকত্বের বিষয়টি আদৌ নেই। আর মিয়ানমার এদেরকে নাগরিক হিসেবে স্বীকার করে না। রোহিঙ্গা নামেও তাদের আপত্তি রয়েছে। মিয়ানমার তাদেরকে 'বাঙালি' হিসেবে উল্লেখ করে। এজন্য মিয়ানমারের ওপর আন্তর্জাতিক চাপ অব্যাহত থাকলে নাগরিকত্বের প্রশ্নে তাদের অবস্থানে পরিবর্তন আসবে। এক্ষেত্রে একটি প্রশ্ন থেকেই যায়, তা হচ্ছে নাগরিকত্বের নিশ্চয়তা ছাড়া রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে ফেরত পাঠানো কী ঠিক হবে?

৩. মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের নিরাপত্তার প্রশ্ন : মিয়ানমারে ব্যাপক নির্যাতনের শিকার হয়ে রোহিঙ্গারা বাংলাদেশে আসে। অনেকে স্ত্রী, স্বামী, সন্তানকে মিয়ানমারের সেনাবাহিনী কর্তৃক হত্যা করতে দেখেছে। দেরি হলেও মিয়ানমারের সেনাবাহিনী প্রধান 'সীমিত হত্যাকাণ্ডের' কথা স্বীকার করেছেন। এখন যদি তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত না করা হয়, তবে তারা নিজ দেশে ফিরে যেতে চাইবে না, যা স্বাভাবিক। তবে একটা প্রশ্ন থেকেই যায়, তা হলো- মিয়ানমারের যে সেনাবাহিনী তাদের নিজ দেশ থেকে উৎখাত করেছে, রোহিঙ্গারা তাদের বিশ্বাস করবে কেন? এরই মধ্যে মার্কিন রাষ্ট্রদূত ও ব্রিটিশ হাইকমিশনার নিরাপত্তার বিষয়ে বলেছেন- "নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ছাড়া রোহিঙ্গাদের নিজ দেশে ফেরত পাঠানো যাবে না।"

৪. চুক্তি অনুযায়ী রোহিঙ্গাদের ফেরত যাওয়ার প্রশ্ন : যে চুক্তি হয়েছে, তাতে মিয়ানমার দুটি ক্যাম্প করবে। প্রথমটি অভ্যর্থনা ক্যাম্প, দ্বিতীয়টি অন্তর্বর্তীকালীন ক্যাম্প; অর্থাৎ যারা বাংলাদেশ থেকে ফেরত যাবে, তাদের প্রথমে অভ্যর্থনা ক্যাম্পে রাখা হবে। এরপর যাচাই-বাছাইয়ের জন্য একটি অন্তর্বর্তীকালীন ক্যাম্পে পাঠানো হবে। এখানে সমস্যা হলো এই ক্যাম্পে তারা বছরের পর বছর থেকে যেতে বাধ্য হবে। এটা এক ধরনের 'কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প', যেখানে রেখে তথাকথিত যাচাই-বাছাইয়ের কাজটি হবে।

পাঠক, এখানেই আমার শঙ্কা হচ্ছে, তাহলো- রোহিঙ্গাদের অবস্থা কী ফিলিস্তিনীদের মতো হবে?

অর্থাৎ ফিলিস্তিনিরা নিজ বাসভূম থেকে উৎখাত হয়ে বছরের পর বছর ধরে উত্তরাধিকার সূত্রে এই ক্যাম্পে থেকে যাচ্ছে কিন্তু তাদের একটি স্বাধীন রাষ্ট্র আজও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এছাড়া দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদ যুগে হোমল্যান্ডগুলোর কথা স্মরণ করা যেতে পারে। বর্ণবাদ যুগের শেষ হওয়ার আগে কৃষ্ণাঙ্গদের নিয়ে এটি হোমল্যান্ডে রাখা হয়েছিল। এ প্রেক্ষিতে মনে হচ্ছে, রোহিঙ্গাদের অবস্থা অনেকটা হোমল্যান্ডগুলোতে থাকা কৃষ্ণাঙ্গ জনগোষ্ঠী অথবা ফিলিস্তিনি জনগোষ্ঠীর মতো হতে পারে।

৫. রোহিঙ্গাদের জীবন-জীবিকার প্রশ্ন : মিয়ানমারের রাষ্ট্রীয় নীতি হলো- রোহিঙ্গাদের অস্বীকার করা। পাঠক, এখন প্রশ্ন হলো আন্তর্জাতিক চাপের কারণে হয়তো মিয়ানমার রোহিঙ্গাদের নিতে রাজি হবে কিন্তু বাস্তবতা হলো তারা রোহিঙ্গাদের গ্রহণ করতে চাইছে না। এছাড়া নির্যাতন করার সময় রোহিঙ্গাদের বসতবাড়িও ধ্বংস করে দেওয়া হয়। এখন এইসব গ্রামগুলো বিদেশি বিনিয়োগকারীদের 'লিজ' দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে। ফলে রোহিঙ্গাদের নিজ বাসভূমে ফেরা এবং জীবন-জীবিকার প্রশ্ন থেকেই গেল।

রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন নিয়ে উপর্যুক্ত প্রশ্নগুলো থেকেই যাচ্ছে। এখন জাতিসংঘসহ বিশ্ব নেতৃবৃন্দ রোহিঙ্গাদের বিষয়ে বলছে- মিয়ানমারে জাতিগত নিধনযজ্ঞ হয়েছে। জাতিগত উচ্ছেদ অভিযান একটি ঘৃণিত অপরাধ। আন্তর্জাতিক আইনে এটি দণ্ডনীয় অপরাধ হিসেবে গণ্য। এরই মধ্যে বসনিয়া-হারজেগোভিনা, কসো, সাইবেরিয়া কিংবা রুয়ান্ডায় যারা জাতিগত উচ্ছেদ অভিযানে জড়িত ছিল, সেই সেনা কর্মকর্তাদের বিচারের রায়ও হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রসহ মানবাধিকার সংগঠনগুলো একাধিক সেনা কর্মকর্তাকে মিয়ানমারে গণহত্যার জন্য চিহ্নিত করেছে। মিয়ানমার সেনাবাহিনীও লোক-দেখানো বিচার করছে। এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ এসব অপরাধীদের বিচারের জোর দাবি তুলতে পারে, যার ফলে মিয়ানমার সরকার চাপের মুখে থাকবে।

রোহিঙ্গাদের ফেরাতে প্রয়োজন রাজনৈতিক সমাধান : জাতিসংঘ মহাসচিব বাংলাদেশে রোহিঙ্গাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে বলেন- তাদের নিজ দেশে ফেরত যাওয়ার জন্য রাজনৈতিক সমাধান ও দায়বদ্ধতা -দুটোরই প্রয়োজন রয়েছে। রাজনৈতিক সমাধান সম্পর্কে বলেন- মিয়ানমার সরকার এবং তাদের সামরিক বাহিনীকে রাখাইনে একটি পরিবেশ তৈরি করতে হবে, যাতে রোহিঙ্গারা ফেরত যেতে পারে। অন্যদিকে বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট বলেন- রোহিঙ্গা ইস্যুতে মিয়ানমারে সব উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বন্ধ করে দিয়েছে বিশ্বব্যাংক। মিয়ানমার সরকার যদি রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসনে এগিয়ে এসে রাখাইনে কোনো উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে চায়, তবেই দেশটিকে অর্থনৈতিক সাহায্য করবে বিশ্বব্যাংক। এজন্য প্রয়োজন বিশ্ব সম্প্রদায়ের মিয়ানমারের ওপর চাপ প্রয়োগ অব্যাহত রাখা, যাতে রোহিঙ্গারা নিরাপদে ও মর্যাদাপূর্ণভাবে স্বেচ্ছায় নিজ দেশে ফিরে যেতে পারে। এছাড়া এ সংকট মোকাবিলায় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে রোহিঙ্গাদের মানবিক সাহায্যতা দানও এগিয়ে আসতে হবে।

চলবে...



৮ জুলাই, ২০১৮ জাতীয় সংসদ অধিবেশনে সংবিধানের সপ্তদশ সংশোধনী বিল পাসের প্রস্তাব উত্থাপন করেন আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক। আরও ২৫ বছর সংরক্ষিত মহিলা আসন বহাল রাখতে স্পিকার ড. শিরিন শারমিন চৌধুরী সভাপতিত্বে সংসদের ২১তম অধিবেশনে দুই দফা বিভক্তি ভোট অনুষ্ঠানের মাধ্যমে 'সংবিধান (সপ্তদশ সংশোধন) আইন-২০১৮' নামে বিলটি পাস হয়। সংসদে উপস্থিত

সংসদ ভেঙে না যাওয়া পর্যন্ত ১৫টি আসন সংরক্ষণ করা হয়। সংরক্ষিত মহিলা আসনের ধারাবাহিকতা বজায় থাকার কারণে সমাজে সকল ক্ষেত্রে মহিলাদের অধিকতর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়েছে। সর্বশেষ সংশোধনী অনুযায়ী সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৬৫-এর দফা (৩) অনুযায়ী বর্তমানে সংরক্ষিত মহিলা আসনের ১০ বছর মেয়াদ ২৮ জানুয়ারি ২০১৯ শেষ হবে। সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে মেয়াদ

বিলের নাম - 'সংবিধান (সপ্তদশ সংশোধন) আইন- ২০১৮'
উত্থাপিত হয়- ১০ এপ্রিল, ২০১৮
পাস হয়- ৮ জুলাই, ২০১৮

২৮ সংসদ সদস্যের সমর্থন নিয়ে বিভক্তি ভোটে বিলটি পাস করা হয়। সংসদ নেতা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও বিরোধী দলের নেতা রওশন এরশাদের উপস্থিতিতে বিলটি পাসের প্রক্রিয়া শুরু হয়। প্রথমে বিলের ওপর বিরোধী দলের আনা জনমত যাচাই ও বাণী কমিটিতে পাঠানোর প্রস্তাবগুলো কঠোরভাবে নাকচ হয়। এর পর বিলের ওপর আনা সংশোধনীগুলো বিভক্তি ভোটের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়। প্রথমে সংশোধনীগুলো হ্যাঁ, না ভোটে দেওয়া হয়। পরে উপস্থিত সংসদ সদস্যরা লবিত গিয়ে ভোট দেন। দুটি সংশোধনী বাতিলের পক্ষে ভোট পড়ে ২৯৫টি। এক্ষেত্রেও কোনো 'না' ভোট পড়েনি। এর আগে গত ১০ এপ্রিল সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব বাড়াতে সংরক্ষিত আসনে নির্বাচনের বিধান সংশোধনী এনে সংসদে বিল উত্থাপন করা হয়। উত্থাপিত সংবিধান (সপ্তদশ সংশোধন) বিল ২০১৮-এ আরও ২৫ বছর সংরক্ষিত আসন রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে। সংবিধানের ৬৫ অনুচ্ছেদের (৩) দফায় সংশোধনী এনে বলা হয়েছে, 'সংবিধান (সপ্তদশ সংশোধন) আইন-২০১৮, প্রবর্তনকালে বিদ্যমান সংসদের অব্যবহিত পরবর্তী সংসদের প্রথম বৈঠকের তারিখ হইতে শুরু করিয়া পঁচিশ বৎসরকাল অতিবাহিত হইবার অব্যবহিত পরবর্তীকালে সংসদ ভাঙিয়া না যাওয়া পর্যন্ত পঞ্চাশটি আসন কেবল মহিলা সদস্যদের জন্য সংরক্ষিত থাকিবে এবং তাহারাই আইনানুযায়ী পূর্বোক্ত সদস্যদের দ্বারা সংসদে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতির ভিত্তিতে একক হস্তান্তরযোগ্য ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হইবেন'।

বিলের উদ্দেশ্য ও কারণ : স্বাধীনতার স্থপতি ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশনায় বাংলাদেশে জাতীয় পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও আইন প্রণয়নে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তদানীন্তন গণপরিষদ কর্তৃক প্রণীত ১৯৭২-এর মূল সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৬৫-এর দফা (৩)-এর বিধানে জাতীয় সংসদে মহিলা সদস্যদের জন্য সংবিধান প্রবর্তন হতে ১০ বছর সময় অতিবাহিত হওয়ার অব্যবহিত পরবর্তী সময়ে

বৃদ্ধি করা না হলে ওই সময় অতিবাহিত হওয়ার পর জাতীয় সংসদে মহিলাদের জন্য কোনো আসন সংরক্ষিত থাকবে না। সংরক্ষিত আসনের প্রয়োজনীয়তা এখনো বিদ্যমান। একাদশ জাতীয় সংসদ সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্যদের নিয়ে গঠন করতে হলে দশম সংসদ বহাল থাকা অবস্থায় সংবিধানে এ সংক্রান্ত বিধান সংশোধন করা আবশ্যিক। বাংলাদেশের সংবিধান ২০০৮ সালে অষ্টম জাতীয় সংসদে সংবিধান সংশোধন করে সংরক্ষিত নারী সদস্যের ৪৫টি আসন সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে আনুপাতিক হারে বন্টনের ব্যবস্থা করা হয়। তখন এর মেয়াদকাল নির্ধারণ করা হয় পরবর্তী সংসদের, অর্থাৎ নবম সংসদের প্রথম বৈঠক থেকে ১০ বছর। ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন হয়। সংসদের প্রথম অধিবেশন বসে ২০০৯ সালের ২৫ জানুয়ারি। সেই হিসাবে সংরক্ষিত নারী সংসদ সদস্যের মেয়াদ আছে ২০১৯ সালের ২৪ জানুয়ারি পর্যন্ত। ২০১১ সালে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংরক্ষিত নারী সদস্যদের সংখ্যা ৪৫ থেকে বাড়িয়ে ৫০-এ উত্তীর্ণ করা হলেও ওই সময় আর মেয়াদ বাড়ানো হয়নি। সেই মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে বছর খানেক হাতে থাকতেই আইন সংশোধনের এ উদ্যোগ নেয় সরকার। গত এপ্রিলে এ সংক্রান্ত বিল সংসদে উত্থাপিত হয়। সংবিধান সংশোধন করতে হলে সংসদ সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশ ভোট লাগে। সংসদে ক্ষমতাসীন হাতে আছে ২৩২টি আসন।

সংরক্ষিত নারী আসনে সরাসরি ভোটে নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হোক: জাতীয় সংসদে সংবিধানের সপ্তদশ সংশোধনীর মাধ্যমে জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত নারী আসনের মেয়াদ যে আরও ২৫ বছরের জন্য বাড়ানো হয়েছে, তাকে

বাগত জানিয়েও কিছু প্রশ্ন তোলা জরুরি। এদেশের রাষ্ট্র ও রাজনীতিতে এখনো নারী সর্বক্ষেত্রে সমান অধিকার ভোগ করছেন বা সমান সুযোগ পাচ্ছেন, তা বলা যাবে না। সে ক্ষেত্রে জাতীয় সংসদে নারীর সংরক্ষিত আসনের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। তবে যেভাবে সংরক্ষিত নারী আসনের প্রতিনিধি নির্বাচন করা হয়, তাতে তাঁরা নারীর ক্ষমতায়নে কতটা ভূমিকা রাখতে পারেন, সেই প্রশ্ন উঠবেই। যারাই জাতীয় সংসদের সদস্য হবেন, তাঁদের সবর সমান সুযোগ থাকা উচিত। কিন্তু এ বিষয়ে রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারণেরা খুব ভেবেচিন্তে কাজ করা উচিত বলে মনে করি। প্রথম জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত আসন ছিল ১৫, দ্বিতীয় দফায় এটি বাড়িয়ে ৩০ করা হয়। তৃতীয় ও চতুর্থ দফায় যথাক্রমে ৪৫ ও ৫০ করা হয়। বর্তমানে সাধারণ সদস্যদের প্রতিনিধিত্বের অনুপাতে রাজনৈতিক

দলগুলো সংরক্ষিত আসনে প্রতিনিধিত্ব করে থাকে। আগে সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল এককভাবে সংরক্ষিত আসনের সদস্যদের বেছে নিত। সেই বিবেচনায় বর্তমান ব্যবস্থা কিঞ্চিৎ ভারসাম্য এনেছে বলা যায়। জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনে কতজন প্রতিনিধি আছেন, তাঁর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হলো তাঁরা পুরুষ সদস্যদের সমান অধিকার ও সুযোগ ভোগ করছেন কি না। রাজনীতিতে নারীসমাজের কার্যকর ভূমিকার জন্য রাজনৈতিক দলগুলোতে তাদের প্রতিনিধিত্ব বাড়ানোর বিকল্প নেই। রাজনৈতিক দলবিধি অনুযায়ী ২০২১ সালের মধ্যে রাজনৈতিক দলের সর্বস্তরের কমিটিতে এক-তৃতীয়াংশ পদ নারীদের দেওয়ার বাধ্যবাধকতা আছে। কিন্তু সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী কিংবা সংসদের বাইরে থাকা কোনো দলই সেই শর্তের কাছাকাছিও আসতে পারেনি। রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বে এবং নির্বাচনে নারীর অংশগ্রহণ বাড়ানো গেলে সংরক্ষিত আসন নিয়ে টানটানি করতে হবে না। অধিকাংশ রাজনৈতিক দল যেখানে এক-তৃতীয়াংশ আসনে নারী প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার কথা বলছে, সেখানে তাদের উচিত হবে মনোনিয়নের ক্ষেত্রে এমন বিধান রাখা যে নির্দিষ্ট আসনগুলোতে নারী সাংসদেরাই নির্বাচিত হবেন। পরিস্থিতি বলা যায় যে, সংসদের এক-তৃতীয়াংশ আসনে এই ব্যবস্থা করা হলে নারীর জন্য সংরক্ষিত আসনের প্রয়োজন হবে না কিংবা তাদের প্রতি বৈষম্যের অভিযোগও উঠবে না। সংকীর্ণ গোষ্ঠীস্বার্থের বাইরে গিয়ে সত্যিকার নারীর প্রতিনিধিত্ব চাইলে এ রকম একটি বিকল্প পদ্ধতির কথা ভাবতে হবে রাজনৈতিক নেতৃত্বকে। নারীর ক্ষমতায়নের মহৎ উদ্দেশ্য সামনে রেখে সংসদে সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থা করা হলেও এ ক্ষেত্রে যে পদ্ধতিগত ত্রুটি রয়েছে, তা দূর করতে না পারলে রাজনীতিসহ সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে কাক্ষিত মাত্রায় ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটানো যাবে না।



ট্রাম্প ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া বিভিন্ন ইস্যুতে পরস্পরবিরোধী অবস্থান গ্রহণ করে। বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে (২০১৬) রাশিয়ার পরোক্ষ হস্তক্ষেপ, সিরিয়ায় বাশার আল আসাদের পক্ষাবলম্বন ইত্যাদি কারণে দেশ দুটির মধ্যে বড় ধরনের আত্মহীনতার সম্পর্ক সৃষ্টি হয়েছে। এরই মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র সিদ্ধান্ত নিয়েছে ক্ষুদ্র আকারের পরমাণু বোমা তৈরি করার, যা কিনা বিশ্বে পরমাণু অস্ত্র প্রতিযোগিতাকে উসকে দেওয়ার একটা আশঙ্কা তৈরি করেছে। এই যখন পরিস্থিতি তখন ব্রিটেন প্রথমে ২৩ জন রুশ কূটনীতিককে অবাস্তবিত্ত ঘোষণা করেছিল। অভিযোগে ছিল ব্রিটেনে বসবাসরত একসময়ের রুশ গোয়েন্দা সংস্থার সদস্য সার্গেই স্ক্রিপালকে হত্যার। এ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রসহ কয়েকটি পশ্চিমা দেশ মিলে ১৩৯ জন রুশ কূটনীতিককে বহিষ্কার করে। পাল্টা পদক্ষেপ হিসেবে রাশিয়া বহিষ্কার করে ১৫০ জন পশ্চিমা কূটনীতিককে, যার মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের কূটনীতিকরাও ছিলেন। এই বহিষ্কার ও পাল্টা বহিষ্কারের মধ্য দিয়ে নতুন করে দুই দেশের মধ্যে (যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া) উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছিল। এছাড়া সম্প্রতি ট্রাম্প ন্যাটো শীর্ষ সম্মেলনে জার্মানি সম্পর্কে বিক্রম মন্তব্য করে বলেছিলেন- 'জার্মানি পুরোপুরি রাশিয়া দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। জার্মানি রাশিয়ার গ্যাস ত্রয় করে রাশিয়াকে ধনী দেশে পরিণত করছে।'

ট্রাম্প-পুতিনের বৈঠক: ঘরে-বাইরে এবং আয়োজক দেশে কঠোর সমালোচনা ও তীব্র বিক্ষোভ-প্রতিবাদের মধ্যেই ১৬ জুলাই সোমবার ঐতিহাসিক 'হাইভোল্টেজ' বৈঠক করেছেন রুশ ও মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডাডিমির পুতিন ও ডোনাল্ড ট্রাম্প। এতে অংশ নেন দুই দেশের শীর্ষ পর্যায়ের নেতারাও। ফিনল্যান্ডের রাজধানী হেলসিংকিতে ফিনিশ প্রেসিডেন্ট প্রাসাদে প্রায় দুই ঘণ্টা একান্তে বৈঠক করেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ও প্রেসিডেন্ট পুতিন। এসময় দুইজন দোভাষী ছাড়া আর কেউ সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। এই প্রথম দুই নেতা এ ধরনের বৈঠক করলেন। বৈঠক থেকে বেরিয়ে দুই নেতা জিএফকি বৈঠক করেন। এরপর তারা যৌথ সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত হন। প্রথমে বক্তব্য দেন প্রেসিডেন্ট পুতিন। তিনি বলেন, মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনসহ কোনো নির্বাচনে রাশিয়া হস্তক্ষেপ করেনি। আর করার যৌক্তিকতাও নেই। এর আগেও বিষয়টি বারবার বলা হয়েছে। তিনি জানান, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বৈঠকে তাকে বিষয়টি উপস্থাপন করেছিলেন। কারণ তিনি এটি উপস্থাপন করার অঙ্গীকার করেছিলেন। তবে ট্রাম্পকে প্রেসিডেন্ট করত

কর্মকর্তাদের সহায়তা করার নির্দেশনা দিয়েছিলেন বলে পুতিন স্বীকার করেন। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করেন, নির্বাচনে হস্তক্ষেপ নিয়ে নিজ দেশের গোয়েন্দা সংস্থা নাকি পুতিনকে বিশ্বাস করেন? জবাবে ট্রাম্প বলেন, প্রেসিডেন্ট পুতিন তাকে বলেছেন, এটা রাশিয়া নয়। আর রাশিয়ার নির্বাচনে হস্তক্ষেপ করার কোনো কারণও আমি দেখিনা। তিনি বলেন, আমি খুব সহজেই প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী হিলারিকে হারিয়েছি। তিনি পুতিনের সঙ্গে বৈঠককে শুভ সূচনা বলে উল্লেখ করেন। দুই দেশের সম্পর্কে অবনতির জন্য রাশিয়া দায়ী কিনা এমন প্রশ্নের জবাবে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেন, উভয় দেশই দায়ী। আর যুক্তরাষ্ট্র এতদিন বোকামি করেছে। তবে সবাইকে ধন্যবাদ যে এখন থেকে আর এরকম হবে না। সেখানে দুই দেশের শীর্ষ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। যেমন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে ছিলেন রাশিয়ায় নিযুক্ত দূত জন হার্টসম্যান, পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাইক পম্পেও, হোয়াইট হাউসের চিফ অব স্টাফ জন কেলি এবং ট্রাম্পের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জন বোল্টন। রাশিয়ার পক্ষে ছিলেন পুতিনের প্রেস সচিব দিমিত্রি পেসকভ, পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা ইউরি উশাকভ, পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই ল্যাভরভ এবং ওয়াশিংটনে নিযুক্ত দূত আনাতোলি আভোনভ।

যুক্তরাষ্ট্র-রাশিয়ার মধ্যে উত্তেজনার ইতিবাস: এজন্ডা ফিরে যেতে হবে তথাকথিত স্নায়ুযুদ্ধের (১৯৪৫-১৯৮৯) সময়কালে। যুক্তরাষ্ট্র এবং তখনকার সোভিয়েত ইউনিয়ন কখনো যুদ্ধে জড়ায়নি, তবে ইউনিয়ন ভেঙ্গে যাবার পরেও তাদের মধ্যে পার্থক্য রয়ে গেছে। বর্তমানে রাশিয়ান প্রেসিডেন্ট ডাডিমির পুতিন আবার রাশিয়াকে সেই ক্ষমতায় নিয়ে যেতে চান। কখনো কখনো যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে মুখোমুখি অবস্থানও নিচ্ছে দেশটি। ২০১৪ সালে ইউক্রেন থেকে ক্রিমিয়াকে রাশিয়ার সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত করার পর সম্পর্কের আরো অবনতি ঘটে। তখন যুক্তরাষ্ট্র এবং আরো কয়েকটি দেশ রাশিয়ার ওপর অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে।

দুই নেতার বৈঠক কেন এতো গুরুত্বপূর্ণ: সিরিয়া, ইউক্রেন, ক্রিমিয়াসহ বিশ্বের অনেক জটিল বিষয়ে

পরস্পর বিরোধী অবস্থান নিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র আর রাশিয়া-যার প্রভাব পড়েছে সারা বিশ্বেই। রাশিয়ার ওপর পশ্চিমা দেশগুলোর অবরোধ সারা বিশ্বের জন্যই ক্ষতিকর। তবে ইউরোপীয় ইউনিয়ন বিশেষভাবে এই বৈঠকের ওপর নজর রাখে। রাশিয়ার হুমকির কারণে তারা কিছুটা অশান্তির মধ্যে রয়েছে, আবার অনেক দেশ তাদের জ্বালানির জন্য রাশিয়ার ওপরও নির্ভরশীল। মধ্য আর পশ্চিম ইউরোপে রাশিয়ার গ্যাস সরবরাহের যে বিতর্কিত নর্ড স্ট্রিম-২ নামের প্রকল্প নিয়েছে জার্মানি, তাকে সবুজ সংকেত দিয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। ওই রুটে ইউক্রেন, পোল্যান্ড বা বাল্টিক দেশগুলো থাকবে না। ফলে এসব দেশের কাছে এই বৈঠক গুরুত্বপূর্ণ।

বাণিজ্য যুদ্ধ: অতিরিক্ত শুদ্ধ আরোপ করার পরিপ্রেক্ষিতে ট্রাম্পের সঙ্গে চীনসহ ইউরোপিয়ান ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলোর একধরনের 'বাণিজ্য যুদ্ধ' শুরু হয়েছে। এমনকি কানাডা ও মেক্সিকোর সঙ্গেও একধরনের বিবাদে জড়িয়ে গেছেন তিনি। সর্বশেষ জি-৭ শীর্ষ সম্মেলনে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে শিল্পোত্তর অন্য দেশগুলোর বিরোধ আমরা লক্ষ্য করেছি। এক্ষেত্রে রাশিয়ার সহযোগিতা তার প্রয়োজন। রাশিয়া বড় অর্থনীতির দেশ নয়; কিন্তু তারপরও রাশিয়া একটি 'শক্তি'। রাশিয়ার সঙ্গে যে-কোনো 'সমঝোতা' ট্রাম্পকে তার একাকিত্ব অবস্থা থেকে কিছুটা হলেও বের হয়ে আসতে সাহায্য করবে।

সিরীয় সংকট: পাঠক এ বিষয়টি আপনাদের কাছে স্পষ্ট যে, রাশিয়ার বিমান হামলার পরপরই সিরিয়ার পরিস্থিতি দ্রুত বদলে যায়। আইএসের সেখানে পতন ঘটে। যুক্তরাষ্ট্রের বিমান হামলার পরও সেখানে আইএসের অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু সিরিয়ায় রুশ বিমান হামলার পর আইএস তাদের তথাকথিত 'জিহাদি রাষ্ট্র' এর রাজধানী রাকা থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। কিন্তু তাই বলা সিরিয়া সংকটের সমাধান হয়েছে, এটা বলা যাবে না। আসাদবিরোধী কিছু কিছু ইসলামিক জঙ্গি সেখানে এখনও তৎপর। কিন্তু সেখানে রাজনৈতিক সমাধানের কোনো সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। সিরিয়ায় রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও সেখানে একটি 'রাজনৈতিক অর্ডার' প্রতিষ্ঠার জন্য যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার মধ্যে সমঝোতা প্রয়োজন। না হলে সিরিয়ায় সংকট থেকে যাবে। রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সমঝোতা প্রতিষ্ঠিত হলে এক পর্যায়ে ইরানও নিউট্রাল হয়ে যাবে। সিরিয়ায় রাজনৈতিক সংকট সমাধানের যে-কোনো উদ্যোগে ইরানকে সম্পৃক্ত করাও প্রয়োজন। এক্ষেত্রে রাশিয়াকে আত্মায় নেওয়া ছাড়া কোনো বিকল্প নেই।

চলবে...

নতুন সংকরণ এখন বাজারে

ওরাকল সমাজসেবা অধিদপ্তর নিয়োগ সহায়িকা

☞ সর্বাধিক প্রশ্ন সংবলিত

☞ সহজ ও সাবলীল ভাষায় ব্যাখ্যা ও সমাধান লিখিত

☞ বিষয়ভিত্তিক পর্যালোচনা

☞ বাজারে প্রচলিত অন্যান্য বই থেকে স্বতন্ত্র



যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তার শাসন আমলে একাধিকবার আমদানি শুল্ক আরোপ করেছেন, যা সাধারণত 'ট্রাম্প ট্যারিফ' হিসেবেই পরিচিত। সর্বশেষ জানুয়ারি ২০১৮ মাসে সোলার প্যানেল ও ওয়াশিং মেশিন আমদানিতে এবং মার্চ মাসে ইম্পাত ও অ্যালুমিনিয়াম আমদানিতে কর আরোপ করে অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি করেছেন।

১ জুন ২০১৮ তারিখ হতে ট্রাম্প প্রশাসন ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, কানাডা ও মেক্সিকো হতে ইম্পাত আমদানিতে ২৫% ও অ্যালুমিনিয়াম আমদানিতে ১০% শুল্ক আরোপ করেন। যুক্তরাষ্ট্রের মিত্র দেশগুলো এতে স্বাভাবতই নাখোশ এবং পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র হতে আমদানিযোগ্য পণ্যের ওপর প্রতিশোধমূলক শুল্ক আরোপ করেছে। ফলাফল, বাণিজ্য যুদ্ধের হুমকি বৃদ্ধি। এই শুল্ক আরোপ অর্থনীতিবিদরা সমালোচনার দৃষ্টিতেই দেখছেন। রয়টার্স কর্তৃক পরিচালিত এক জরিপে যুক্তরাষ্ট্রের ১০৪ জন অর্থনীতিবিদের ৮০%ই মনে করেন যে, এই শুল্ক আরোপের ফলে অন্য কোনো দেশের সামান্য ক্ষতি হলেও হতে পারে বা না পারে, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র নিশ্চিত ক্ষতির সম্মুখীন হবে।

শুল্ক আরোপের পটভূমি : ২০১৬ সালের যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রচারণাকালে ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সকল বাণিজ্য বিষয়ক চুক্তিসমূহ পুনর্বিবেচনার আশ্বাস দেন। চীনা দ্রব্যাদির কারণে সরলাব হয়ে যাওয়ায় প্রেক্ষিতে সে দেশের ব্যবসায়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বিধায়, চীনা পণ্য আমদানির উপর কঠিন শুল্ক আরোপ করবেন বলে ট্রাম্প প্রতিশ্রুতি দেন। জানুয়ারি ২০১৬ সালে চীন হতে সকল আমদানি পণ্যের উপর ৪৫% শুল্ক আরোপের কথা উল্লেখ করেন ট্রাম্প। এমনকি, North American Free Trade Agreement-এর সমালোচনা করে এটাকে "The worst trade deal the U.S. has ever signed." বলে মন্তব্য করেন।

২১ নভেম্বর ২০১৬ তারিখে ট্রাম্প এক ভিডিও বার্তায় "Putting America first" নামে এক অর্থনৈতিক কৌশল তুলে ধরেন। ২৩ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ গ্রহণের তিনদিন পরই Trans-Pacific Partnership হতে যুক্তরাষ্ট্রকে প্রত্যাহারের ঘোষণা দেন ট্রাম্প। কারণ, তাঁর মতে, এই চুক্তি যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি ও স্বাধীনতাকে খর্ব করে।

ট্রাম্প কানাডা ও মেক্সিকোর সাথে স্বাক্ষরিত North American Free Trade Agreement বাতিল করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এই চুক্তির শর্তসমূহ পুনর্বিবেচনার জন্য আলোচনা চলমান। পুনর্বিবেচনায় এ আলোচনায় কোনো বিষয় তাঁর মনঃপূত না হলে ট্রাম্প আলোচনা হতে যুক্তরাষ্ট্রকে প্রত্যাহারের হুমকি দিয়ে যাচ্ছেন। তিনি বিশেষভাবে ফোর্ড মটর কোম্পানি, ক্যারিয়ার কর্পোরেশন ও মোদেলেজ ইন্টারন্যাশনালের মেক্সিকোতে কার্যক্রম স্থানান্তরের কড়া সমালোচনা করেন। আগস্ট ২০১৫-এ অরিও কুকিজ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান মেদেলেজ ইন্টারন্যাশনালের মেক্সিকোতে উৎপাদন ব্যবস্থা স্থানান্তরের প্রতিবাদে ওরিও বয়কটের ঘোষণা দিয়েছিলেন ট্রাম্প।

বাণিজ্য চুক্তির ন্যায় যুক্তরাষ্ট্রের ভোটারদের সাথে প্রতিজ্ঞার অংশ হিসেবে যে সমস্ত কোম্পানি চাকুরি হতে কর্মী ছাটাই ও যুক্তরাষ্ট্র হতে অন্য দেশে ব্যবসা স্থানান্তর করবে তাদের পণ্যের ওপর "End the Offshoring Act" জারি করে শুল্ক আরোপের ব্যাপারে ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

ইম্পাত ও অ্যালুমিনিয়ামের ওপর আমদানি শুল্ক আরোপ : ১ মার্চ ২০১৮ তারিখে ট্রাম্প ইম্পাত আমদানিতে ২৫% ও অ্যালুমিনিয়াম আমদানিতে ১০% শুল্ক আরোপ করার ইচ্ছা প্রকাশ করে এক টুইট বার্তায় বলেন, "Trade wars are good, and easy to win." ৮ মার্চ তারিখে তিনি বর্ধিত এ শুল্ক আরোপের আদেশে সই করেন, যা স্বাক্ষরের ১৫ দিন পর, অর্থাৎ ২৩ মার্চ হতে কার্যকর হয়েছে। ২২ মার্চ ২০১৮ তারিখে হোয়াইট হাউজের এক ঘোষণায় কানাডা, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনাকে ১ মে ২০১৮ পর্যন্ত বর্ধিত শুল্ক হতে অব্যাহতি দেওয়া হয়। অন্য সকল দেশের

সাথে ২৩ মার্চ ২০১৮ তারিখ হতে এই বর্ধিত শুল্ক আরোপিত হয়। ৩১ মার্চ ২০১৮ তারিখ হতে ট্রাম্প কানাডা, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ও মেক্সিকো থেকে ইম্পাত ও অ্যালুমিনিয়াম আমদানিতে বর্ধিত শুল্ক আরোপ করেন।

সোলার প্যানেল আমদানিতে শুল্ক আরোপ : ২৩ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখে যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে উৎপাদিত সোলার প্যানেলের আমদানির ওপর ৩০% শুল্ক আরোপের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়। এ ৩০% শুল্ক নিম্নের ছক অনুযায়ী চার বছরে ক্রমান্বয়ে ১৫%-এ নামিয়ে আনা হবে। তবে, কোনো দেশ হতে প্রথম ২.৫ গিগাওয়াটের সোলার সেল আমদানিকে শুল্কমুক্ত ঘোষণা করা হয়েছে।

Tariffs on Solar Panel

Components	Year 1	Year 2	Year 3	Year 4
Safeguard Tariff on Module and Cells	30%	25%	20%	15%
Cells exempted from Tariff	2.5 gigawatts	2.5 gigawatts	2.5 gigawatts	2.5 gigawatts

পরিবেশবিদ ও প্রাণী অধিকারের প্রবক্তাগণ সোলার সেলের ওপর শুল্ক আরোপের ফলে টেকসই বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যাহত হওয়ায় পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে বিপুলপ্রায় প্রজাতিসমূহ ক্ষতির সম্মুখীন হবে -মর্মে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। **ওয়াশিং মেশিন আমদানির ওপর শুল্ক আরোপ :** ২৩ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখে সোলার প্যানেলের সাথে সাথে ইউএস ট্রেড রিপ্রেজেন্টেটিভ অফিস ওয়াশিং মেশিন আমদানির ওপর শুল্ক আরোপ করে। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক ওয়াশিং মেশিন উৎপাদক 'Whirlpool'-এর আবেদনের প্রেক্ষিতে এ শুল্ক বসানো হয়। নিম্নের ছক অনুযায়ী এ শুল্ক আরোপ করা হয় :

Tariffs on Washing Machines

Components	Year 1	Year 2	Year 3
First 1.2 million units of imported finished washers	20%	18%	16%
All subsequent imports of finished washers	50%	45%	40%
Tariff on covered parts	50%	45%	40%
Covered parts excluded from tariff	50,000 units	70,000 units	90,000 units

চীনা দ্রব্যাদি আমদানির ওপর শুল্ক আরোপ : ২২ মার্চ ২০১৮ তারিখে যুক্তরাষ্ট্রের Trade Act 1974-এর Section 301-এর আওতায় US Trade Representative (USTR)-কে চীনা দ্রব্যাদির ওপর ৫০ বিলিয়ন ডলার শুল্ক আরোপের নির্দেশ দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। চীনা দ্রব্যাদির আমদানির ওপর এই শুল্ক আরোপের ফলে যুক্তরাষ্ট্র আরো শক্তিশালী ও আরো ধনী রাষ্ট্রে পরিণত হবে। প্রকৃতপক্ষে, এই শুল্ক আরোপ বিশ্বে বাণিজ্য যুদ্ধের সম্ভাবনা আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। ট্রাম্পের এই ঘোষণার সাথে সাথে সম্ভাব্য বাণিজ্য যুদ্ধের আশঙ্কায় Dow Jones-এর সূচক দ্রুত কমতে শুরু করে এবং ৭২৪ পয়েন্ট অর্থাৎ ২.৯% পতন হয়। Caterpillar Inc. ও Boeing-এর মতো বড় বড় প্রতিষ্ঠান, যারা চীনের সাথে ব্যবসা করে, তারা তাদের স্টকের দরপতনে বড় ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন হয়।

চীনা পণ্যের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের আরোপিত শুল্কের পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে চীনের বাণিজ্য মন্ত্রণালয় যুক্তরাষ্ট্রের ফল, মদসহ ১২০টি দ্রব্যের ওপর ১৫% ও শূকরের মাংসসহ ৮টি দ্রব্যের ওপর ২৫% শুল্ক আরোপ করা হয়। ২ এপ্রিল ২০১৮ এই সিদ্ধান্ত চীন কার্যকর করে।

চীন কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থার পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে ৩ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে U.S. Trade Representative ১৩০০'র অধিক চীনা পণ্যের ওপর শুল্ক আরোপ করে একটি প্রাথমিক তালিকা প্রকাশ করে। এর প্রতিক্রিয়ায় চীন ৪ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে অটোমোবাইল, উডোজাহাজ ও সয়াবিনসহ আমেরিকার ১০৬টি পণ্যের ওপর ২৫% শুল্ক আরোপ করে। উল্লেখ্য যুক্তরাষ্ট্রের সয়াবিন চীনে সবচেয়ে বেশি রপ্তানি হয়ে থাকে। শুল্ক আরোপ সংক্রান্ত ব্যবস্থা ও পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণ দুই দেশের বাণিজ্য যুদ্ধকে ত্বরান্বিত করতে থাকে।

৫ এপ্রিল ২০১৮-এ ট্রাম্প U.S. Trade Representative-কে চীনা পণ্যের ওপর অতিরিক্ত ১০০ বিলিয়ন ডলার শুল্ক আরোপের নির্দেশ দেন। ৯ মে ২০১৮ তারিখে যুক্তরাষ্ট্র থেকে সয়াবিন আমদানির সমস্ত অর্ডার বাতিল করে দেয় চীন।

শুল্ক আরোপের আইনগত ভিত্তি ও তার চ্যালেঞ্জসমূহ : ট্রাম্পের শুল্ক আরোপের ভিত্তি হলো Section 232 of the Trade Expansion Act of 1962, যার অধীনে কোনো নির্দিষ্ট অবস্থার প্রেক্ষিতে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যমন্ত্রী সুপারিশের ভিত্তিতে শুল্ক আরোপের জন্য প্রেসিডেন্ট ক্ষমতাপ্রাপ্ত। ১৯৯৫ সালে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা প্রতিষ্ঠার পর হতে এই

ধারায় কখনও প্রয়োগ করা হয় নাই। যুক্তরাষ্ট্রের এই শুষ্ক আরোপের বিরুদ্ধে ৯ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে চীন এবং ১ জুন ২০১৮ তারিখে ইউরোপীয় ইউনিয়ন বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় আপত্তি দাখিল করেছে। ইতোমধ্যে, চীন সেদেশে যুক্তরাষ্ট্রের রপ্তানির ওপর প্রতিশোধমূলক শুষ্ক আরোপ করেছে। কানাডা ১ জুলাই হতে প্রতিশোধমূলক শুষ্ক আরোপ করেছে এবং এইউই ও মেক্সিকো একই ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। অনেক বড় বাড় কোম্পানি যুক্তরাষ্ট্র থেকে তাদের ব্যবসা আশপাশের দেশে স্থানান্তর করতে শুরু করেছে। শুষ্ক ব্যবস্থায় যদি পরিবর্তন না আসে, তবে এই স্থানান্তরের পরিমাণ দিন দিন বাড়বে বলেই অনুমিত। বিশ্বের এক নম্বর এবং দুই নম্বর অর্থনীতির মধ্যে এই বাণিজ্য যুদ্ধের পরিণতি নিয়ে বিশ্ব জুড়ে উদ্বেগ গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে।

৫টি প্রধান কারণে এই শুষ্ক আরোপ যুক্তরাষ্ট্রের জন্যই ক্ষতিকর হতে পারে বলে বিশ্লেষকারী মনে করেন :

১. আমেরিকায় ইম্পাত ও অ্যালুমিনিয়াম শিল্পে চাকরির সুযোগ নাও বাড়তে পারে;
২. বাড়তি শুষ্কের ফলে আমেরিকায় জিনিসপত্রের দাম বাড়বে;
৩. বাড়তি শুষ্ক আমেরিকার মিত্ররা ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং তারা পাল্টা জবাব দিবে;
৪. চীন পাল্টা জবাব দিবে, এবং
৫. অভ্যন্তরীণ রাজনীতির ওপর এর প্রভাব পড়বে।

চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে পুরোদমে বাণিজ্য যুদ্ধ শুরু হলে তা পৃথিবীর অর্থনীতির ওপর তীব্র প্রভাব ফেলবে—বলে মন্তব্য করেছেন ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন (ডব্লিউটিও) বা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংস্থা। চীনা দ্রব্যাদির ওপর যুক্তরাষ্ট্রের শুষ্ক আরোপের প্রতিক্রিয়া বেইজিং বলেছে, তারা বাণিজ্য যুদ্ধকে ভয় পায় না, কিন্তু আলোচনার পথ খোলা থাকা উচিত। যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যে চলমান দ্বন্দ্বের কারণে ডব্লিউটিও তাদের ২৩ বছরের ইতিহাসে সবচেয়ে কঠিন মুহূর্তগুলোর একটি পার করছে। যুক্তরাষ্ট্র ডব্লিউটিও ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার হুমকি দিলেও তারা সত্যিই এমনটা করার জন্য কোনো পদক্ষেপ নেননি। এখনও আলোচনা ও দরকষাকষি চলছে।

শুষ্ক আরোপের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক বিশ্লেষণ : শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সমীক্ষায় দেখা যায়, ইম্পাত ও অ্যালুমিনিয়ামের আমদানিতে শুষ্ক আরোপের ফলে যুক্তরাষ্ট্রের জীবনমানের কোনো উন্নতি ঘটবে না; বরং সাধারণ মানুষের জীবনে এর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে এবং প্রায় ১,৪৬,০০০ হাজার মানুষ তাদের চাকুরি হারাবে। এই শুষ্ক আরোপে লাভবান হবে একমাত্র ইম্পাত ও অ্যালুমিনিয়াম উৎপাদনকারী ইন্ডাস্ট্রিগুলো।

শুষ্ক আরোপের প্রতিক্রিয়া : শুষ্ক আরোপের প্রাথমিক ঘোষণাতেই চীন, কানাডা ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিল। যুক্তরাষ্ট্রের মোট ইম্পাত আমদানির ১৬% কানাডা, ১০% ব্রাজিল, ১০% দক্ষিণ কোরিয়া, ৯% মেক্সিকো রপ্তানি করে থাকে। আর চীন রপ্তানি করে থাকে মাত্র ২%। এ শুষ্ক আরোপের প্রতিক্রিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের সরবিকি আমদানিকারক দেশ চীন সার্ববিশ্ব সংগঠন অ্যান্ড আমদানির ওপর শুষ্ক আরোপ করেছে। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রের বৃহৎ শ্রমিক সংগঠন AFL-CIO শুষ্ক আরোপকে স্বাগত জানিয়েছে। একইভাবে ওহাইও'র ডেমোক্র্যাট সিনেটর শ্যারড ব্রাউন ও এ উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন। তাঁর মতে, এ উদ্যোগের ফলে ওহাইও'র ইম্পাত ইন্ডাস্ট্রি অভূতপূর্ব উন্নতি সাধন করবে। আবার অনেক রিপাবলিকান কংগ্রেসম্যান শুষ্ক আরোপকে খুবই ক্ষতিকারক হিসেবে মন্তব্য করেছেন। হাউজ স্পিকার পল রাইয়ান ও সিনেট মেজরিটি নেতা মিচ ম্যাককোনেল যুক্তরাষ্ট্রকে অনিচ্ছাকৃত প্রতিফল ভোগ করা ও সমান্তরাল ক্ষতির (Collateral damage) হাত থেকে বাঁচার জন্য ট্রাম্পকে তাঁর সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার আহ্বান জানিয়েছেন। মার্চ ২০১৮ মাসে কুইনিপিয়াক বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সমীক্ষায় দেখা যায় যে, মাত্র ২৯% আমেরিকান ট্রাম্পের শুষ্ক আরোপের সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেছেন; অর্থাৎ বিপুলসংখ্যক জনগণ এই উদ্যোগকে সমর্থন করেনি।

জি-৭ সম্মেলনের ব্যর্থতা এবং কানাডা ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিক্রিয়া : কানাডার কুইবেক প্রদেশের লা মালবেই শহরে ৮-৯ জুন ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত ৪৪তম জি-৭ সম্মেলনের ঘোষণাপত্রে অন্য ছয় দেশের সাথে একমতো পৌছাতে না পেরে হঠাৎ করেই প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ঘোষণায় স্বাক্ষর করা বর্জন করে যুক্তরাষ্ট্রকে প্রত্যাহার করে নেন এবং দ্রুত সম্মেলনস্থল ত্যাগ করে তিনি উত্তর কোরিয়ার নেতার সাথে বৈঠকের উদ্দেশ্যে সিঙ্গাপুরের পথে রওনা দেন। ট্রাম্পের জি-৭ ঘোষণা হতে এহেন প্রত্যাহারে জার্মান চ্যান্সেলর অঙ্গেলা মার্কেল দুঃখ প্রকাশ করে উল্লেখ করেন, যুক্তরাষ্ট্রের ইম্পাত ও অ্যালুমিনিয়ামের উপর আরোপিত শুষ্কের পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণ করবে ইউরোপীয় ইউনিয়ন। এঙ্গেলা মার্কেলের উপর্যুক্ত ঘোষণা অনুযায়ী ইউরোপীয়

ইউনিয়ন (ইইউ) মার্কিন পণ্যের ওপর শুষ্ক আরোপের সিদ্ধান্ত নিয়ে ২২ জুন ২০১৮, শুক্রবার থেকে কার্যকর করেছে। আমেরিকান পণ্যে শুষ্ক আরোপের তালিকা দিয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন, যেখানে প্রায় ২.৮ বিলিয়ন ইউরো সমমূল্যের শুষ্ক আরোপ করা হবে। এ তালিকায় কৃষি পণ্য থেকে মদ, মোটরবাইক, স্টিল পণ্য রয়েছে। কৃষিপণ্যের মধ্যে রয়েছে চাল ও অরুণ্ড জুস। চীন, কানাডা ও মেক্সিকোর মতো আরও কয়েকটি দেশ পাল্টা পদক্ষেপ হিসেবে মার্কিন পণ্যের ওপর শুষ্ক আরোপের ঘোষণা দিয়েছে। অনেকেই বলছেন, ট্রাম্প কার্যত বাণিজ্য যুদ্ধ শুরু করেছেন। ট্রাম্পের এ ধরনের সিদ্ধান্তের ফলে পশ্চিমা জোটের ভাঙন কতটা স্থায়ী, তা নির্ণয়ের সময় এখনো আসেনি। তবে এর ফলে যুক্তরাষ্ট্র যে একা হয়ে পড়ছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল মার্খো বলেই দিয়েছেন, “যুক্তরাষ্ট্র যদি না চায়, তাহলে জি-৭-এর পরিবর্তে জি-৬ গঠিত হবে। আমাদের নিজস্ব ইতিহাস, মূল্যবোধ রয়েছে, আমরাই তা রক্ষা করব।” ট্রাম্পও জানিয়ে দিয়েছেন, তেমন কিছু ঘটলে তাঁর তেমন কোনো আশঙ্কা থাকবে না।

বিশ্বব্যাপী বাণিজ্য যুদ্ধের প্রভাব : যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের পাল্টাপাল্টা শুষ্ক আরোপ শুধু যে সেই দুই দেশকেই ক্ষতিগ্রস্ত করবে তা নয়, বরং তা সারা বিশ্বের সরবরাহ চেইন ব্যবস্থাকে অস্থিতিশীল করে তুলবে ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির হার বাড়িয়ে দেবে; যার পরিণাম হবে কোম্পানিগুলো তাদের কারখানাসমূহ স্থানান্তরে বাধ্য হবে। আর বিনিয়োগ বাধাগ্রস্ত হওয়ার অর্থ বেকারত্ব বৃদ্ধি ও অধিক কর আরোপ। আর এ ধরনের ঘটনা ঘটলে যুক্তরাষ্ট্র ও চীন—দুই দেশই ক্ষতিগ্রস্ত হবে; কারণ, অনেক বহুজাতিক কোম্পানির, যেমন—অ্যাপেল, এই দুই দেশেই বিনিয়োগ রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের পণ্যসামগ্রী সারা বিশ্বে রপ্তানি হয়। আর সেসব দ্রব্যের কাঁচামালের এক বড় উৎস চীন। সুতরাং, দ্রব্যের উৎপাদন খরচ বেড়ে যাবে, যা সারা বিশ্বে আমেরিকান পণ্যের ব্যবহারকারীদের ক্ষতিগ্রস্ত করবে। একইভাবে চীনের যে সমস্ত উৎপাদন যুক্তরাষ্ট্রের কাঁচামালের উপর নির্ভরশীল, সেসব ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটবে। তবে, যুক্তরাষ্ট্র এক্ষেত্রে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কারণ, যুক্তরাষ্ট্রের কোম্পানিগুলো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বেশি চীনা কাঁচামালের উপর নির্ভরশীল। অন্যদিকে, চীন যুক্তরাষ্ট্রের কাঁচামালের উপর কম মাত্রায় নির্ভরশীল। যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের পাল্টাপাল্টা শুষ্ক আরোপের ফলে আগামী ৩ বছরে ইউএস জিডিপি ১-১.৫% কমে যেতে পারে এবং চীনের জিডিপি ১.৫-২% কমে যেতে পারে বলে অনেক অর্থনীতিবিদ মনে করেন। প্রেসিডেন্ট শি'র ‘Made in China 2025’ কর্মসূচির প্রধান লক্ষ্য উচ্চ প্রযুক্তিসম্পন্ন ফ্যাব্রিশিপ ইন্ডাস্ট্রিগুলোই যুক্তরাষ্ট্রের টার্গেট বলে মনে হয়। এ সমস্ত ইন্ডাস্ট্রিতে আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স ও অটোমেশনের অধিকতর ব্যবহারের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী চীনা দ্রব্যাদি আরো সহজলভ্য ও গুণগতমান বৃদ্ধি করার প্রয়াস চালাচ্ছে চীন। চীনের বিরুদ্ধে আমেরিকানদের বড় অভিযোগ প্রযুক্তি চুরি। একইভাবে চীনের অভিযোগ যে, তাদের প্রযুক্তিতে প্রবেশ যুক্তরাষ্ট্র বন্ধ করে দিয়েছে। ইম্পাতের উপর শুষ্ক আরোপের পরপর দুই দেশের কর্মকর্তারা কী করে বাজার আরো উন্মুক্ত করা যায়, সে বিষয়ে আলোচনায় মিলিত হয়েছিল। চীনের বাজার উন্মুক্ত হলে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য ঘাটতি কমে আসবে বলে মনে করা হয়। কিন্তু চীন তার বাজার উন্মুক্ত করতে আপাতত এতটা আগ্রহী নয়। অর্থাৎ মুক্ত বাণিজ্যের পথ পরিহার করে উভয় দেশ যখন বাণিজ্য যুদ্ধ অবতীর্ণ হচ্ছে, তখন সমাধান কঠিন বলেই মনে হয়।

পরিশেষে বলা যায় : বিশ্বের বৃহত্তম ও সবচেয়ে প্রাণবন্ত মহাদেশ হিসেবে এশিয়ার প্রতি আরো বেশি মনোযোগ দিতে বারাক ওবামা ‘এশিয়া ভারকেন্দ্র’ ধারণা একশীত করে তুলেছিলেন। এটাও এখন হুমকির মুখে পড়ছে। ট্রাম্পের জয়ে এশিয়ায় আমেরিকার মিত্ররা বেশ অবশিষ্টে পড়ছে। বারাক ওবামা চেয়েছিলেন চীনের মাধ্যমে উত্তর কোরিয়াকে সংযত করতে। ট্রাম্প কিন্তু এসব কিছু বোঝেন না। নির্বাচনী প্রচারণাকালের সময় তিনি আমেরিকার নিরাপত্তার আশ্বাসে বসে না থেকে জাপান আর দক্ষিণ কোরিয়াকে নিজ নিজ প্রতিরক্ষা খাত জোরদার করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। তিনি এমনকি দক্ষিণ কোরিয়াকে পরমাণু অস্ত্র তৈরির পরামর্শ দিয়েছেন। তাঁর এসব কথার সুত্র ধরে বলা যায়, তিনি এশিয়ার সাথে তেমনভাবে সম্পৃক্ত থাকবেন না। ট্রাম্পের বিজয় আসলে আমেরিকার দুর্বলতাই ফুটিয়ে তুলেছে। কয়েক দশকের বাণিজ্য সম্পর্কের পর বিশ্বের প্রধান দুই অর্থনীতির দেশ অনিশ্চিত এক বাণিজ্য যুদ্ধের দিকে এগিয়ে চলেছে। সেখানে অর্থপূর্ণ আলোচনার কোনো সম্ভাবনাও দেখা যাচ্ছে না। আর কোনো পক্ষই যেন নিজেদের মধ্যকার এই দেয়াল ভাঙতে প্রস্তুত নয়।

প্রিলি. পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতি



জীবনী ও সাহিত্যকর্ম

টিপু সুলতান

সৈয়দ মুজতবা আলী

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম রম্যরচয়িতা ও জীবনবোধের নানামুখি অভিজ্ঞতায় পরিপূর্ণ একজন সাহিত্যিক ছিলেন সৈয়দ মুজতবা আলী। পিতা তৎকালীন শ্রীহট্ট জেলার করিমগঞ্জের বিশিষ্ট সাব-রেজিস্ট্রার সৈয়দ সিকান্দার আলী ও মাতা সৈয়দ আয়তুল মান্নান খাতুনের চার সন্তানের মধ্যে তিনি ছিলেন তৃতীয়। বহুভাষাবিদ এই পণ্ডিত বাংলা সাহিত্যে বিবিধ ভাষার শ্রোক ও রূপক ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যকে এক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য দান করেছেন।

- সৈয়দ মুজতবা আলী জন্মগ্রহণ করেন - সিলেটের করিমগঞ্জে, ১৩ সেপ্টেম্বর, ১৯০৪ সালে (পৈত্রিক নিবাস হবিগঞ্জের উত্তরসূর গ্রাম)।
- বিশিষ্ট এই সাহিত্যিকের শিক্ষাজীবন - ১৯২৬ সালে শান্তিনিকেতন হতে বিএ ডিগ্রি অর্জনের পর জার্মানির বর্ন বিশ্ববিদ্যালয় হতে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বে ১৯৩২ সালে পিএইচডি ডিগ্রি এবং মিশরের আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয় হতে মুসলিম ধর্মশাস্ত্রে উচ্চতর ডিগ্রি লাভ করেন।
- সৈয়দ মুজতবা আলী কর্মজীবন শুরু করেন - কাবুলের কৃষিবিজ্ঞান কলেজের ফরাসি ও ইংরেজি ভাষার প্রভাষক হিসেবে (১৯২৭-২৯ সাল পর্যন্ত)।
- সৈয়দ মুজতবা আলী যে সব ছদ্মনামে লিখতেন - সত্যপীর, ওমর খৈয়াম, টেকচাঁদ, প্রিয়দর্শী প্রভৃতি।
- তিনি যে শ্রেণির সৃষ্টিকর্মের জন্য বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন - ভ্রমণ কাহিনী রচনার জন্য।
- কাজী নজরুল ইসলামের পর বাংলা সাহিত্যে সবচেয়ে বেশি আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহার করেন - সৈয়দ মুজতবা আলী।
- বাংলা সাহিত্যে বিশিষ্ট 'রমা' লেখক হিসেবে সুপরিচিত - সৈয়দ মুজতবা আলী।
- সৈয়দ মুজতবা আলী বাংলা ছাড়াও অন্য যে সব ভাষাতে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন - সংস্কৃত, ইংরেজি, আরবি, ফার্সি, হিন্দি, গুজরাতি, ফরাসি, জার্মান, উর্দু, ইতালিয়ান প্রভৃতি।
- তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে বিভাগের প্রভাষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন - ইসলামের ইতিহাস বিভাগের।
- সৈয়দ মুজতবা আলী বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের যে দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন - ইসলামের ইতিহাস বিভাগের রিডার হিসেবে কর্মরত ছিলেন।
- যেসব পত্রিকায় তিনি নিয়মিত লেখালেখি করতেন - মোহাম্মদী, চতুরঙ্গ, মাতৃভূমি, কালান্তর, আল-ইসলাম, আনন্দবাহার, দেশ, শনিবারের চিঠি, বসুমতী প্রভৃতি।
- সৈয়দ মুজতবা আলীর যে গ্রন্থটি রচনার মধ্যদিয়ে বাংলা সাহিত্যে তাঁর আত্মপ্রকাশ ঘটে - দেশে বিদেশে (১৯৪৯) গ্রন্থটির মধ্যদিয়ে।

- 'দেশে বিদেশে' তাঁর যে শ্রেণির রচনা - ভ্রমণ কাহিনী (যা বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ভ্রমণ কাহিনী হিসেবে গণ্য)।
- সৈয়দ মুজতবা আলী তাঁর 'দেশে বিদেশে' ভ্রমণ কাহিনীতে তুলে ধরেছেন- আফগানিস্তানের কাবুল শহরের বর্ণনা।
- আব্দুর রহমান, অধ্যাপক বেনওয়া, আহমদ আলী, খুদাবখশ, বগদানফ, মুইন-উস-সুলতান প্রভৃতি - দেশে বিদেশে গ্রন্থের চরিত্র।
- "বহাদিন ধরে সাবান ছিল না বলে আবদুর রহমানের পাগড়ি ময়লা। কিন্তু আমার মনে হয় চতুর্দিকের বরফের চেয়ে শুভ্রতর আবদুর রহমানের পাগড়ি আর শুভ্রতর আবদুর রহমানের হৃদয়" উক্তিটি - সৈয়দ মুজতবা আলীর দেশে বিদেশে ভ্রমণ কাহিনীর।
- একজন তুর্কি বংশোদ্ভূত আফগান বড়লোকের একমাত্র সুন্দরী মেয়ে শবনম বিপরীতে এক বাঙালি যুবকের অসম প্রেমের কাহিনী" সৈয়দ মুজতবা আলীর যে উপন্যাসের বিষয়বস্তু - শবনম উপন্যাসের।
- তাঁর 'শবনম' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় - ১৯৬০ সালে (আনন্দ বাজার পত্রিকায়)।
- সৈয়দ মুজতবা আলী রচিত প্রথম উপন্যাস - অবিস্থাস (১৯৫৪ সালে প্রকাশিত হয়)।
- তাঁর রচিত ছোট গল্পের মধ্যে রয়েছে - রসগোল্লা, তীর্থহীন, পাদটীকা প্রভৃতি।
- তাঁর অন্যান্য উপন্যাসের মধ্যে রয়েছে - শহর ইয়ার (১৯৫৯) ও তুলনাহীনা।
- কাবুল শহরের কাহিনী নিয়ে রচিত 'দেশে বিদেশে' ভ্রমণ কাহিনীটি প্রকাশিত হয় - ১৯৪৮ সালে দেশ পত্রিকায়।
- সৈয়দ মুজতবা আলী রচিত অন্যান্য রম্য রচনা গুলোর মধ্যে রয়েছে - পঞ্চতন্ত্র (১৯৫২), ময়ূরকণ্ঠী (১৯৫২), ভবঘুরে ও অন্যান্য, হিটলার প্রভৃতি।
- সৈয়দ মুজতবা আলী রচিত অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে - বেঁচে থাক সর্দি কাশি, পুনর্জ, কর্নেল, বিধবা বিবাহ, মা-জাননী, স্বয়ংবরা, রাক্ষসী, ক্যাফে-দে-জেনি, জলে-ডাঙায়, বড়বাবু, কত না অশ্রুজল প্রভৃতি।
- "রসের গোলক, এত রস ভূমি কেন ধরেছিলে হায়! ইতালির দেশ ধর্ম ভুলিয়া লুটাইল তব পায়! উক্তিটি কোন গল্পের - সৈয়দ মুজতবা আলীর রসগোল্লা নামক গল্পের।
- সৈয়দ মুজতবা আলীর বিশেষ উক্তি - "জ্ঞানার্জন ধন্যজনের চেয়ে মহত্তর"।
- "রুটি মদ ফুরিয়ে যাবে প্রিয়ার কালোচোষ ঘোলাটে হয়ে আসবে, কিন্তু বই খানা অনন্ত যৌবনা..."
- "বই কিনে কেউ দেউলিয়া হয় না" প্রভৃতি
- তাঁর গল্পগ্রন্থগুলোর মধ্যে রয়েছে- চাচা কাহিনী (শ্রেষ্ঠ গল্পগ্রন্থ), টুনি মেম, ধূপছায়া প্রভৃতি।

- সৈয়দ মুজতবা আলী, কাজী নজরুল ইসলামের যে গ্রন্থের ভূমিকা লিখেছিলেন - রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম।
- 'রসগোল্লা' নামক গল্পের ঝাঙুদা রসগোল্লা নিয়ে কোথায় ঝামেলায় পড়েছিলেন - ইতালির ভেনিস বন্দরে।
- সৈয়দ মুজতবা আলী যে সব পুরস্কার লাভ করেন - ১৯৬২ সালে আনন্দ সাহিত্য পুরস্কার, মরণোত্তর একুশে পদক ২০০৫ প্রভৃতি।
- সরস, মার্জিত ও বুদ্ধিদীপ্ত সাহিত্য দ্বারা প্রবর্তক সৈয়দ মুজতবা আলী পরলোকগমন করেন - ১১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৪ সালে।

সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী

- বাংলা সাহিত্যের প্রথম দিকে মুসলিম জাগরণের অন্যতম দিকপাল ছিলেন সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী। ব্রিটিশ ভারতের পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ মহকুমার বানীকুঞ্জে গ্রামের ভেষজ চিকিৎসক পিতা আব্দুল করিম খন্দকার এবং মাতা নূরজাহান খানমের গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। মুসলিম পুনর্জাগরণে তাঁর সমসাময়িক বিশিষ্ট ইসলামী সাহিত্যিক ও চিন্তাবিদ আত্মা শিবলী নোমানী ও আত্মা ইকবাল কর্তৃক বেশ প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন যা তাঁর রচনায় স্পষ্ট ভাবেই ফুটে উঠেছে।
- সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী জন্মগ্রহণ করেন - ১৮৮০ সালের ১৩ জুলাই, বানীকুঞ্জ, সিরাজগঞ্জ।
- ইসমাইল হোসেন সিরাজীর শিক্ষা জীবন - সিরাজগঞ্জ বনোয়ারী লাল হাই স্কুলে নবম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করলেও তিনি ফার্সি, সংস্কৃত ব্যাকরণ ও সাহিত্য এছাড়া বেদ, উপনিষদ, মনুস্মৃতি প্রভৃতি অধ্যয়ন করেছিলেন।
- নামের শেষে তিনি সিরাজী উপাধি ব্যবহার করতেন - জন্মস্থানের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য (সিরাজগঞ্জের সিরাজী)।
- সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজীর প্রথম রচনার নাম - 'অনল প্রবাহ'।
- 'অনল প্রবাহ' কাব্য গ্রন্থের জন্য লেখককে - দু' বছর সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা হয়েছিল।
- ইসমাইল হোসেন সিরাজী রচিত 'অনল প্রবাহ' কাব্যের কবিতাগুলোর বিষয়বস্তু - মুসলিমদের দুরবস্থা ও অধঃপতনের বর্ণনার মাধ্যমে ইংরেজদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ।
- 'অনল প্রবাহ' কাব্যের কবিতাগুলোর মধ্যে রয়েছে - অনল প্রবাহ, তুর্ঘধ্বনি, মুর্চ্ছনা, বীর - পূজা, অভিভাষণ : ছাত্রগণের প্রতি, মরক্কো-সঙ্কটে প্রভৃতি (মোট ৯টি কবিতার সমন্বয়ে রচিত)।
- কাব্যগারে থাকাকালীন তিনি যে গ্রন্থটি রচনা করেন - 'কারা কাহিনী' নামক প্রবন্ধ গ্রন্থ (এছাড়া মাসিক সাধনা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়)।
- স্বাধীনতা ও জাতীয় মুসলিম জাগরণের জন্য কবিতা লিখে প্রথম ব্রিটিশদের রোষানলে পড়ে কারাবরণে বাধ্য হয়েছিলেন- সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী।
- তাঁর জীবদ্দশায় বক্তৃতা ও সভাস্থলে ব্রিটিশ সরকার সর্বমোট ১৪৪ ধারা জারি করেছিল - ৮২ বার।

- ইসমাইল হোসেন সিরাজী যে যে পত্রিকায় তার লেখা প্রকাশ করতেন - আল-এসলাম, প্রবাসী, কোহিনূর, সোলতান, সগোত, মোহাম্মদী, নবযুগ, নবনূর প্রভৃতি।
- দামেস্কের মুসলিম বীর তারিক বিন জিয়াদ ও স্পেনের সম্রাট রডারিকের যুদ্ধের কাহিনী নিয়ে তিনি রচনা করেন - 'স্পেন বিজয়' কাব্যটি।
- মহাকাব্যের ধারায় রচিত ইসমাইল হোসেন সিরাজীর 'স্পেনবিজয়' কাব্যটি প্রকাশিত হয়- ১৯১৪ সালে।
- ইসমাইল হোসেন সিরাজী 'অল ইন্ডিয়া মেডিক্যাল মিশনের' সদস্য হয়ে তুরস্কের পক্ষে যে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন - বলকান যুদ্ধে (১৯১২ সালে সংঘটিত হয়েছিল)।
- তুরস্কের সুলতান সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজীকে উপাধি প্রদান করেন - 'গাজী' উপাধি।
- 'সঙ্গীত-সঙ্গীতবী' ইসমাইল হোসেন সিরাজীর যে শ্রেণির রচনা - গানের সংকলন (৩৩ টি গানের সমন্বয়ে রচিত)।
- রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি গীতিকাব্য অনুসারে ইসমাইল হোসেন সিরাজী রচনা করেন - 'প্রেমাঞ্জলি' নামক গীতিকাব্য (১২৮ টি গানের সংকলন)।
- সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী রচিত অন্যান্য কাব্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে - উচ্ছ্বাস (১৯০৭), উষোধন (১৯০৭), নবউদ্দীপনা (১৯০৭), মহাশিলা মহাকাব্য প্রভৃতি।
- তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের দূর্গেশন্দ্রিনী উপন্যাসের জবাব হিসেবে রচনা করেন - 'রায়নন্দিনী' উপন্যাস।
- 'ঈশা ষাঁ ও স্বর্ণময়ী' যে উপন্যাসের চরিত্র - ইসমাইল হোসেন সিরাজীর 'রায়নন্দিনী' উপন্যাসের।
- মুসলিম বীর ঈশাখাঁর রূপ লাভে মুগ্ধ হয়ে ভালবেসে স্বর্ণময়ী নিজধর্ম ত্যাগ করে তাকে বিবাহ করে, এছাড়া বহুতর উচ্চশ্রেণির ব্রাহ্মণ পরিবার ক্রমশঃ ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন প্রভৃতি বিষয়বস্তু - রায়নন্দিনী উপন্যাসের।
- ইসমাইল হোসেন সিরাজীর রায়নন্দিনী উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় - ১৯১৫ সালে।
- সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজীর অন্যান্য উপন্যাসগুলোর মধ্যে রয়েছে - তারাবাদী (১৯১৮), নূরউদ্দিন (১৯১৯), জাহানারা (১৯৩১), বঙ্গ ও বিহার বিজয় (১৮১৯) ফিরোজা বেগম (১৯১৮) প্রভৃতি।
- 'হিন্দু মুসলমানের অন্তরে সমভাবে দেশপ্রেম সৃষ্টির কাজে যাহারা আমাদের পথ প্রদর্শন করিয়াছেন নিঃসন্দেহে সিরাজী সাহেব তাহাদের অগ্রণী' সিরাজী সম্পর্কে উক্তি করেছেন - নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু।
- 'মুসলমানদের বিশ্ব সভ্যতায় স্থান নিতে হলে তাদের ডান হাতে কুরআন আর বাম হাতে বিজ্ঞান নিয়ে অগ্রসর হতে হবে' উক্তি করেছেন - ইসমাইল হোসেন সিরাজী।
- সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী প্রাকৃতিকভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন- বিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের সাথে (১৯১৯-১৯২৩ সাল পর্যন্ত)।
- 'পুরুষ সমাজের দেহ, আর মাতৃজাতি সেই দেহের আত্মা' উক্তি করেছেন - ইসমাইল হোসেন সিরাজী।
- 'স্বজাতি প্রেম' ও 'তুর্কি নারী জীবন' ইসমাইল হোসেনের যে শ্রেণির রচনা- প্রবন্ধ গ্রন্থ।
- তাঁর অন্যান্য প্রবন্ধ গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে - আদব কায়দা শিক্ষা, স্পেনীয় মুসলমান সভ্যতা, সুচিন্তা, মহানগরী কর্ভোতা প্রভৃতি।

- "আর ঘুমিও না নয়ন মেলিয়া উঠবে মোসলেম উঠবে জাগিয়া আলস্য জড়তা পায়েতে তেলিয়া" মুসলিম পুনর্জাগরণের এই উক্তি করেছেন- সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী (অনলপ্রবাহ কাব্যের প্রথম অনুচ্ছেদে)।
- সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজীর অপ্রকাশিত গ্রন্থগুলির মধ্যে রয়েছে - আবে হায়াৎ, পুষ্পাঞ্জলি, সুধাঞ্জলি, গৌরব কাহিনী প্রভৃতি।
- "বঙ্গভাষাকে হিন্দুর ভাষা মনে করিও না--- মাতৃভাষা বাংলাকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিতে সযত্ন হও" মাতৃভাষা বাংলা সম্পর্কে উক্তি করেছেন - ইসমাইল হোসেন সিরাজী।
- মুসলিম নবজাগরণের অন্যতম পথিকৃৎ সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী পরলোকগমন করেন - ১৭ জুলাই, ১৯৩১ সালে (মাত্র ৫১ বছর বয়সে)।

আবু ইসহাক

- বাংলা সাহিত্য রচনাসম্ভার সংখ্যার বিচারে স্বল্প হলেও বাংলাদেশের কথাসাহিত্যের এক উজ্জ্বলতম নাম আবু ইসহাক। বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মৌলভী মোহাম্মদ আবদুল্লা ও আতহাকুনিসা দম্পতির ছয় সন্তানের মধ্যে আবু ইসহাক ছিলেন পঞ্চম। ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষের খণ্ডচিত্র যেমন স্থান পেয়েছে তার লেখনিতে তেমনি বাংলার স্বাধীনতা পরবর্তী চিত্রও তুলে ধরেছেন তাঁর সাহিত্যিকরূপে। আবু ইসহাক বাংলা ভাষার নতুন ধরনের অভিধান প্রণেতা হিসেবেও বেশ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।
- সাহিত্যিক আবু ইসহাক জন্মগ্রহণ করেন - ১ নভেম্বর, ১৯২৬ সালে, শরিয়তপুর জেলার নড়িয়া থানার শিরঙ্গল গ্রামে।
 - বিশিষ্ট এই সাহিত্যিকের শিক্ষা জীবন - নড়িয়া ইংরেজি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ১৯৪২ সালে এসএসসি, ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজ হতে ১৯৪৪ সালে এইচএসসি এবং করাচি বিশ্ববিদ্যালয় হতে ১৯৬০ সালে স্নাতক।
 - স্বামী পরিত্যক্তা জয়ন্তনের দু-সন্তান নিয়ে বেঁচে থাকার সংগ্রাম, গ্রাম ছেড়ে নগরজীবন গ্রহণ, আবার গ্রামেই ফিরে আসলে সমাজপতিদের ধর্মোদ্ধতা ও প্রতিহিংসা প্রভৃতি যে উপন্যাসের বিষয়বস্তু - আবু ইসহাকের 'সূর্য-দীঘল বাড়ী' উপন্যাসের।
 - 'সূর্য-দীঘল বাড়ী' বিশ্বব্যাপ্ত এই উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় - ধারাবাহিকভাবে (১৯৫০-৫১) পর্যন্ত মাসিক নওবাহার পত্রিকায় (গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৫৫ সালে)।
 - আবু ইসহাক 'সূর্য-দীঘল বাড়ী' উপন্যাসে তুলে ধরেছেন - বিশ্বযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং দেশ ভাগ।
 - আবু ইসহাকের প্রথম প্রকাশিত রচনার নাম - ১৯৪০ সালে নবযুগ পত্রিকায় প্রকাশিত 'অভিশাপ' গল্পটি।
 - 'সূর্য-দীঘল বাড়ী' উপন্যাসের চরিত্রগুলোর মধ্যে রয়েছে- জয়ন্তন, হাসু, মায়ুন, শফি, ডা. রমেশ প্রভৃতি।
 - 'সূর্য-দীঘল বাড়ী' উপন্যাসটিকে চলচ্চিত্রে রূপদান করেন - শেখ নিয়ামত আলী ও মসীহউদ্দিন শাকের (১৯৭৯) সালে।
 - পদ্মার বুকে জেগে ওঠা নতুন চরের দখল নিয়ে দুই গোষ্ঠীর সংঘাত, খুন, হিংসা বিবেধ,

- স্বার্থপর মানুষের সম্পদের লোভ প্রভৃতি যে উপন্যাসের আলোচ্য বিষয় - আবু ইসহাকের 'পদ্মার পলিদীপ' উপন্যাসের।
- 'পদ্মার পলিদীপ' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়- প্রথমে বাংলা একাডেমির 'উত্তরাধিকার' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় 'মুখর মাটি' নামে (১৯৮৬) সালে।
- এই উপন্যাসের প্রধান প্রধান চরিত্রের মধ্যে রয়েছে - জরিলা, রূপজান, ফজল, এরফান মাতবর, জলুকুন্ডা প্রভৃতি।
- লেখক যখন পুলিশ ছিলেন তখন বেশ কিছু জাল নোটের মামলা তদন্ত করেছিলেন সেই আলোকে রচনা করেছিলেন - 'জাল' উপন্যাস।
- আবু ইসহাকের জাল উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় - আনন্দ পত্র পত্রিকায় (১৯৮৮ সালে)।
- "লাঠির জোরে মাটি, লাঠিলাঠি কাটাকাটি, আদালতে হাঁটাইটি, এই না হলে চরের মাটি, হয় কবে খাটি"-উক্তিটি যে উপন্যাসের - আবু ইসহাকের 'পদ্মার পলিদীপ' উপন্যাসের।
- আবু ইসহাকের গল্প গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে - হারেম (১৯৬২) ও মহাপতঙ্গ (১৯৬৩)।
- নিজের জীবনের স্মৃতি তুলে ধরেছেন তাঁর নকশাধর্মী রচনা- 'স্মৃতিবিচিত্রা' নামক স্মৃতিকথায়।
- 'জয়ধ্বনি' আবু ইসহাকের যে শ্রেণির রচনা - একমাত্র নাটক (ধানশালিকের দেশ পত্রিকায় ১৯৯৭ সালে প্রকাশিত হয়)।
- 'একটি ময়নার আত্মকাহিনী' তাঁর যে শ্রেণির রচনা- ছোট গল্প (লেখকের মুক্তিযুদ্ধকালীন পাকিস্তানে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ার কাহিনী)।
- 'সমকালীন বাংলা ভাষার অভিধান' আবু ইসহাকের যে শ্রেণির রচনা- বাংলা ভাষার অভিধান।
- আবু ইসহাক রচিত 'সমকালীন বাংলা ভাষার অভিধানে' 'অঙ্ককার' শব্দের সমার্থক শব্দ ব্যবহার করেছেন - ১২৭ টি।
- 'বারে বা, বড় পাখির বড় রং, আগা পাড়ার দেখ চং' উক্তিটি আবু ইসহাকের যে রচনার - 'মহাপতঙ্গ' নামক ছোট গল্পের।
- তাঁর মহাপতঙ্গ গল্পে যে বিষয়টি তুলে ধরেছেন - একজোড়া চড়ই পাখির জবানিতে একদিকে বিজ্ঞানের আশীর্বাদ অন্যদিকে বিজ্ঞানের অভিশাপ।
- 'সূর্য-দীঘল বাড়ী' আবু ইসহাকের যে শ্রেণির রচনা - সামাজিক উপন্যাস।
- ওসমান, তোতা মিয়া, টুনি, করিম গাজী, নবুখা প্রভৃতি যে গল্পের চরিত্র - আবু ইসহাকের 'জৌক' নামক ছোট গল্পের।
- সাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্য আবু ইসহাক যে যে পুরস্কার লাভ করেন- বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৭৩), বাংলাদেশ লেখক সংঘ সাহিত্য পুরস্কার (১৯৯০), একুশে পদক (১৯৯৭), স্বাধীনতা পুরস্কার (মরণোত্তর, ২০০৬) প্রভৃতি।
- কলকাতায় বাংলাদেশের ডেপুটি হাইকমিশনের প্রথম সচিব হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয় - আবু ইসহাককে ১৯৭৬ সালে।
- স্বনামধন্য কথাসাহিত্যিক ও বিশিষ্ট অভিধান প্রণেতা আবু ইসহাক মৃত্যুবরণ করেন - ২০০৩ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি (মিরপুর শহীদ বুদ্ধিজীবী কবর স্থানে তাকে সমাহিত করা হয়)।

শ্রী: পূর্ণাঙ্গ



WORLD BANK

বিশ্বের অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ

—টিপু সুলতান

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে সমগ্র বিশ্বের অর্থনীতিতে অনেক বড় ধরনের নেতিবাচক প্রভাব পড়তে শুরু করে। বিশেষ করে যুদ্ধবিক্ষুব্ধ ইউরোপীয় দেশগুলো চরমভাবে অর্থনৈতিক সংকটের সম্মুখীন হয়। সংকটপূর্ণ এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য বিশ্ব নেতৃবর্গ আলোচনা পর্যালোচনার ভিত্তিতে অর্থনৈতিক তহবিল গঠনের ব্যাপারে একমত পোষণ করেন, যা বিশ্বের স্বল্প উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর জীবন মানের উন্নয়ন, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এছাড়া সার্বিক উন্নয়নে স্বল্প সুদে/বিনাসুদে ঋণ প্রদান করবে। আর এরই ধারাবাহিকতায় গঠিত হতে থাকে বিশ্বের নানা অর্থনৈতিক সংগঠনগুলো।

বিশ্বব্যাংক গ্রুপ

- ◆ যে সম্মেলনের উপর ভিত্তি করে বিশ্বব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়— ব্রেটন উডস।
- ◆ ব্রেটন উডস সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় — যুক্তরাষ্ট্রের নিউ হ্যাম্পশায়ারের ব্রেটন উডসের মাইন্ট ওয়াশিংটন হোটেলে (১-২২ জুলাই, ১৯৪৪ সালে)।
- ◆ বিশ্বব্যাংক প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ব্রেটন উডস সম্মেলনে বিশ্বের যতটি দেশের প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করে — ৪৫ টি।
- ◆ ব্রেটন উডস সম্মেলনের ভিত্তিতে বিশ্বব্যাংক প্রতিষ্ঠার চুক্তি আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যকর হয়— ১৯৪৫ সালের ২৭ ডিসেম্বর।
- ◆ বিশ্বব্যাংক আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যক্রম শুরু করে — ১৯৪৬ সালের ২৫ জুন।
- ◆ বিশ্বব্যাংক প্রতিষ্ঠার স্বপ্নদ্রষ্টা ছিলেন — যুক্তরাষ্ট্রের হ্যারি ডেক্সটার হোয়াইট এবং ব্রিটেনের জন মেনার্ড কেইনস্
- ◆ বিশ্বব্যাংকের সদর দপ্তর অবস্থিত — ওয়াশিংটন ডিসি, যুক্তরাষ্ট্র।
- ◆ বিশ্বব্যাংকের প্রথম প্রেসিডেন্ট ছিলেন — ইগনে ম্যেয়ার যুক্তরাষ্ট্র (১৮ জুন, ১৯৪৬ - ১৭ মার্চ, ১৯৪৭)
- ◆ বিশ্বব্যাংকের বর্তমান প্রেসিডেন্ট — জিম ইয়ং কিম, দক্ষিণ কোরিয়া বংশোদ্ভূত মার্কিন নাগরিক (দায়িত্ব গ্রহণ ১ জুলাই, ২০১২ - বর্তমান, ছাদশ তম)।
- ◆ বিশ্বব্যাংকের বর্তমান সদস্য সংখ্যা — ১৮৯টি (সর্বশেষ নাইরু, সদস্যপদ লাভ করে ১৪ এপ্রিল, ২০১৬)।
- ◆ বিশ্বব্যাংকের কার্যনির্বাহী পরিচালকমন্ডলীর সদস্য সংখ্যা মোট — ২৪ জন (প্রেসিডেন্টের মেয়াদকাল ৫ বছর)।
- ◆ বিশ্ব ব্যাংকের প্রকৃত নাম— ইন্টারন্যাশনাল

- ব্যাংক ফর রিকনস্ট্রাকশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (বিশ্বব্যাংকের অফিসিয়াল নাম — International Bank for Regulation and Development)
- ◆ বিশ্বব্যাংক মোট যতটি অঙ্গ সংগঠনের সমন্বয়ে গঠিত — ৫টি, IBRD, IFC, IDA, ICSID এবং MIGA
- ◆ বিশ্বব্যাংকের যে অঙ্গসংগঠনটি 'Soft-loan-window' নামে পরিচিত— IDA (International Development Association)
- ◆ বিশ্বব্যাংকের শীর্ষ অংশীদারী দেশের মধ্যে রয়েছে যথাক্রমে— যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জাপান, চীন, জার্মানি, ফ্রান্স প্রভৃতি।
- ◆ World Bank Institute প্রতিষ্ঠিত হয় — ১৯৫৫ সালে।
- ◆ বিশ্বব্যাংক থেকে এ পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি ঋণ পেয়েছে কোন দেশ — ভারত।
- ◆ বিশ্বব্যাংক হতে প্রথম ঋণ গ্রহণকারী দেশ — ফ্রান্স (২৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার)।
- ◆ বিশ্বের প্রধান এই অর্থনৈতিক সংস্থাটি মরণব্যাধি রোগ 'এইডসের' বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন — ২০০০ সালে।
- ◆ বিশ্বব্যাংক গ্রুপকে বলা হয়— Five Institutions one Group
- ◆ IBRD (International bank for Reconstruction and Development) প্রতিষ্ঠিত হয় — ১৯৪৪ সালে এবং কার্যক্রম শুরু করেন ১৯৪৬ সালের ২৫ জুন।
- ◆ বিশ্বব্যাংকের ৫টি অঙ্গ সংগঠনের সদর দপ্তর কোথায় — ওয়াশিংটন ডিসি, যুক্তরাষ্ট্র।
- ◆ বিশ্বব্যাংক সংস্থাগুলোর বর্তমান প্রেসিডেন্ট — জিম ইয়ং কিম।
- ◆ IBRD, বিশ্বব্যাংকের যে ধরনের অঙ্গ সংগঠন — এটি মধ্যম আয়ের দেশ ও দরিদ্র দেশগুলোকে স্বল্প সুদে ঋণ প্রদান করে।
- ◆ বাংলাদেশে IBRD -এর সদস্যপদ লাভ করে — ১৯৭২ সালের ১৭ আগস্ট (বর্তমান সদস্য সংখ্যা ১৮৯টি দেশ সর্বশেষ নাইরু)।
- ◆ IDA বা International Development Association প্রতিষ্ঠিত হয় — ১৯৬০ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর।
- ◆ IDA যে ধরনের অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান — যে সব দেশের মাথাপিছু আয় ৮০০ ডলারের কম, তাদের সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করে।
- ◆ MIGA হলো — বিশ্বব্যাংকের একটি অঙ্গ সংগঠন যা Multilateral Investment Generate Agency (যা ঋণ প্রদান করে বৈদেশিক বিনিয়োগে সাহায্য করে)।
- ◆ বাংলাদেশ MIGA এর সদস্য পদ লাভ করে — ১৯৮৮ সালের ১২ এপ্রিল (বর্তমান সদস্য সংখ্যা ১৮১ টি)।

- ◆ IFC বা International France Corporation বিশ্বব্যাংকের যে ধরনের অঙ্গ সংগঠন — উন্নয়নশীল দেশের বেসরকারি খাত শক্তিশালী করা।
- ◆ IFC - এর বর্তমান সদস্য সংখ্যা — ১৮৫ টি দেশ, বাংলাদেশ ১৯৭৬ সালের ১৮ জুন সদস্য পদ লাভ করেন।
- ◆ ICSID বা International centre for settlement of Investment Disputes প্রতিষ্ঠিত হয় — ১৯৬৬ সালের ১৪ অক্টোবর।
- ◆ ICSID - এর বর্তমান সদস্য সংখ্যা — ২৫৩ টি, সর্বশেষ নাইরু (বাংলাদেশ সদস্য পদ লাভ করে ১৯৮০ সালে)।
- ◆ সকল কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ব্যাংক বলা হয়— BIS/Bank for International Settlementment কে (BIS প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৩০ সালে)।
- ◆ World Development Report প্রস্তুতকারী সংস্থার নাম — বিশ্বব্যাংক।
- ◆ বিশ্বব্যাংক সংশ্লিষ্ট যে সংস্থাটি স্বল্প আয়ের উন্নয়নশীল দেশের বেসরকারি খাতে আর্থিক সহায়তা ও উপদেশ দিয়ে থাকে — IFC বা International Finance Corporation.

IMF

- ◆ যে চুক্তির ভিত্তিতে IMF (International Monetary Fund) গঠিত হয় — ব্রেটন উডস সম্মেলনের ভিত্তিতে।
- ◆ আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল প্রতিষ্ঠিত হয় — ১৯৪৫ সালের ২৭ ডিসেম্বর।
- ◆ IMF কার্যক্রম শুরু করে — ১৯৪৭ সালের ১ মার্চ।
- ◆ International Monetary Fund -এর সদর দপ্তর অবস্থিত — ওয়াশিংটন ডিসি যুক্তরাষ্ট্র।
- ◆ আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের বর্তমান মহাপরিচালক — ক্রিস্টিনা লাগার্ড (৫ জুলাই, ২০১১ - বর্তমান, ফ্রান্স)।
- ◆ আইএমএফের বর্তমান সদস্য সংখ্যা কত— ১৮৯ টি (সর্বশেষ সদস্য নাইরু ২০১৬ সালে)।
- ◆ বাংলাদেশ IMF এর সদস্যপদ লাভ করে — ১৯৭২ সালের ১০ মে।
- ◆ আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল যে ধরনের কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকে — সদস্য রাষ্ট্র সমূহের মধ্যে স্থিতিশীল বিনিময় ব্যবস্থা গড়ে তোলা, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সহযোগিতা বৃদ্ধি প্রভৃতি।
- ◆ IMF এর জনক হিসেবে অভিহিত করা হয় — হ্যারি ডেক্সটার হোয়াইট।
- ◆ International Monetary Fund-এর রিজার্ভ সম্পদের একককে বলা হয় — SDR (Special drawing right)
- ◆ IMF জাতিসংঘ কর্তৃক অনুমোদিত একটি — স্বায়ত্তশাসিত আর্থিক প্রতিষ্ঠান।
- ◆ IMF এর প্রতিষ্ঠাকালীন চুক্তিতে উপনীত হয়েছিল সর্বমোট — ২৯টি দেশ।
- ◆ IMF এর সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারক পর্যদ হচ্ছে — বোর্ড অব গভর্নরস।
- ◆ IMF এর প্রথম মহাপরিচালক ক্যামিলে গাঁট — বেলজিয়ামের অধিবাসী।
- ◆ BIS কী — Bank for International Settlements.

- ❖ BIS কে যে ধরনের অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচনা করা হয় - 'সকল কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ব্যাংক' হিসেবে।

ADB এবং AIIB

- ❖ এশিয়ার দেশগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়নকে আরো দ্রুত, বেগবান ও সহজ করার নিমিত্তে যে প্রতিষ্ঠানটি গঠিত হয় - ADB/Asian Development Bank.
- ❖ এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় - ১৯৬৬ সালের ২২ আগস্ট এবং লেনদেন শুরু করে এ বছরের ১৯ ডিসেম্বর।
- ❖ Asian Development Bank -এর সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত - ফিলিপাইনের রাজধানী ম্যানিলাতে।
- ❖ ADB -এর বর্তমান সদস্য সংখ্যা - ৬৭টি, সর্বশেষ জর্জিয়া (প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য ছিল ৩১ টি দেশ)।
- ❖ বাংলাদেশ ADB এর সদস্যপদ লাভ করেন - ১৯৭৩ সালে।
- ❖ Asian Development Bank -এর বর্তমান প্রেসিডেন্ট - তাকেহিকো নাকাত, জাপানি (২০১০- বর্তমান)।
- ❖ ADB- তে সবচেয়ে বেশি শেয়ার রয়েছে যে দেশের - মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং জাপানের (উভয়-দেশেরই রয়েছে ৫,৫২,২১০ টি শেয়ার)।
- ❖ এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মূল কারণ- এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন।
- ❖ বিশ্বব্যাংক ও এডিবি'র বিকল্প হিসেবে যে আর্থিক প্রতিষ্ঠানটি গঠিত হয় - Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)
- ❖ AIIB-গঠনের জন্য প্রথম কার্যক্রম গৃহীত হয় - ২০১৩ সালের অক্টোবরে।
- ❖ এশীয় অবকাঠামো বিনিয়োগ ব্যাংক গঠনের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় - ২০১৪ সালের ২৪ অক্টোবর।
- ❖ AIIB আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে - ২০১৬ সালের ১৬ জানুয়ারি।
- ❖ Asian Infrastructure Investment Bank এর সদর দপ্তর অবস্থিত - বেইজিং, চীনে।
- ❖ AIIB-এর বর্তমান প্রেসিডেন্ট - জিন লিকুন, চীন (২০১৪-বর্তমান পর্যন্ত)।
- ❖ AIIB-ব্যাংক প্রতিষ্ঠাকালীন মোট যতটি দেশ চুক্তিতে স্বাক্ষর করে - ২১ টি দেশ (বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৮৭টি)।
- ❖ এশীয় অবকাঠামো বিনিয়োগ ব্যাংকে বাংলাদেশের শেয়ার - ০.৬৭%।

IDB, AfDB & EBRD

- ❖ ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক গঠনে যার অবদান সবচেয়ে বেশী ছিল - তৎকালীন সৌদি বাদশাহ ফয়সালে।

- ❖ Islamic Development Bank প্রতিষ্ঠিত হয় - ১৯৭৩ সালের ডিসেম্বরে কিন্তু কার্যক্রম শুরু করে ১৯৭৫ সালের ২০ অক্টোবর এবং লেনদেন শুরু ১৯৭৬।
- ❖ ব্যাংকটির প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য সংখ্যা ছিল - ২২ টি (বর্তমান ৫৭ টি, সর্বশেষ গায়ানা ২০১৬ সালে সদস্য পদ লাভ করে)।
- ❖ ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক -এর সদর দপ্তর অবস্থিত - জেদ্দা, সৌদিআরব।
- ❖ IDB-সদস্যপদ লাভ করতে হলে কোনো দেশকে প্রথমে যে শর্ত পূরণ হয় - OIC-এর সদস্যপদ লাভ করতে হয়।
- ❖ ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংককে (IDB) দেয়া বাংলাদেশের চাঁদার হার - ১০.০ মিলিয়ন ইসলামিক দিনার।
- ❖ OIC-এর সদস্য হলেও IDB-এর সদস্য নয় - আইভরি কোস্ট।
- ❖ Islamic Development Bank -এ বর্তমান প্রধান - আহমদ মুহম্মদ আলী-আল-মাদানী।
- ❖ বাংলাদেশে IDB-তার কার্যক্রম শুরু করে - ১৯৮৩ সালে।
- ❖ IDB- তে অংশীদারিত্বের শীর্ষে রয়েছে- সৌদি আরব (২৬.৫%), লিবিয়া (১০.৭%), ইরান (৯.৩২%), মিশর (৯.২২%), তুরস্ক (৮.৪১%) প্রভৃতি।
- ❖ ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক যে কয়টি সংস্থার সমন্বয়ে গঠিত - ৫টি (IDB, IRTI, ICD, ICIEC এবং ITFC) প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ের মাধ্যমে।
- ❖ AfDB/African Development Bank প্রতিষ্ঠিত হয় - ১৯৬৪ সালে এবং কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৬৬ সালে।
- ❖ আফ্রিকান উন্নয়ন ব্যাংক (AfDB) এর সদর দপ্তর অবস্থিত - আবিদজান, আইভরিকোস্ট।
- ❖ African Development Bank-এর বর্তমান প্রেসিডেন্ট- Akinwumi Adesira (নাইজেরিয়া)
- ❖ AfDB - এর সদস্য সংখ্যা - ৮০ টি, সর্বশেষ সদস্য দক্ষিণ সুদান।
- ❖ EBRD/European Bank for Reconstruction and Development ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় - ১৯৯১ সালে।
- ❖ EBRD- এর সদর দপ্তর অবস্থিত - লন্ডন, যুক্তরাষ্ট্র।
- ❖ ইবিআরডি, বর্তমান সদস্য সংখ্যা - ৬৯ টি সর্বশেষ ইন্ডিয়া, জুলাই, ২০১৮।
- ❖ European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)- এর বর্তমান চেয়ারপার্সন - সুমা চক্রবর্তী (ইন্ডিয়া)।

অন্যান্য ব্যাংক

- ❖ BRICS জোট কর্তৃক গঠিত ব্যাংকের নাম- New Development Bank/NDB
- ❖ New Development Bank টি প্রতিষ্ঠিত হয় - ২০১৪ সালের ১৫ জুলাই, কার্যক্রম শুরু ২০১৫ সালে।
- ❖ NDB- এর সদরদপ্তর অবস্থিত- সাংহাই, চীন।
- ❖ NDB এর বর্তমান মহাপ্রতি - ভারতের কে. ভি. কামাথ।
- ❖ ব্যাংক অব দ্য সাউথ গঠিত হয় - ২০০৭ সালের ৮ অক্টোবর।
- ❖ ব্যাংক অব দ্য সাউথের স্বপুত্র ছিলেন - ভেনেজুয়েলার সাবেক প্রেসিডেন্ট হলো শ্যাভেজ।
- ❖ ব্যাংক অব দ্য সাউথ এর সদর দপ্তর অবস্থিত - কারাকাস, ভেনেজুয়েলা।
- ❖ European Central Bank-এর সদর দপ্তর অবস্থিত - ফ্রাঙ্কফুট, জার্মানি।
- ❖ ইউরোপীয় সেন্ট্রাল ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় - ১৯৯৮ সালের ১ জুন।
- ❖ SDR (Special Drawing Rights) সুবিধা প্রবর্তনের জন্য IMF এর গঠনতন্ত্র (Articles) সংশোধন করা হয়েছিল- নভেম্বর, ১৯৬৯ সালে।
- ❖ যে প্রতিষ্ঠান ঋণ দেয় বিশেষ করে বৈদেশিক বাণিজ্যের ভারসাম্যহীনতা হ্রাস করতে - IMF/আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল।
- ❖ নেতিবাচক ট্রেড ব্যালান্স শোধারবার জন্য ঋণ প্রদান করে- International Monetary fund.
- ❖ CDB/কারিবিয়ান উন্নয়ন ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় - চুক্তি হয় ১৯৬৯ সালে এবং কার্যক্রম হয় ১৯৭০ সালে।
- ❖ কারিবিয়ান উন্নয়ন ব্যাংক এর সদর দপ্তর অবস্থিত - ব্রিজটাউন, বার্বাডোস।
- ❖ বিশ্বব্যাংক সংশ্লিষ্ট যে সংস্থাটি স্বল্প আয়ের উন্নয়নশীল দেশে বেসরকারি খাতে আর্থিক সহায়তা ও উপদেশ দিয়ে থাকে - IFC.
- ❖ জাতিসংঘের কারিগরী সহায়তা কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন তহবিল ও সংস্থার মধ্যে সমন্বয়ের দায়িত্ব পালনকারী বিভাগের নাম- ইউএনডিপি।
- ❖ সার্বিকভাবে বাংলাদেশ যে সংস্থা হতে সবচেয়ে বেশি ঋণ পেয়ে থাকে - IDA হতে।
- ❖ এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকার বাইরে ADB-এর সদস্য দেশ - ১৯ টি।
- ❖ ADB-এর নীতিবাক্য হচ্ছে - এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় দারিদ্র্য মুক্ত।
- ❖ IDB Group যে পাঁচটি সংস্থার সমন্বয়ে গঠিত - IDB, IRTI, ICD, ICIEC, ITFC.
- ❖ China Development Bank (CDB) প্রতিষ্ঠিত হয় - ১৯৯৪ সালে।
- ❖ CDB ব্যাংক হচ্ছে - চায়নার সবচেয়ে বড় ব্যাংক যেটি বিদেশে বিনিয়োগ করে থাকে।

নতুন সংস্করণ এখন বাজারে

কোনো প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য

ওরাকল আন্তর্জাতিক প্রস্তুতি হ্যান্ডবুক

- ❖ বাজারে প্রচলিত অন্যান্য বই থেকে শতগুণ
- ❖ সহজে মনে রাখার কৌশল
- ❖ সহজ ও সাবলীল ভাষায় লিখিত

- ❖ সর্বাধিক প্রশ্ন সংকলিত
- ❖ সাল ও তারিখ ভিত্তিক ঘটনাবলি
- ❖ বিষয়ভিত্তিক পর্যালোচনা



বাংলা নাট্যধারায় মধুসূদন দত্ত

মধুসূদন দত্তের জন্ম (১৮৫৯) - মৃত্যু (১৯৫৮)

বাংলা ভাষায় বেশ আগে থেকেই পালাগান ছিল, যাত্রা ছিল, গম্ভীরাও ছিল হয়তো। এসব মাধ্যমে নাটকীয়তা ছিল চের; কিন্তু সার্থক নাটক, ইংরেজিতে যাকে বলে 'ড্রামা', তা মোটেই ছিল না। আঠারোশ পঞ্চাশের দশকে অবশ্য নাটকের একটা হাওয়া বইতে শুরু করেছিল। সেই হাওয়াটা আসছিল কলকাতার হিন্দু কলেজ থেকে। এই কলেজের ছাত্র তারাচরণ শীকদার ও জে সি গুপ্ত এই দুইজনে একই বছরে (১৮৫২) যথাক্রমে 'কীর্তিবীলাস' ও 'অদ্রাভূন' নামে দুইটি নাটক লেখেন। এরপর হরচন্দ্র ঘোষ লেখেন 'ভানুমতি চিত্তবিলাস' (১৯৫৩) নামক নাটক। এছাড়া উমেশচন্দ্র মিত্র লিখেছিলেন 'বিধবা বিবাহ' নাটক। তাঁরাই সম্মিলিতভাবে নাটকের হাওয়া সৃষ্টি করছিলেন। মধুসূদনও ছিলেন হিন্দু কলেজের ছাত্র। তিনি তখন কেবল দু-একটি ইংরেজি কবিতা লিখছেন আর সময় পেলেই ঘোষণা দিয়ে বেড়াচ্ছেন যে ভবিষ্যতে তিনি অসাধারণ সব মহাকাব্য লিখবেন। কিন্তু যে মধুসূদন এমন আগাম ঘোষণা দিয়ে মাঠে নামতে পছন্দ করতেন, তিনি কিন্তু নাটক নিয়ে কোনো ঘোষণা দেননি। হয়তো তার সময়ও পাননি। নাটক রচনা করেছিলেন তিনি হঠাৎ করে; একেবারে বোঁকের মাথায়। সংস্কৃত ভাষায় লেখা 'রত্নাবলী' নামক একটি নাটকের আখ্যান অনুবাদ দেখে তাঁর হঠাৎ মনে হে, বাংলা ভাষায় বাংলাক নাটক লেখা হচ্ছে না কেন। ফলে মধুসূদন নিজেই নাটক লিখতে শুরু করলেন এবং এভাবে 'শর্মিষ্ঠা' লেখা হয়ে গেল। মধুসূদনের আগে নাটকে কিছুটা সফলতা দেখিয়েছিলেন রামনারায়ণ তর্কালঙ্কার। তিনি শুরু করেছিলেন লোক হাসানো নাটক দিয়ে। কুলীন বায়ুনদের অনেকগুলো বিয়ে করা নিয়ে দারুণ ব্যঙ্গ করে তিনি লিখেছিলেন 'কুলীনকুলসর্বষ' (১৮৫৪)। এতে হাসির উপাদান এত ছিল যে মঞ্চে অভিনয় করার আগে এটি পড়ে লোকের ব্যাপক হাসতে লাগল। ১৮৫৭ সালের মার্চ মাসে এটি প্রথম মঞ্চস্থ হয়। লোকে নাটক দেখে কতটা হাসল কিংবা কতটা কাঁদল, তখনকার নাট্যকারদের সেটি একটি বিবেচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ফলে এই সময়ে লেখা হতে লাগল লোক হাসানো আর কাঁদানোর নাটক। ১৮৫৬ সালে উমেশচন্দ্র মিত্র লিখলেন 'বিধবাবিবাহ' নাটক। ১৮৫৮ সালে, যখন সারা ভারতবর্ষ সিপাহী বিদ্রোহের পরাজয়ে হতবিস্তৃত, তখন বাংলা সাহিত্যে লেখা চলেছে 'কলিকৌতুক নাটক'। ১৮৫৮ সালে পাইকপাড়ার জমিদার ঈশ্বরচন্দ্র সিলহ ও প্রতাপচন্দ্র সাইকের পৃষ্ঠপোষকতায় কলকাতার বেলগাছিয়া নাট্যমঞ্চে রামনারায়ণ তর্করত্নের 'রত্নাবলী' নাটকটি অভিনীত হয়। শিল্পগুণ বিবর্জিত এই সাধারণ নাটকটির জন্য জমিদারদের বিপুল অর্থব্যয় ও উৎসাহ দেখে মধুসূদনের শিক্ষিত মন ব্যথিত হয়ে ওঠে। এরপর তিনি নিজেই নাট্যরচনায় প্রবৃত্তি হন। রামনারায়ণ

তর্করত্নের সংস্কৃত নাট্যশৈলীর প্রথা ভেঙে তিনি পাশ্চাত্য শৈলীর অনুসরণে প্রথম আধুনিক বাংলা নাটক রচনা করেন। মাইকেল মধুসূদনের নাট্যচর্চার কাল ও রচিত নাটকের সংখ্যা দুইই সীমিত। ১৮৫৯ থেকে ১৮৬১ - এই তিন বছর তিনি নাট্যচর্চা করেন। এই সময়ে তাঁর রচিত নাটকগুলি হলো: শর্মিষ্ঠা (১৮৫৯), একেই কি বলে সভ্যতা (১৮৬০), বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রৌ (১৮৬০), পদ্মাবতী (১৮৬০), কৃষ্ণকুমারী (১৮৬১)। এছাড়া মৃত্যুর পূর্বে রচনা করেন মায়াকানন (১৮৭৪) নামে একটি অসমাপ্ত নাটক। কেন তিনি বাংলা নাট্যসাহিত্যে প্রবেশ করলেন তাও বললেন- "কোথা বাল্যিকি ব্যাস কোথা তব কলিদাস.... মধুবলে জাগো মা গো, বিড় স্থানে এই"। শর্মিষ্ঠা: শর্মিষ্ঠা একটি পৌরাণিক নাটক। রচনাকাল ১৮৫৯। এটিই আধুনিক পাশ্চাত্য শৈলীতে রচিত প্রথম বাংলা নাটক। নাটকের আখ্যানবস্তু মহাভারতের আদিপর্বে বর্ণিত রাজা যযাতি, শর্মিষ্ঠা ও দেবযানীর ত্রিকোণ প্রেমের কাহিনী থেকে গৃহীত। অবশ্য পাশ্চাত্য নাট্যশৈলীতে লিখলেও, মাইকেল এই নাটকে সংস্কৃত শৈলীকে সম্পূর্ণ বর্জন করেন নি। এই নাটকের কাব্য ও অলংকার-বহুল দীর্ঘ সংলাপ, ঘটনার বর্ণনাত্মক রীতি, প্রবেশক, নটী, বিমূহক প্রভৃতির ব্যবহার সংস্কৃত শৈলীর অনুরূপ। আবার ইংরেজি সাহিত্যের রোমান্টিক ধারার প্রভাবও এই নাটকে স্পষ্ট। প্রথম রচনা হিসেবে দ্রুতিবিঘ্নিত থাকলেও, সেই যুগের ইংরেজি-শিক্ষিত পাঠক সমাজে এই নাটকটি খুবই সমাদৃত হয়। বেলগাছিয়া রঙ্গমঞ্চে সাফল্যের সঙ্গে নাটকটি অভিনীতও হয়। কৃষ্ণকুমারী নাটকে রাজপুত রাজাদের বীরত্বের প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে তাদের পারস্পরিক কলহ, ঈর্ষা, নারী লোলুপতার সামন্ততান্ত্রিক অনাচারকে তুলে ধরেন নাট্য-আখ্যানে। মধুসূদন কৃষ্ণকুমারীর কাহিনীকে রাজনৈতিক-ঐতিহাসিক পরিমণ্ডলে স্থাপন করলেও প্রত্যক্ষ পরিবার-জীবন এবং ব্যক্তিগত চিন্তবৃত্তির উপরেই গুরুত্ব আরোপ করেছেন। অথচ এটি একটি পারিবারিক বিপর্যয় ও ব্যক্তিগত কামনা-বাসনা-বেদনার কাহিনীতে সীমাবদ্ধ থাকেনি। কৃষ্ণকুমারী: কৃষ্ণকুমারী নাটক লেখা শেষ হবার প্রায় এক বছর পরে ১৮৬১ সালের শেষভাগে প্রকাশিত হয়। (পৃষ্ঠা- ১১৫) আখ্যাপত্রটি এখানে উদ্ধৃত হলো। "যুগসন্ধির সব বেদনা, অসহায়তা, দুর্বলতা ও শক্তিহীনতা একটা ধ্বংসমুখী জাতির অতীত গৌরবের কথা স্মরণ করে দীর্ঘশ্বাস এবং বর্তমান নীচতার চরমে নেমে গিয়ে আত্মদান কৃষ্ণকুমারীর কাহিনীর চারপাশে মহাকালের রুদ্ধ নৃত্যকে যেন বেঁধে রেখেছে। একটি রাজকন্যার বিবাহকে কেন্দ্র করে উদ্ভিত খুলিজেলে সারা দেশের এবং জাতির জীবনে একটি মহাযুগ ইতিহাসের ব্যাপকতা, বিস্তৃতি গান্ধী ব্যঞ্জিত হয়েছে।" ১৮৬০

সালে ৭ সেপ্টেম্বর কৃষ্ণকুমারী রচনা শেষ হলেও দীর্ঘ সাত বছর পরে ৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৬৭ সালে শোভাবাজার নাট্যাশালায় এটি প্রথমবার অভিনীত হয়। প্রথমত মদনিকা-ধনদাস-বিলাসবতীর প্রসঙ্গটি নিয়ে এসে বিচিত্র মানসিক প্রবৃত্তির সহযোগে, দ্বিতীয়ত মদনিকার চেষ্টায় মানসিংহের প্রতি কৃষ্ণকুমারীর ভালোবাসার উদ্ভব ঘটিয়ে নাটকটিকে হৃদয়বস্তুর বিচিত্র তরঙ্গদোলায় উৎপল করে তোলা হয়েছে। ইতিহাস-ঘটনাকে বিকৃত না করে, একান্ত স্বাভাবিক কল্পনার সাহায্যে তিনি এইসব মানবিক প্রসঙ্গকে স্থান দিয়েছেন নাট্যমধ্যে। ফলে নাটকটি ঐতিহাসিক ঘটনাপরম্পরায় পরিণত না পরিবর্তনের অস্থিরতা ধরা পড়েছে। মধুসূদনের এক আত্মল যখন একটি রাজকন্যার মৃত্যুর করুণ সুর বাজিয়েছে তখন তাঁর আর চার আত্মলের পেছনের বহু তারে বন্ধুর উঠছে। একেই কি বলে সভ্যতা ও বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রৌ: শর্মিষ্ঠার পরে ১৮৬০ সালে মাইকেল রচনা করেন একেই কি বলে সভ্যতা ও বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রৌ নামে দুটি গ্রন্থন। এই গ্রন্থন দুটি তাঁর শ্রেষ্ঠ নাট্যরচনা। প্রথম নাটকটির বিষয় ছিল ইংরেজি শিক্ষিত নব্য বাবু সম্ভ্রমায়ের উচ্ছৃঙ্খলতা ও দ্বিতীয়টির বিষয় ছিল সনাতনপন্থী সমাজপতিদের নৈতিক চরিত্রের অধঃপতন। এই নাটকে মাইকেলের পর্যবেক্ষণ শক্তি, সমাজবাস্তবতাবোধ ও কাহিনী, চরিত্র ও সংলাপ রচনায় কুশলতা বিশেষ প্রশংসা লাভ করে। কিন্তু নাটকের বিষয়বস্তু নব্য ও সনাতনপন্থী উভয় সমাজকেই বিক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। তাই বেলগাছিয়া রঙ্গমঞ্চে নাটকটি অভিনীত হওয়ার কথা থাকলেও, শেষ পর্যন্ত তা হয় নি। এতে মাইকেল খুবই হতাশ হয়েছিলেন এবং পরবর্তীকালে গ্রন্থন রচনা থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিলেন। পদ্মাবতী-১৮৬০ সালেই মধুসূদন রচনা করেন পদ্মাবতী নাটকটি। এটিও পৌরাণিক নাটক। তবে এই নাটকের ভিত্তি পুরোপুরি ভারতীয় পুরাণ নয়। গ্রিক পুরাণের 'অ্যাপেল অফ ডিসকর্ড' গল্পটি ভারতীয় পুরাণের মোড়কে পরিবেশন করেছেন মধুসূদন। গ্রিক পুরাণের জুনা, প্যালেস ও তেনাস এই নাটকে হয়েছেন শচী, মুরজা ও রতি। হেলেন ও প্যারিস হয়েছেন পদ্মাবতী ও ইন্দ্রনীল। তিন দেবীর মধ্যে রতিকে শ্রেষ্ঠ সুন্দরী নির্বাচিত করলে অন্য দুই দেবী ইন্দ্রনীলের প্রতি ক্রুদ্ধ হন এবং ইন্দ্রনীলের জীবনে বিপর্যয় নামিয়ে আনেন। শেষে রতি ও ভগবতীর চেষ্টায় ইন্দ্রনীল উদ্ধার পান এবং বিচ্ছিন্না স্ত্রী পদ্মাবতীর সঙ্গে তাঁর মিলন ঘটে। মূল গ্রিক উপাখ্যানটি বিয়োগান্তক হলেও, মাইকেল এই নাটকটিকে ইংরেজি 'ট্রাজিক-কমেডি' ধাঁচে করেছেন মিলনাক্ষয়। এই নাটকে সংস্কৃত নাট্যরীতির প্রভাব অল্পই। পুট-নির্মাণ, নাটকীয় দৃশ্য উপস্থাপনা ও চরিত্র চিত্রণে মাইকেল এখানে আগের থেকে পরিণত হয়েছেন। মায়াকানন-কৃষ্ণকুমারী নাটক রচনার পর মাইকেল কাব্যরচনায় পুরোদমে মনোনিবেশ করেন। শেষ জীবনে মৃত্যুশয্যাায় শুয়ে বেঙ্গল থিয়েটারের কর্ণধার শরচ্চন্দ্র ঘোষের অনুরোধে তিনি মায়াকানন নাটকটি রচনায় হাত দেন। নাটকটি তিনি শেষ করতে পারেন নি। শেষ করেছিলেন ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। এই নাটকটির শিল্পমূল্য বিশেষ নেই। মাইকেলের সৃষ্টি প্রতিভার কোনো সাক্ষর এতে পাওয়া যায় না।

তারায় তারায় আকাশ



আমাদের রবীন্দ্রনাথ, বিশ্বের রবীন্দ্রনাথ

পর্ব-১৪

- আবু হোয়ায়রা

১৯৩০ সালে রবীন্দ্রনাথ আইনস্টাইনের সাথেও জার্মানিতে গিয়ে দেখা করেন। দর্শন, মানুষ, ধর্ম, ইত্যাদি বিষয় নিয়ে তাদের সাথে কথা হয়েছিল। আলোচনা করছি তাঁর সাহিত্য নিয়ে। তাই পারিবারিক জীবন বা জমিদারীটা টানলাম না। থাকনা কিছু জিনিস অজানা। তার স্ত্রীর নাম ছিল ভবতারিণী দেবী। যার নাম পরিবর্তন করে তিনি মৃণালিনী দেবী রেখেছিলেন। তাদের ছিল তিন মেয়ে আর দুই ছেলে। ছোট ছেলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে তিনি 'কৃষি' বিষয়ে পড়তে লন্ডনে পাঠান। তিনি জানতেন-কৃষি প্রধান বাংলায় কার গুরুত্ব কি।

মৃত্যুর ছয়মাস পূর্ব থেকেই হাঁটতে পারতেন না। মাস তিনেক আগে চোখে ছানি পড়েছিল। পরিবার তার কথা না শুনেই তাকে অস্ত্রপাচারের ব্যবস্থা করলো। ৮০ বছরের বৃদ্ধ রবীন্দ্রনাথ অজ্ঞান হওয়ার পর জ্ঞান ফিরিয়ে চলার মত থাকলেন না। ১৯৪১ সালের ৭ আগস্ট, (১২ : ৪ মিনিটে) মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন।

১৯৪০ সালে ৭ আগস্ট তাকে সম্মানসূচক ডিলিট উপাধি দিয়েছিল অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়। ঠিক ১ বছর পর একই দিনে চলে গেলেন রবীন্দ্রনাথ। তাকে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ও ডিলিট উপাধি দিয়েছিল, ১৯১৩ সালে কলকাতা, ১৯৩৫ সালে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৩৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৩৮ সালে ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় এবং সর্বশেষ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৪০ সালে।

হায়রে ডিলিটের কাগজ আর নোবেল পদক - রয়ে গেছে শান্তিনিকেতনে শুধু কবি নেই। তবে কবি আছে - আমাদের মত শত শত ভক্ত হৃদয়ের গানে, কবিতায়, চিন্তায়, ভালবাসায় আর বিরহে। তার সম্পর্কে কিছু না লিখতে পারলেও তার গ্রন্থগুলোর তালিকা দিয়ে দিলাম।

কাব্যগ্রন্থ কবিকাহিনী (১৮৭৮), বনফুল (১৮৮০), ভগ্নহৃদয় (১৮৮১), সন্ধ্যাসঙ্গীত (১৮৮২), ছবি ও গান (১৮৮৪), শৈশব সঙ্গীত (১৮৮৪), ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী (১৮৮৪), কড়ি ও কোমল (১৮৮৬), মানসী (১৮৯০) চিত্রাঙ্গদা (১৮৯২), সোনার তরী (১৮৯৪), নদী (১৮৯৬), চিত্রা (১৮৯৬), চৈতালি (১৮৯৬), কাণিকা (১৮৯৯), কথা (১৯০০), কল্পনা (১৯০০), ক্ষণিকা (১৯০০), মেঘদূত (১৯০১), খেয়া (১৯০৬), শিশু (১৯০৯), গীতাঞ্জলি (১৯১০), স্মরণ (১৯১৪), বলাকা (১৯১৬), পলাতক (১৯১৮), শিশু ভোলানাথ (১৯২২), পূরবী (১৯২৫), লেখন (১৯২৭), মহয়া (১৯২৯), বনবাণী (১৯৩১), পরিশেষ (১৯৩২),

পুনক (১৯৩২), বিচিত্রিতা (১৯৩৩), শেষ সপ্তক (১৯৩৫), বীথিকা (১৯৩৫), পত্রপুট (১৯৩৬), শ্যামলী (১৯৩৬), খাপছাড়া (১৯৩৭), ছড়ার ছবি (১৯৩৭), প্রান্তিক (১৯৩৮), স্বেচ্ছাতি (১৯৩৮), প্রহাসিনী (১৯৩৯), আকাশপ্রদীপ (১৯৩৯), নবজাতক (১৯৪০), সানাই (১৯৪০), রোগশয্যা (১৯৪০), আরোগ্য (১৯৪১), জন্মদিনে (১৯৪১), ছড়া (১৯৪১), ছড়া (১৯৪১), শেষলেখা (১৯৪১), ফুলঙ্গ (১৯৪৫), বৈকালী (১৯৫১), চিত্রবিচিত্র (১৯৫৪)।

উপন্যাস : করুণা (অসমাপ্ত, ১৮৭৭), বৌঠাকুরাণীর হাট (১৮৮৩), চোখের বালি (১৯০৩), নৌকাডুবি (১৯০৬), প্রজাপতির নির্বন্ধ (১৯০৮), গোরা (১৯১০), ঘরে বাইরে (১৯১৬), চতুরঙ্গ (১৯১৬), যোগাযোগ (১৯২৯), শেষের কবিতা (১৯২৯), দুইবোন (১৯৩৩), মালঞ্চ (১৯৩৪), চার অধ্যায় (১৯৩৪)।

কাব্যনাট্য গীতিনাট্য ও নাটক প্রহসন : বাল্মীকিপ্রতিভা (১৮৮১), কালমগয়া (১৮৮২), মায়ার খেলা (১৮৮৮), রাজা ও রাণী (১৮৮৯), বিসর্জন (১৮৯০), রুদ্রচ (১৮৮১), প্রকৃতির প্রতিশোধ (১৮৮৪), নলিনী (১৮৮৪), গোড়ায় গলদ (১৮৯২), বৈকুণ্ঠের খাতা (১৮৯৭), হাস্যকৌতুক (১৯০৭), ব্যঙ্গকৌতুক (১৯০৭), শারদোৎসব (১৯০৮), প্রায়শ্চিত্ত (১৯০৯), রাজা (১৯১০), ডাকঘর (১৯১২), মালিনী (১৯১২), বিদায় অভিষাপ (১৯১২), অলম্যতন (১৯১২), ফাহুদী (১৯১৬), গুরু (১৯১৮), অরুণপরতন (১৯২০), ঋণশোধ (১৯২২), বসন্ত (১৯২৩), গৃহপ্রবেশ (১৯২৫), চিরকুমার সত্য (১৯২৬), শোধবোধ (১৯২৬), নটীর পূজা (১৯২৬), রক্তকরবী (১৯২৬), ঋতুরঙ্গ (১৯২৭), শেষরক্ষা (১৯২৮), পরিদ্রাণ (১৯২৯), তপতী (১৯২৯), নবীন (১৯৩১), কালের যাত্রা (১৯৩২) চঞ্জালিকা (১৯৩৩), তাসের দেশ (১৯৩৩), বাঁশরী (১৯৩৩), শ্রাবণগাথা (১৯৩৪), নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা (১৯৩৬), চঞ্জালিকা নৃত্যনাট্য (১৯৩৮), শ্যামা (১৯৩৯)

গল্পগ্রন্থ : ছোটগল্প (১৮৯৪), বিচিত্র গল্প (১৮৯৪), কথা চতুষ্টয় (১৮৯৪), গল্পদশক (১৮৯৫), কর্মফল (১৯০৩), গল্প চারিটি (১৯১২), গল্পসপ্তক (১৯১৬), পয়লা নম্বর (১৯২০), সে (১৯৩৭), তিনসঙ্গী (১৯৪০), গল্পসল্প (১৯৪১)।

ভ্রমণকাহিনী : যুরোপপ্রবাসীর পত্র (১৮৮১), যুরোপযাত্রীর ডায়ারি (১ম খ - ১৮৯১; ২য় খ -

১৮৯৩), জাপান যাত্রী (১৯১৯), যাত্রী (১৯০৮), রাশিয়ার চিঠি (১৯৩১), জাপানে পারস্যে (১৯৩৬), পথে ও পথের প্রান্তে (১৯৩৮), পথের সঞ্চয় (১৯৩৯)।

ভাষা ও সাহিত্যসমালোচনা সমালোচনা (১৮৮৮), প্রাচীন সাহিত্য (১৯০৭), সাহিত্য (১৯০৭), আধুনিক সাহিত্য (১৯০৭), শিক্ষা (১৯০৮), শব্দতত্ত্ব (১৯০৯), হৃদয় (১৯৩৬), সাহিত্যের পথে (১৯৩৬), বাংলাভাষা-পরিচয় (১৯৩৮), সাহিত্যের স্বরূপ (১৯৪৩)।

গান : রবীন্দ্রাষা (১৮৮৫), গানের বহি ও বাল্মীকিপ্রতিভা (১৮৯৩), বাউল (১৯০৫), গীতিমালা (১৯১৪), গীতালি (১৯১৪), শাপমোচন (১৯৩১), বৈকালী (১৯৫১), প্রবাহিনী (১৯৫২)।

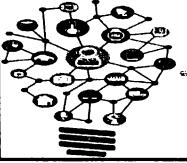
প্রবন্ধসমূহ : বিবিধ প্রসঙ্গ (১৮৮৩), রামমোহন রায় (১৮৮৫), আলোচনা (১৮৮৫), মন্ত্রী অভিষেক (১৮৯০), পঞ্চভূত (১৮৯৭), উপনিষদ ব্রহ্ম (১৯০১), আত্মশক্তি (১৯০৫), ভারতবর্ষ (১৯০৬), বিচিত্র প্রবন্ধ (১৯০৭), চারিত্রপূজা (১৯০৭), রাজাপ্রজা (১৯০৮), সমুহ (১৯০৮), স্বদেশ (১৯০৮), সমাজ (১৯০৮), ধর্ম (১৯০৮), শান্তিনিকেতন (১-৮ অংশ, ১৯০৯), বিদ্যাসাগরচরিত (১৯০৯), শান্তিনিকেতন (৯-১১ অংশ, ১৯১০), শান্তিনিকেতন (১২-১৩ অংশ, ১৯১১), শান্তিনিকেতন (১৪ অংশ, ১৯১৫), শান্তি নিকেতন (১৫-১৭ অংশ, ১৯১৬), সঞ্চয় (১৯১৬), কর্তার ইচ্ছায় কর্ম (১৯১৭), মানুষের ধর্ম (১৯৩৩), ভারতপথিক রামমোহন রায় (১৯৩৩), শান্তিনিকেতন (প্রথম খণ্ড ১৯৩৫, দ্বিতীয় খণ্ড ১৯৩৫), প্রাজ্ঞনী (১৯৩৬), কালান্তর (১৯৩৭), বিশ্বপরিচয় (১৯৩৭), সভ্যতার সংকট (১৯৪৮), বিশ্বভারতী (১৯৫১), শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম (১৯৫১), সমবায়নীতি (১৯৫৪), ইতিহাস (১৯৫৫), বুদ্ধদেব (কেয়েকটি প্রবন্ধ ও কবিতা এতে আছে, ১৯৫৬), খৃষ্ট (১৯৫৯)।

আত্মজীবনকথা: জীবনস্মৃতি (১৯১২), ছেলবোলা (১৯৪০)।

চিঠিপত্র চিঠিপত্র (১৮৮৭), ছিন্নপত্র (১৯১২), ভানুসিংহের পত্রাবলী (১৯৩০), সুর ও সংগতি (১৯৩৫), চিঠিপত্র-১ (১৯৪২), চিঠিপত্র-২ (১৯৪২), চিঠিপত্র-৩ (১৯৪২), চিঠিপত্র-৪ (১৯৪৩), চিঠিপত্র-৫ (১৯৪৫), চিঠিপত্র-৬ (১৯৫৭), চিঠিপত্র-৭ (১৯৬০), ছিন্নপত্রাবলী (১৯৬০)।

বিবিধ রচনা মহাত্মাজি এ্যান্ড দি ডিপ্রেসড হিউম্যানিটি (১৯৩২), লিপিকা (১৯২২), চিত্রলিপি-১ (১৯৪০), চিত্রলিপি-২ (১৯৫১)।

রবীন্দ্রনাথের রচনা সংকলন কাব্যগ্রন্থাবলী (১৮৯৬), গল্পগ্রন্থ-১ (১৯০০), কাব্যগ্রন্থ ১-৯ (১৯০৩-১৯০৪), রবীন্দ্রগ্রন্থাবলী (১৯০৪), চয়নিকা (১৯০৯), গীতবিতান (১৯৩১), সঞ্চয়িতা (১৯৩১), রবীন্দ্ররচনাবলী (১৯৩৯)।



ঝিক্সার বনস্পেট

বাংলা - এম. মনিরুজ্জামান গবেষক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

এ পর্বে প্রতি সংখ্যায় এমন একটি নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হবে, যে বিষয়ে চাকরিপ্রার্থীদের বরাবরই কনফিউশন থাকে। আমরা এরকম বিষয়গুলো গভীরভাবে বিশ্লেষণ করতে চাই, যাতে পল্লীক্ষার্থীরা উক্ত বিষয়ে সম্যক ধারণা লাভ করবে।

এবারের বিষয়: বাংলা গদ্যের আদি নিদর্শন

মূল আলোচনা : বিগত বছরগুলোয় চাকরি পরীক্ষার প্রশ্ন বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় বাংলা সাহিত্য থেকে প্রায়ই জানতে চাওয়া হয় যে, বাংলা গদ্যের আদি নিদর্শন কোনটি? বিভিন্ন বইয়ে এর ভিন্ন ভিন্ন উত্তর করা আছে। এখান থেকেই ভৈরি হয়েছে জটিলতা। আর জটিলতা নিরসনে বাংলা গদ্যের ইতিহাস পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।

প্রশ্ন : বাংলা গদ্যের আদি নিদর্শন কোনটি? [Sonali Bank Ltd. Recruitment Test-2018]

ক. চর্যাপদ খ. কোচবিহার রাজের লেখা চিঠি

গ. শেখ শুভোদয়া ঘ. নরোত্তম দাসের দেহকড়চা

[আরেকটি অপশন দেয়া থাকে; যেমন : 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ'।

বাংলা গদ্যের ইতিহাস

বাংলা সাহিত্যে কবিতা, ছড়া, গান, গাথা, গীত ইত্যাদির মতো গদ্যের ইতিহাস অতোটা প্রাচীন নয়। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগে গদ্য সাহিত্যের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায় না। তৎকালীন সময়ে পদ্য সাহিত্য যেভাবে চর্চিত ও রক্ষিত হয়েছিল সেভাবে গদ্য সাহিত্য বিকশিত হয়নি। এর গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিসেবে মনে করা হয় গান, কবিতা বা পদ্য সাহিত্য যেভাবে শতকের পর শতক রচনা, গাওয়া ও ধারণ করার বিষয় ছিল, গদ্যের ক্ষেত্রে তা ছিল না। পদ্যের কাঠামোর বাইরে বিবরণমূলক কিছু শব্দ এবং অনুবাক্য পাওয়া যায় এগার শতক থেকে (পাল আমলে) রচিত কিছু তাম্রলিপি এবং তাম্র শাসনে। তবে এসব লিপির সঠিক তারিখ সর্বত্র দেওয়া নেই আর এসব লেখায় ছন্দ বা কাব্য সাহিত্যের প্রভাব অনেক বেশি ছিল।

সেন আমলেও (১১ শতক থেকে ১৩ শতক) বাংলা গদ্য সাহিত্য বিকাশ লাভ করেছিল এরকম কোনো নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় না। সেন রাজারা সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য চর্চায় পৃষ্ঠপোষকতা দিলেও স্থানীয় বাংলা ভাষা চর্চায় তাঁরা আদৌ কোনো সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন বলে জানা যায় না। ১২০৪ সালে বাংলায় মুসলিম শাসনের সূত্রপাত হলেও বাংলার ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ ঘটেনি। সেসময় রাজপৃষ্ঠপোষকতা নিয়ে ফারসি ভাষা সংস্কৃতির স্থান দখল করে। বাংলা ভাষা আবার অবহেলার শিকার হয়।

পনের শতকে বাংলা গদ্য সাহিত্য তথা সমগ্র বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে গৌরবকাল হিসেবেই ধরা যায়। এ সময় মুসলমান শাসকগণ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করতে শুরু করেছিলেন। যে সকল মুসলমান শাসক বাংলা ভাষায় সাহিত্য রচনায় বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করেছিলেন তাদের মধ্যে সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহ ছিলেন অগ্রগণ্য। এর ফলে পনের শতক ও তৎপরবর্তী সময়ে বাংলা সাহিত্যে বাঙালি সাহিত্যিকগণ অগ্রহী হয়ে ওঠেন।

বাংলা গদ্যের আদি নিদর্শন

বাংলা গদ্যের আবির্ভাব কোনো মসৃণ পথে হয়নি। বাংলা গদ্যের আদি কাঠামো ধরলে পাওয়া যায় ব্যক্তিগত চিঠিপত্র, প্রশস্তি, তাম্রলিপি, দলিল-দস্তাবেজ, কড়চা জাতীয় নিবন্ধ প্রভৃতি। তবে এগুলো যে সাহিত্যিক উদ্দেশ্যে রচিত হয়নি, তা স্পষ্টই বলা যায়। বাংলা গদ্যের এসব নিদর্শন খ্রিষ্টীয় ১৬শত শতকে বা তারও আগে মিললেও 'সুসংবদ্ধ সাহিত্যিক গদ্য' এর উদ্ভব ও বিকাশ ১৮০০ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠার পূর্বে হয়নি বলে সাহিত্যবোদ্ধারা মনে করেন।

১৬ শতক বাংলা গদ্যের সূচনালগ্ন হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ। পূর্বেই বলা হয়েছে, এসময়ের গদ্য সাহিত্য ব্যক্তিগত চিঠিপত্র, প্রশস্তিমূলক পত্র, দলিল-দস্তাবেজ, কড়চা ইত্যাদির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এরকম একটি নিদর্শন ছিল ১৫৫৫ সালে লিখিত 'আসাম রাজের নিকট কোচবিহার রাজের চিঠি'। এটি বাংলায় লেখা হলেও এতে সংস্কৃত, ফারসি ও আরবি ভাষার প্রবল প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। প্রথম বাংলা ভাষায় লিখিত কোনো বিশেষ গদ্য নিদর্শন হওয়ায় এটিই বাংলা গদ্যের আদি নিদর্শন বলে স্বীকৃত।

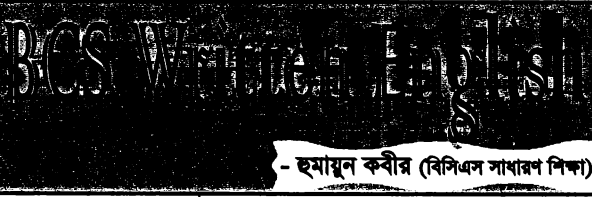
বাংলা গদ্যের পরবর্তী নিদর্শনসমূহ

ব্যক্তিগত চিঠিপত্র এবং দলিল দস্তাবেজ ছাড়াও বাংলা গদ্যের প্রথমদিককার কিছু নমুনা আয়ুর্বেদের পাণ্ডুলিপি এবং বৈষ্ণবপদকর্তা ও সহজিয়াদের ধর্মীয় পুস্তিকা থেকে পাওয়া যায়। প্রদ্বোত্তর আকারে লেখা এসব জীবনীভিত্তিক রচনাকে বলা হতো 'কড়চা'। এ ধারার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গদ্য নিদর্শন হলো- বৈষ্ণব আন্দোলনের পুরোধা শ্রীচৈতন্যদেবের ভাবশিষ্য কবি নরোত্তম দাসের (১৫৩১-১৬১১) 'দেহকড়চা'। এছাড়াও আরো কিছু সাহিত্য হলো- রূপ গোস্বামীর 'কারিকা' (১৬৩১); চণ্ডিদাসের 'চৈতন্যরূপ প্রাপ্তি' (১৬৭৫) এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'রাগময়ীকণা'।

বাংলা গদ্য সাহিত্যের বিকাশে অষ্টাদশ শতক একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়। এ সময় পর্তুগিজ পাদ্রি মনোএল দা আসসুশ্পাসাঁউ কর্তৃক পর্তুগালের লিসবন থেকে প্রকাশিত হয় 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ'। এটি বাংলা গদ্য সাহিত্যের 'অন্যতম আদি নিদর্শন'। পাদ্রি অসুশ্পাসাঁউ প্রকাশিত এ গ্রন্থটি তিনি রচনা করেছিলেন বাংলায় জনগণের মধ্যে খ্রিষ্টধর্ম প্রচারের জন্য। এটি পর্তুগিজ ভাষায় রচিত। তবে একইসঙ্গে বঙ্গানুবাদ প্রদান করা হয়েছে। অর্থাৎ বলা যায় এটি একটি দ্বিভাষিক গ্রন্থ।

কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ থেকে নিম্নে কিছু অংশ উল্লেখ করা হলো : "ফাদিয়া দেশে একটি সিপাই বড় তেজোবন্ত আছিল। লড়াই করিতে করিতে বড় নাম তাহার হইল, এবং রাজায় তাহারে অনেক ধন দিলেন। ধন পাইয়া তাহার পিতামাতার ঘরে গেল।"

তার পদে গদ্যের আদি নিদর্শন বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন। এটি একটি পদ্য সাহিত্য। অন্যদিকে 'দেহকড়চা' আয়ুর্বেদের গদ্য সাহিত্যের প্রথম নিদর্শন।



38th BCS Written English

৩৮তম বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রস্তুতি

Question no-1

- এই সকল প্রশ্নের উত্তরগুলো যথাসম্ভব সংক্ষেপে এবং to the point-এ দিতে হবে। এখানে কোনো অপ্রয়োজনীয় তথ্য add করা যাবে না। অনেকে উত্তরের length বাড়ানোর জন্য একটু বেশি করে লেখার প্রবণতা দেখায়। এতে করে নম্বর কমে যায়।
- প্রশ্নের উত্তর লেখার সময় প্রশ্ন থেকে উত্তর কেটে কাজ করা উত্তম।
- প্রশ্নের উত্তর লেখার সময় Passage থেকে কোনো Sentence হুবহু নেয়া যাবে না। তবে Sentence-এর Part, Phrase বা Word নিয়ে পরীক্ষার্থীকে নিজের মতো সাজিয়ে উত্তর দিতে হবে।
- এই সকল প্রশ্নের উত্তর Point আকারেও দেয়া যাবে।
- পরীক্ষার্থীদের intellectuality দেখার জন্য ৩/৪টি creative প্রশ্ন থাকবে, যার উত্তর গোটা Passage পড়েও পাওয়া যাবে না। Passage-এর Main theme-এর সাথে এই প্রশ্নগুলো related-ও না। এক্ষেত্রে Passage ভালো করে পড়ে এবং ভালোভাবে বুঝে নিজের কল্পনাসজ্জি দ্বারা এই সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

Question no-2

এখানে Passage-এ ব্যবহৃত word/expression দেয়া থাকবে এবং তার অর্থ লিখতে হবে। Word/expression-এর Dictionary meaning লেখা যাবে না। ঐ word/expression-টি। Passage-এ কী অর্থ ব্যবহৃত হয়েছে, এখানে ঠিক সেই অর্থ লিখতে হবে। তাদের অর্থ এক word/expression-এ explain করে দেয়া যাবে।

Question no-3

এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পরীক্ষার্থীকে পরীক্ষার খাতায় পুরো box-টি তুলে (a), (b), (c) ... এর নির্দিষ্ট জায়গায় উপযুক্ত শব্দটি বসিয়ে box-এর cell-টি পরিপূর্ণ করতে হবে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন Suffix এবং Prefix-সমূহ যুক্ত হয়ে কীভাবে Noun, Adjective এবং Verb তৈরি হয়, তা ভালোভাবে জানতে হবে।

Question no-4

প্রশ্নের এই অংশে দুটো Simple sentence বা দুটো Clause দেয়া থাকবে এবং তাদেরকে Join করে একটি Complex বা Compound sentence তৈরি করতে হবে। এদেরকে Simple sentence-ও করা যাবে, তবে Complex বা Compound sentence করা অনেক সহজ।

দুটো Sentence/Clause-কে Subordinating Conjunction বা Relative Pronoun ব্যবহার করে Complex করা যায়। আর Compound করতে বিভিন্ন Co-ordinating Conjunction ব্যবহার করতে হবে।

Question no-5

এই অংশে Passage থেকে important কিছু শব্দ বা expression দেয়া থাকবে। সেই word/expression-গুলোকে নিজের মতো করে গুছিয়ে Sentence তৈরি করতে হবে। এক্ষেত্রে Passage থেকে কোনো Sentence নেয়া যাবে না এবং Passage-এর idea থেকেও কোনো Sentence গঠন করা যাবে না। এই অংশে Punctuation এবং Capitalization-এর ব্যবহার থাকতে পারে। এদের নিয়ম ভালো করে পড়ে বেশ কিছু Practice করতে হবে।

Question no-6

প্রশ্নে একটি Comprehension দেয়া থাকে। সেই Comprehension-টি ভালোভাবে পড়ে তার Summary করতে হবে। Summary হলো একটি বিস্তৃত বিষয়ের সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনা। Summary পড়ে কোনো বড় বিষয় সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়।

Summary লেখার Technique :

- Summary-তে কোনো title দেয়া যাবে না।
- প্রদত্ত Comprehension-টি ভালোভাবে পড়ে তার মূল বিষয়বস্তুকে এখানে নিজের মতো করে গুছিয়ে উপস্থাপন করতে হবে। Main theme ছাড়া অপ্রয়োজনীয় কোনো অংশ add করা যাবে না।
- Comprehension-এ যদি কোনো উদাহরণ, উপমা, তুলনা, অভিজ্ঞতা, প্রবাদ, কারো বক্তব্য ইত্যাদি থাকে, তবে এগুলোকে Summary-তে বাদ দিতে হবে এবং কখনোই এগুলো লেখা যাবে না।
- Summary-তে কোনো point লেখা হলে ঐ point-এর ব্যাখ্যা/explanation পরবর্তী কোনো Sentence-এ দেয়া যাবে না।
- Summary-এর দৈর্ঘ্য হবে প্রদত্ত Passage-এর এক-তৃতীয়াংশের কম। প্রতি তিন/চারটা Sentence পড়ে মূল বিষয়বস্তু বের করে তাকে Summary-তে এক Sentence-এ উপস্থাপন করতে হবে।
- Summary-তে লেখকের নিজস্ব কোনো মতামত, বক্তব্য বা Suggestion দেয়া যাবে না।
- এখানে Passage থেকে কোনো Sentence হুবহু তুলে দেয়া যাবে না। তবে Sentence-এর বিভিন্ন Part, Phrase বা Word-কে নিজের মতো করে সাজিয়ে নিয়ে নতুন Sentence-এ উপস্থাপন করতে হবে।

viii. Summary-এর language হবে যতোটা সম্ভব পরীক্ষার্থীর নিজের মতো। ভাষার জটিলতা, কঠিন শব্দের প্রয়োগ এবং ভাষার অলংকার বাদ দিয়ে সহজ-সরল ভাষায় মূল বক্তব্যকে উপস্থাপন করতে হবে।

Question no-7

Letter to the Editor of an English Daily প্রশ্নপত্রে একটি Comprehension দেয়া থাকে। সেই Comprehension পড়ে related সমস্যা/বিষয় উপস্থাপন করে তার আলোকে ইংরেজি দৈনিক পত্রিকায় একটি Article লিখতে হয়। এখানে যে Article-টি সংবাদপত্রের জন্য লিখতে হবে, তা কখনোই Passage থেকে নেয়া যাবে না এবং তা Passage-এ পাওয়াও যাবে না। Passage-এর বাইরের কোনো বিষয়কে এই Article-এ নতুনভাবে সন্নিবেশ করে Article-টিকে সাধারণ জনগণ ও সংবাদপত্রের সকল পাঠকের কাছে আকৃষ্ট করার ব্যবস্থা করতে হবে।

Letter to the Editor-এর দুটি অংশ-

- Cover letter এবং ii. Article.
- Cover letter :** Cover letter লেখার একটি নির্দিষ্ট নিয়ম রয়েছে। সেই নিয়ম follow করে Cover letter লেখা হলে তাতে full marks পাওয়া যায়। পরীক্ষায় Cover letter-এর জন্য সর্বদা আলাদা নম্বর বরাদ্দ থাকে।

ii. Article :

Article লেখার Technique :

- খবরের কাগজে প্রকাশিত হবে, এমন Article-এর জন্য একটি সুন্দর Heading থাকবে। এই Heading-টিকে Sentence form-এ লেখা যাবে না। Heading-টি যথাসম্ভব কম শব্দে অত্যন্ত আকর্ষণীয় করতে হবে। এতে করে পাঠকরা Heading দেখে আকৃষ্ট হয়ে Article-টি পড়ার প্রতি আগ্রহী হয়।
- প্রশ্নপত্রে যে বিষয়/Point-এর উপরে Article লিখতে বলা হবে, কেবলমাত্র সেই বিষয়ের উপরই Article লিখতে হবে।
- প্রশ্নপত্রে উপস্থাপিত Point-টির আলোচনার শুরুতে ঐ বিষয়ের সাধারণ আলোচনামূলক একটি Para লিখতে হবে।
- যে বিষয়/ Point-টির উপর আলোকপাত করতে বলা হবে, সেই বিষয়টি সম্বন্ধে পরীক্ষার্থীর ব্যাপক ধারণা এখানে সন্নিবেশ করতে হবে। বিশেষ করে Point-টির উপর বিস্তৃত আলোচনামূলক ব্যাখ্যা/ explanation দিতে হবে।
- এই Article-টি সাধারণ জনগণ এবং পাঠকদেরকে আকৃষ্ট করার জন্য লিখতে হবে।
- এই Article-টি তথ্যবহুল হতে হবে। সেখানে বিষয়টির উপর ব্যাপক তথ্য add করতে হবে।
- এই Article-টি পড়ে জনগণ যেন তথ্যসমৃদ্ধ হয়, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। যথাযথ কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন Organisation যেন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারে, সেদিকে খেয়াল রেখে Article-টি লিখতে হবে।
- এই Article-এ একাধিক Para থাকবে। Para-গুলোর মধ্যে যেন logical coherence থাকে, তা খেয়াল রাখতে হবে।
- এই Article শেষ হলে সবার শেষে লেখকের নাম এবং Short address থাকবে।

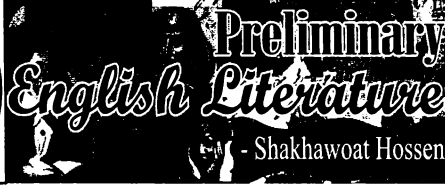


Some Exclusive Idioms for BCS, Bank Job, Varsity and Medical Admission

01. **'Half the battle'** - substantial asset (কোন একটি লক্ষ্য বা কাজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ) [Sonali, Janata, Rupali, Bangladesh Krishi Bank, recruitment test for S-12.01.2018]
02. **'Bolt from the blue'** - (বিনা মেয়ে বজ্রপাত) [Sonali, Janata, Rupali, Bangladesh Krishi Bank, recruitment test for S-12.01.2018]
03. **'Chalk for cheese'** - (নাকের বদলে নরুন) [Sonali, Janata, Rupali, Bangladesh Krishi Bank, recruitment test for S-12.01.2018]
04. **'Take the bull by the horns'** - Deal the situation decisively (সাহসের সঙ্গে বিপদ মোকাবিলা করা) [Rupali Bank Ltd. recruitment test for officer (cash) 09.03.2018]
05. **'To make headway'** - make progress - (উন্নতি করা বা অগ্রগতি অর্জন করা) [Rupali Bank Ltd. Recruitment Test for officer (cash) 09.03.2018]
06. **'Hey-day'-peak point** - (চূড়ান্ত শক্তি বা সমৃদ্ধির সময় বা স্বর্ণযুগ) [Rupali Bank Ltd. recruitment test for officer (cash) 09.03.2018]
07. **'A piece of cake'** - something is very easy (সহজ বা আরামপ্রদ) [Investment Corporation of Bangladesh recruitment test for officer (cash) 16.03.2018]
08. **'Hit pay dirt'** - to achieve something valuable after on arduous search (অনেক খোঁজা খোঁজির পর মূল্যবান কোন কিছু খুঁজে পাওয়া) [Sonali Bank Ltd. Recruitment Test for officer 30.03.2018]
09. **'Ad hoc'** - special purpose (তদর্থক; বিশেষ উদ্দেশ্যে বিহিত; অপূর্ব নির্ধারিত; অনানুষ্ঠানিক) [Bangladesh Kishi Bank Recruitment Test for data entry operator 30.03.2018]
10. **'To show the white feather'** - to act like a coward (ভয়ের লক্ষণ প্রদর্শন করা বা ভীক/ কাপুরুষের মতো আচরণ করা) [Bangladesh Bank Ltd. Recruitment Test for officer (general) 27.05.2018]
11. **'To come to the fore'** - prominent (বিখ্যাত হওয়া; গুরুত্বপূর্ণ হওয়া বা দৃষ্টিগোচর হওয়া) [Sonali Bank Ltd. Recruitment Test for Senior officer 1.06.2018]
12. **'He is such a Good Samaritan'** - He is helpful person (যে ব্যক্তি দৃষ্ট মানুষের জন্য করুণা বোধ করে এবং তার সাহায্যে এগিয়ে আসে) [Sonali Bank Ltd. Recruitment Test for Senior officer 1.06.2018]
13. **'Paint a rosy picture'** - likely to be good or successful. [IBPS Bank Specialist officers Exam 2012]
14. **'I let the chips fall where they may'** - I do not try to control my destiny. [IBPS Bank Specialist officers Exam 2012]
15. **'Put the foot down'** - Obstructed her from leaving the house./Not to yield [SBI Clerical Staff Exam 2011] [SSC CAPFs & Delhi Police SI Exam. 2016]
16. **'a hornet's nest'** - An unpleasant situation. [SSC CAPFs & Delhi Police SI Exam. 2016]
17. **'To roll out the red carpet'** - To give a grand welcome. [SSC CAPFs & Delhi Police SI Exam. 2016]
18. **'Have a foot in the grave'** - Be close to death. [SSC CAPFs & Delhi Police SI Exam. 2016]
19. **'To pick holes'** - To criticize someone [SSC CAPFs & Delhi Police SI & Assistant SI Exam. 2016]
20. **'Rides the high horse'** - Superior. [SSC Delhi Police SI Exam.]
21. **'Much ado about nothing'** - To make a fuss over small matter. [SSC CGL Exam. 2013]
22. **'Under the thumb of'** - Under control of. [SSC (10+2) Level DEO & LDG Exam. 2012]
23. **'A hard nut to crack'** - A difficult problem. [SSC (10+2) Level DEO & LDG Exam. 2012]
24. **'Wild goose chase'** - Futile exercise. [SSC CAPFs & Delhi Police SI Exam. 2012]
25. **'Buried the hatchet'** - Stop fighting ; be friendly. [SSC CAPFs & Delhi Police SI Exam. 2012]
26. **Down to the wire** - undecided until the end, at the last minute. (শেষ মুহূর্তে বা সংঘটিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত অমীমাংসিত)
27. **Upper hand** - Control of a situation. (কোন অবস্থা নিয়ন্ত্রণ করা)
28. **Drop a dime** - Make a phone call.
29. **Mind your Ps and Qs** - Behave properly.
30. **Break a leg** - A wish of good luck, do well. (সৌভাগ্য কামনা, সাফল্য প্রদর্শন)
31. **Horse sense** - Common sense, able to stand the test of reasonableness. (সাধারণ জ্ঞান)
32. **In the black** - To be making money (অর্থ সঞ্চতি লাভের অবস্থা)
33. **In the red** - To be losing money. (অর্থ সঞ্চতিহীন হওয়ার অবস্থা)
34. **Kiss of death** - Something that will lead to future failure. (বার্যতার পূর্বলক্ষণ, যা বার্যতার দিকে ধাবিত করে)
35. **Long in the tooth** - To be getting old. (বয়স বেড়ে যাওয়া)
36. **The cold shoulder** - An unfriendly reception. (উদাসীন ভাব দেখানো)
37. **Albatross around your neck** - Burdened by stigma or shame from a past deed.
38. **In a pigs eye** - Not true, a lie, a misperception, false. (মিথ্যা)
39. **Right as rain** - Completely correct proper, sound and healthy.
40. **Eating crow** - To be proven wrong accepted without being looked at first.
41. **Straight as an arrow** - To stay out of trouble.
42. **All wet** - To be incorrect, to be wrong.
43. **At the end of my rope** - To have run out of patience, or out of alternatives.
44. **Down in the mouth** - To be depressed or sad.
45. **Ducks in a row** - To have things in order.
46. **Fish or cut bait** - Focus on what you are doing or stop doing it altogether.
47. **Laid an egg** - An idea or effort that proved to be unpopular or unsuccessful.
48. **Smoke and mirrors** - Not real, lacking substance, to create an illusion.
49. **Drop the hammer** - To kill someone. (কাউকে হত্যা করা)
50. **In high cotton** - To be wealth's. (ধনী হওয়া)
51. **A broken reed** - An unreliable or unsupportive person.
52. **Jog trot** - a slow, steady trot
53. **A hot potato** - Problem that is difficult to deal with.
54. **A penny for your thoughts** - A way of asking what someone is thinking
55. **At the drop of a hat** - without any hesitation; instantly.
56. **Best of both worlds** - All the advantages.
57. **Costs an arm and a leg** - This idiom is used when something is very expensive.
58. **Cut corners** - When something is done badly to save money.
59. **Don't give up the day job** - You are not very good at something.
60. **Hit the nail on the head** - Do or say something exactly right
61. **Not a spark of decency** - No manners
62. **Whole nine yards** - Everything
63. **Get cold fact** - nervousness or anxiety.
64. **To the bone** - Very badly.

নতুন সংস্করণ এখন বাজারে

ওরাকল অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর
সীটমুদ্রাক্ষরিক ও ডাটা এন্ট্রি অপারেটর
নিয়োগ সহায়িকা



Jonathan Swift (1667-1745)

জোনাথন সুইফট ছিলেন বিখ্যাত অ্যাংলোআইরিশ- প্রাবন্ধিক, ব্যঙ্গাত্মক কবিতা- লেখক ও পাদ্রী। তিনি ডাবলিনের সেন্ট প্যাট্রিক ক্যাথেড্রালের ডিন নিযুক্ত হয়েছিলেন। ১৭২৬ সালে গালিভার'স ট্রাভেলস নামের একটি ইংরেজি উপন্যাস রচনা করে তিনি স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন। এটিকে ইংরেজি সাহিত্যের একটি ক্রপদী গ্রন্থ মনে করা হয়। এছাড়াও, এ টেল অব এ টাব (১৭০৪) ও এ মডেস্ট প্রোপোজাল (১৭২৯) নামের ছোট গল্পগুলোও তার অবিস্মরণীয় কীর্তিরূপে স্বীকৃত। ইংরেজি সাহিত্যে সুইফটকে সবচেয়ে জনপ্রিয় ব্যঙ্গাত্মক কবিতা লেখক হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। রাজনৈতিক অঙ্গনে প্রথমে হইগ ও পরে কনজারভেটিভ (টোরিদলের জন্যে ক্ষুদ্র পুস্তিকা রচনা করেছিলেন তিনি)। ব্যঙ্গাত্মক কবিতার তুলনায় কবিতায় তিনি তেমন জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেননি। লেমুয়েল গালিভার, আইজ্যাক বিকারস্টাপ, এমবি ড্রাপিয়ারসহ বিভিন্ন ছদ্মনামে তাঁর সকল রচনা সমগ্র প্রকাশ করেছেন।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

He is called the bitterest satirist of 18th century, [38th BCS] He (1667-1745) was an Anglo-Irish satirist, essayist, political pamphleteer and is less well known for his poetry. Jonathan Swift হলেন এ যুগের অন্যতম একজন বিখ্যাত English author ও Satirist.

তার রচিত বিখ্যাত দুটি উপন্যাস হলো A tale of a Tub ও Gulliver's Travels (Satire).

উপন্যাসিক তাহমিনা আনাম এর দাদা তথা The Daily Star এর সম্পাদক মাহফুজ আনাম এর বাবা আবুল মনসুর আহমদ - "গ্যালিভারের সফরনামা" নামে Gulliver's Travels এর বাংলা অনুবাদ করেন।

His well-known works:

1. Gulliver's Travels (novel)
2. A Modest Proposal
3. Drapier's Letters
4. A Tale of a Tub (essay)
5. The Battle of the Book (satire)

শর্ট টেকনিক : Gulliver তার proposal letter বইয়ের (Book) মাঝে লুকিয়ে রাখল।

Gulliver = Gulliver's Travels
Proposal = A Modest Proposal
Letter = Drapier's Letter's
Book = The Battle of the Book

Gulliver's Travel গ্রন্থের সার-সংক্ষেপ :

বিভিন্ন অভিযানের এক দৃষ্টাসাহসিক নায়ক মার্টিন স্ক্রিবলার্স [Martin Scriblers] তথা লামুয়েল [Lemuel Gulliver] গালিভার যিনি চারটি দেশ ভ্রমণ করেছেন।

১. বামুনের দেশে [A Voyage to Lilliput]
২. দানবের দেশ [A Voyage to Brobdingnag]
৩. লাপুটানদের দেশ [A Voyage to Laputa]

৪. হুইনহুমনস নামক ঘোড়ার দেশ [A Voyage to Houyhnhnms]

গালিভার তার প্রথম সমুদ্র যাত্রায় ছয় ঈশ্বর লম্বাবিশিষ্ট অধিবাসীদের দ্বীপ Lilliput এ যান এবং লক্ষ্য করেন তাদের সশ্রুট অত্যধিক গর্ভিত ব্যক্তি এবং প্রজাদের সাথে তার ব্যবহার গর্ব প্রকাশ পায়। তিনি দেখতে সুদর্শন এবং বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত কিন্তু তার প্রজারা দুর্নীতিবান, নগন্য এবং অহংকারী, নির্বুদ্ধিতা ও ষড়যন্ত্রে পূর্ণ এবং অকৃতজ্ঞ। Gulliver তাদেরকে আগুন থেকে রক্ষা করে এবং তাদের শত্রুদের নৌবহর ধ্বংস করে যদিও কোষাধ্যক্ষ Flimnap এবং Bolgolam তার চরম শত্রু। পরে সে Bluefucu দ্বীপ পরিদর্শনের জন্য Lilliput দের দ্বীপ ত্যাগ করে। Lilliput এবং Bluefucu এর মধ্যে চরম শত্রুতা রয়েছে। Bluefucu রাজা Gulliver কে স্বাগত জানায় এবং এখান থেকেই Gulliver নৌকায় চড়ে ইংল্যান্ড যাত্রা শুরু করে। দ্বিতীয় সমুদ্রযাত্রায় Gulliver. Brobdingnag নামক এক দ্বীপে পৌঁছায়। এটি দৈত্যাকৃতির মানুষদের আবাস ভূমি। Brobdingnag রা সংখ্যায় প্রচুর এবং সহজ সরল। তাদের ভবনগুলো সমান্তরাল কিন্তু বাস্তবসম্মত। তাদের ভাষার শব্দ ভাণ্ডার সীমিত। কিন্তু তারা নিরানন্দ প্রকৃতির এবং তাদের সৌন্দর্য ও সৃজনশীলতার অভাব রয়েছে। তাদের রাজা একজন দার্শনিক। তিনি গুণমণ্ডিত ব্যক্তি এবং আদর্শের ভিত্তিতে দেশ চালান। Gulliver এর তৃতীয় সমুদ্রযাত্রা তাকে Laputa নামক এক উড়ন্ত দ্বীপে নিয়ে যায়। Laputa দের এক চোখে চিরস্থায়ীভাবে অভ্যন্তরীণ যা অন্তর্দর্শনের প্রতীক এবং এক চোখ চিরস্থায়ীভাবে উর্ধ্বগামী যা উচ্চ আদর্শের প্রতীক। চতুর্থ সমুদ্রযাত্রা Gulliver কে Houyhnhnms দের দেশে নিয়ে যায়। Houyhnhnms রা ঘোড়ার এক বুদ্ধিমান জাতি। তারা Yahoo দের মতো মানুষদের নিয়ন্ত্রণ করে যারা তাদের জন্য পরিশ্রম করে। তাদের একটি আদর্শ সমাজ রয়েছে এবং তারা মিথ্যা, হিংসা, ঘৃণা ইত্যাদি থেকে মুক্ত। তারা সকল কে সমানভাবে ভালোবাসে এবং বাস্তবতার ওপর জোর দেয়। অন্যদিকে Yohos রা নোংরা, বর্বর, অসভ্য। তাদের বাস্তবতার প্রতি মনোযোগ নেই। তারা মূলত আবেগ দ্বারা পরিচালিত। তাদের Houyhnhnms দের শ্রমিক হিসেবে কাজ করে। Houyhnhnms দের সাথে পরিচিত হওয়ার পর Gulliver এর মধ্যে মনুষ্য বিদ্বেষ জন্মে ওঠে।

Important Questions

1. Who is the famous satirist in English literature? [38th BCS; ১২তম বিসিএস; পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাইবার কর্মকর্তা'১৭]
 Ⓐ Jonathan Swift Ⓑ Alexander pope
 Ⓒ Joseph Addison Ⓓ Richard Steel Ans. Ⓒ
2. Who wrote 'Gulliver's Travels' [বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক'১৩/আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাব রেজিষ্টার'১২/ পাসপোর্ট ও ইমিগ্রেশন অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক'০৭]
 Ⓐ R.L. Stevenson Ⓑ Daniel Defoe
 Ⓒ Jonathan Swift Ⓓ D.H. Lawrence Ans. Ⓒ
3. 'A Tale of a Tub' was written by- [বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আমদানি-রপ্তানি অধিদপ্তরের নির্বাহী অফিসার'০৯]
 Ⓐ Jonson Ⓑ G.B. Shaw
 Ⓒ Mark Twain Ⓓ Jonathan Swift Ans. Ⓓ

English Literature

William Shakespeare

Name	Life time
William Shakespeare	26 April, 1564
[Poet, Playwright, Actor]	23 April, 1616
	Born : Stratford-upon-Avon, Warwickshire, England
Title * England's National Poet * Bard of Avon * Father of English Drama * Poet of Human Nature	

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> * William Shakespeare belongs to the Elizabethan Age [1558 – 1603]. * William Shakespeare was a professional poet, writer, actor and owner of a playing company. * The name of the playing company of Shakespeare was 'Lord Chamberlain's Men' (King's Men) * The main identity of Shakespeare is— Dramatist. * Shakespeare is well known for his plays. | <ul style="list-style-type: none"> * The last work of Shakespeare is— Tempest. (Play) * Shakespeare's play may be divided into three forms— Comedies, Tragedies and Histories. * Shakespeare wrote 38 plays, 154 sonnets, two long narrative poems and a few other verses. |
|--|---|

Works of Shakespeare

Play-38

Comedies [17]	All's Well That Ends Well, As You Like It, The Comedy of Errors, Cymbeline, The Tempest, Love's Labour's Lost, Measure for Measure, The Merchant of Venice, The Merry Wives of Windsor, A midsummer Night's Dream, Twelfth Night, Much Ado About Nothing, Pericles, Prince of Tyre, The Taming of the Shrew, The Two Gentlemen of Verona, The Two Noble Kinsmen, The winter's Tale.
Tragedies [11]	Anthony and Cleopatra, Corioland, Hemlet, Julius Caesar, King Lear, Macbeth, Othello, The Tragedy of Romeo and Juliet, Timon of Athens, Titus, Andronicus, Triolus and Cressidar.
Histories [10]	Henry IV (Part 1), Henry IV (Part 2), Henry V, Henry VI (part 1), Henry VI (Part 2), Henry VI (part 3), Henry VIII, King John, Richard II, Richard III.

Shakespeare's Poem	Shakespeare's Sonnets
A Lover's Complaint	The Phoenix and the Turtle
The Rape of Lucrece	A Funeral Elegy
The Passionate Pilgrim	To The Queen
Venus and Adonis	

Questions

- Shakespeare composed much of his play in what sort of verse? [37th BCS]
 - Ⓐ Alliterative verse
 - Ⓑ Sonnet form
 - ✓ Ⓒ Iambic pentameter
 - Ⓓ Daecytic Hlaxameter
- Shakespeare is known mostly for his— [16th BCS]
 - Ⓐ poetry
 - Ⓑ novels
 - ✓ Ⓒ autobiography
 - Ⓓ play
- Fill in the blank — is Shakespeare's last play. [37th BCS]
 - Ⓐ As You Like It
 - Ⓑ Macbeth
 - ✓ Ⓒ Tempest
 - Ⓓ Othello
- Shakespeare's 'Measure for Measure' is a successful— [36th BCS]
 - Ⓐ Tragedy
 - ✓ Ⓑ Comedy
 - Ⓒ Tragi-comedy
 - Ⓓ Melodrama
- 'The Merchant of Venice' is a Shakespearean play about— [36th BCS]
 - ✓ Ⓐ a Jew
 - Ⓑ a Moor
 - Ⓒ a Roman
 - Ⓓ a Turk



Bangladesh Bank 'Assistant Director (General)' Recruitment Test-2018

Exam Date : 06.07.2018

Time-1 hour

Full Marks-100

1. নিচের যে ভাষাও একই পরিবারভুক্ত নয়-
 (a) বাংলা, মগহি, ভোজপুরিয়া (b) আসামি, তামিল, ওড়িয়া
 (c) হিন্দি, গুজরাটি, মারাঠি (d) পাঞ্জাবি, বাংলা, মারাঠি
2. "কোথায় এমন হরিৎক্ষেত্র আকাশতলে মেখে।" -কবি ডি এল রায় যে প্রসঙ্গে উক্তিটি করেছেন-
 (a) বাংলার ঋতুবৈচিত্র্য (b) বাংলার সবুজ মাঠ
 (c) বাংলার সামাজিক জীবন (d) বাংলার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি
3. সন্ধির নিয়মানুসারে ঐ + অ = ?
 (a) য + অ (b) য + আ (c) আ + য (d) অ + য
4. 'টেনিদা' যে সাহিত্যিকের কিশোরপাঠ্য লেখার কেন্দ্রীয় চরিত্র-
 (a) প্রেমেন্দ্র মিত্র (b) নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
 (c) সত্যজিৎ রায় (d) শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
5. "বউদি ফাঙন মাসের সন্কাল বেলা অযথাই বড়দার সঙ্গে তর্ক কতে লাগল।" -এই বাক্যে যে-কমটি শব্দে ধ্বনি-পরিবর্তন ঘটেছে-
 (a) ৬টি (b) ৭টি (c) ৮টি (d) ৯টি
6. 'নদী' শব্দের সমার্থক নয়-
 (a) ফল্ল (b) তরঙ্গিনী (c) শৈবলিনী (d) পাতনি
7. নিচের বিপরীত শব্দযুগলের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব-
 (a) খাতক-মহাজন (b) আসমান-জমিন
 (c) সিঁড়-রিজ (d) স্বপ্ন-বাস্তব
8. 'কারকিত' শব্দের অর্থ-
 (a) কৃষিজমি (b) কৃষিকর্ম (c) নিষ্কর জমি (d) ভূমিজীবী
9. "...মাইকেল-রবীন্দ্রনাথ-নজরুল ইসলাম আমার মাতৃভাষা।" উক্তিটি-
 (a) মুহম্মদ শহীদুল্লাহর (b) মুহম্মদ আবদুল হাই-এর
 (c) মুনীর চৌধুরীর (d) মুহম্মদ এনামুল হকের
10. সহচর শব্দযোগে গঠিত দ্বন্দ্ব সমাসের উদাহরণ-
 (a) ধুতি-চাদর (b) ঘর-বার (c) আকার-ইঙ্গিত (d) বুক-পিঠ
11. "ফুটপাথে ওরা সব এলিয়ে পড়ে রয়েছে। ছড়ানো খড়্গ যেন।" সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ-র 'নয়নচারা' গল্প থেকে গৃহীত উদ্ধৃতাংশটিএর দৃষ্টান্ত।
 (a) উপশ্রেণী চিত্রকল্প (b) উপমাসজ্জাত রূপক
 (c) প্রতীকায়িত ব্যক্তিত্ব (d) অন্যাসক্ত রূপকভাস
12. 'Brevity is the soul of wit' পদবন্ধটির যথাযথ বঙ্গানুবাদ-
 (a) অতি অল্প হইল (b) মানিকের খানিক ভালো
 (c) প্রাণের কথা বুক বাজে (d) কথা কম কাজ বেশি
13. If you can win his attention — for you.
 (a) the so much better (b) the better so much
 (c) so much the better (d) so much for better
14. The synonym of 'sanguine' is—
 (a) optimistic (b) restless (c) hopeless (d) bloody
15. The antonym of 'insipid' is—
 (a) brave (b) exciting (c) cold (d) dull
16. If Asylum : Shelter, then—
 (a) Hospice : Exile (b) Harbour : Concealment
 (c) Stronghold : Defense (d) Palisade : Display
17. Translate into English :
 তাঁর কোনো জোরালো রাজনৈতিক আদর্শ নেই।
 (a) He has no political axe to grind.
 (b) He has no political will to move on.
 (c) He has no political idol to follow.
 (d) He has no strong political stand to speak up.
18. "Pyongyang and Washington have finally come to a consensus." —This is an example of—
 (a) metaphor (b) metonym
 (c) euphemism (d) dysphemism
19. Choose the correct spelling :
 (a) Enterprener (b) Entrepreneur
 (c) Enterpreneur (d) Entrepreneur
20. We were at a disadvantage — that we did not have a very good knowledge of the language the others were using.
 (a) by (b) in (c) with (d) for
21. He escaped by—
 (a) the hair's breadth (b) the breadth of a hair
 (c) a hair's breadth (d) a breadth of a hair
- # Match words to their dictionary definitions (22-23) :
22. "The state of having contradictory or conflicting emotional attitudes"—
 (a) ambivalence (b) exigency
 (c) reprisals (d) constraint
23. 'A feeling of anticipation over a future event'—
 (a) disparete (b) magnanimous
 (c) presentiment (d) incongruent
24. Think of one word only which can be used appropriately in all three sentences.
 i. The employment crisis is — that it is affecting 25% people.
 ii. — torrential rain is rare in this part of the world.
 iii. I didn't have a problem with the new manager's ideas as —, but I disliked some of his mannerisms.
 (a) such (b) so (c) high (d) much
25. He was a king who ruled his subject with a high hand.
 (a) oppressively (b) kindly
 (c) conveniently (d) sympathetically
26. The idiom 'at one's wit's end' is synonymous to the word—
 (a) perplexed (b) clear up (c) explain (d) enlighten
27. Change into active form :
 "I was surprised to see that he had been beaten black and blue."
 (a) I was surprised to see he had been beaten black and blue.
 (b) It surprised me to see that he had been beaten black and blue.
 (c) It was surprising that he had been beaten black and blue.
 (d) That he had been beaten black and blue was surprising.

উত্তরমালা

1. (a)	2. (b)	3. (a)	4. (b)	5. (a)	6. (d)	7. (c)	8. (b)	9. (c)	10. (a)	11. (a)	12. (b)	13. (d)	14. (a)
15. (b)	16. (c)	17. (a)	18. (b)	19. (b)	20. (a)	21. (c)	22. (a)	23. (c)	24. (a)	25. (a)	26. (a)	27. (b)	

28. Change into indirect speech :

"Are you alone, my son?" asked a soft voice behind me.

- (a) What I was doing there alone was asked by a soft voice.
(b) A soft voice told me as his son and asked whether I was alone.
(c) A soft voice from my behind asked me if I was alone.
(d) Addressing me as his son a soft voice asked if I was alone.

29. Shonghoti and Shouhardo Clubs consist of 200 and 270 members respectively. If the total member of the two clubs is 420, then how many members belong to both clubs.

- (a) 30 (b) 40 (c) 50 (d) 60

Exp : Total = All single - both + none

$$\Rightarrow 420 = 200 + 270 - \text{both} + 0$$

$$\Rightarrow \text{Both} = 470 - 420 \therefore \text{Both} = 50.$$

30. The one-third of the complementary angle to 60° is—

- (a) 150° (b) 100° (c) 40° (d) 10°

Exp : Complementary angle of $60^\circ = 90^\circ - 60^\circ = 30^\circ$

$$\therefore \text{Required angle} = 30^\circ \times \frac{1}{3} = 10^\circ$$

31. The area of a rhombus is 96 sq. cm and the length of one of the diagonals is 16 cm. The length of the other diagonal is—

- (a) 18 (b) 12 (c) 9 (d) 6

Exp We know—

$$\text{Area of rhombus} = \frac{1}{2} \times d_1 \times d_2 \quad [\text{Diagonal of rhombus, } d_1, d_2]$$

$$\Rightarrow 96 = \frac{1}{2} \times 16 \times d_2 \Rightarrow d_2 = \frac{96}{8} \therefore d_2 = 12$$

32. The ratio of two numbers is 3 : 4 and their sum is 630. The smaller one of the two numbers is—

- (a) 360 (b) 270 (c) 180 (d) 120

Exp Let, Smaller no. $3x$

Larger no. $4x$

$$\text{So, } 3x + 4x = 630 \Rightarrow x = \frac{630}{7} \therefore x = 90$$

$$\therefore \text{Smaller no.} = 3 \times 90 = 270$$

33. If $4^{2x+1} = 32$, then $x = ?$

- (a) 2 (b) 3 (c) $\frac{3}{4}$ (d) $\frac{4}{3}$

Exp : $4^{2x+1} = 32$

$$\Rightarrow 2^{2(2x+1)} = 2^5 \Rightarrow 4x + 2 = 5 \Rightarrow 4x = 5 - 2 \Rightarrow x = \frac{3}{4}$$

34. What will be the difference in taka between simple and compound interest at 10% on a sum of Tk. 1000 after 4 years?

- (a) 31.90 (b) 32.10 (c) 44.90 (d) 64.10

Exp Simple interest = $\frac{PRT}{100}$

$$= \text{Tk.} \frac{1000 \times 10 \times 4}{100} = \text{Tk.} 400$$

$$\therefore \text{Compound amount } C = P(1 + r\%)^n$$

$$= 1000 \left(1 + \frac{10}{100}\right)^4 = 1000 \left(\frac{100 + 10}{100}\right)^4$$

$$= 1000 \times \frac{110}{100} \times \frac{110}{100} \times \frac{110}{100} \times \frac{110}{100} = 1464.1$$

$$\text{Compound interest} = \text{Tk.}(1464.1 - 1000) = \text{Tk.} 464.1$$

$$\therefore \text{Difference} = \text{Tk.}(464.1 - 400) = \text{Tk.} 64.10$$

35. In a series of 6 consecutive odd numbers if 15 is the 6th number, what is the 4th number in the series?

- (a) 7 (b) 9 (c) 11 (d) 13

Exp : Let, 6 consecutive odd numbers be $x, x + 2, x + 4, x + 6, x + 8, x + 10$.

$$\text{So, } x + 10 = 15 \Rightarrow x = 15 - 10 \therefore x = 5$$

$$\therefore 4^{\text{th}} \text{ number} = x + 6 = 5 + 6 = 11$$

36. If $x = y^a, y = z^b$ and $z = x^c$, then abc is—

- (a) 1 (b) 0 (c) $\frac{1}{2}$ (d) Infinity

Exp : Given, $z = x^c$

$$\Rightarrow z = y^{ac} [\because x = y^a] \Rightarrow z = z^{abc} [\because y = z^b] \therefore abc = 1.$$

37. If $1 + \sin\theta = x \cos\theta$, then $\tan\theta$ is—

- (a) $(x^2 + 1)/x$ (b) $(x^2 - 1)/x$
(c) $(x^2 + 1)/2x$ (d) $(x^2 - 1)/2x$

Exp : Given, $1 + \sin\theta = x \cos\theta$

$$\Rightarrow \sin^2\theta = (x \cos\theta - 1)^2$$

$$\Rightarrow \sin^2\theta = x^2 \cos^2\theta - 2x \cos\theta + 1$$

$$\Rightarrow \sin^2\theta - 1 = x^2 \cos^2\theta - 2x \cos\theta$$

$$\Rightarrow \cos^2\theta + x^2 \cos^2\theta = 2x \cos\theta$$

$$\Rightarrow \cos^2\theta(1 + x^2) = 2x \cos\theta$$

$$\Rightarrow \frac{\cos^2\theta}{\cos\theta} = \frac{2x}{1 + x^2}$$

$$\Rightarrow \cos\theta = \frac{2x}{1 + x^2} \quad (i)$$

Again, $1 + \sin\theta = x \cos\theta$

$$\Rightarrow 1 + \sin\theta = \frac{2x^2}{1 + x^2}$$

$$\Rightarrow \sin\theta = \frac{2x^2}{1 + x^2} - 1$$

$$\Rightarrow \sin\theta = \frac{2x^2 - 1 - x^2}{1 + x^2}$$

$$\Rightarrow \sin\theta = \frac{x^2 - 1}{1 + x^2} \quad (ii)$$

Dividing (ii) by (i)

$$\frac{\sin\theta}{\cos\theta} = \frac{x^2 - 1}{1 + x^2} \div \frac{2x}{1 + x^2}$$

$$\Rightarrow \tan\theta = \frac{x^2 - 1}{1 + x^2} \times \frac{1 + x^2}{2x} \quad \left[\tan\theta = \frac{\sin\theta}{\cos\theta} \right]$$

$$= \frac{x^2 - 1}{2x}$$

38. The difference between two numbers is 5 and the difference between their square is 65. What is the larger number?

- (a) 13 (b) 11 (c) 8 (d) 9

Exp Let, Larger no. be x

Smaller no. be y

According to the question,

$$x - y = 5 \dots \dots (i)$$

$$\text{and } x^2 - y^2 = 65$$

$$\Rightarrow (x + y)(x - y) = 65$$

$$\Rightarrow (x + y) 5 = 65$$

$$\Rightarrow x + y = 13 \dots \dots (ii)$$

$$(i) + (ii), x - y = 5$$

$$x + y = 13$$

$$2x = 18$$

$$\Rightarrow x = 9$$

39. A train 240 m long passed a pole in 24 seconds. How long will it take to pass a platform 650 m long?

- Ⓐ 65 s Ⓑ 89 s Ⓒ 100 s Ⓓ 130 s

Exp : Speed of the train = $\frac{240}{24}$ m/sec = 10m/sec

Required time = $\frac{\text{distance to pass}}{\text{speed}}$

$$= \frac{650 + 240}{10} = \frac{890}{10} = 89 \text{ sec.}$$

40. What is the slope of the line perpendicular to the line $y = -5x + 9$?

- Ⓐ 5 Ⓑ -5 Ⓒ 1/5 Ⓓ -1/5

Exp : Given, $y = -5x + 9$

We know, equation of a line, $y = mx + b$

Here, $m = -5$; We can write -5 as $-\frac{5}{1}$

The negative reciprocal of this will be $\frac{1}{5}$

41. If $\frac{y}{x} = \frac{3}{7}$ and $x + 2y = 13$ then y is—

- Ⓐ 2 Ⓑ 3 Ⓒ 4 Ⓓ 7

Exp Given, $\frac{y}{x} = \frac{3}{7} \Rightarrow x = \frac{7y}{3}$

So, $x + 2y = 13$

$$\Rightarrow \frac{7y}{3} + 2y = 13 \Rightarrow \frac{7y + 6y}{3} = 13$$

$$\Rightarrow 7y + 6y = 39 \Rightarrow 13y = 39 \therefore y = 3$$

42. If $1 - 3x \leq 4$, then—

- Ⓐ $x \leq -2$ Ⓑ $x \geq -2$
Ⓒ $x \leq -1$ Ⓓ $x \geq -1$

Exp : $1 - 3x \leq 4; \Rightarrow -3x \leq 4 - 1 \Rightarrow -3x \leq 3$

$\Rightarrow x \geq -1$ [Multiplying by $-\frac{1}{3}$]

43. If a pole 6 m high casts a shadow $2\sqrt{3}$ m long on the ground, then the elevation of the sun is—

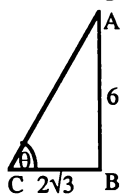
- Ⓐ 60° Ⓑ 45° Ⓒ 30° Ⓓ 90°

Exp: $\tan \theta = \frac{AB}{BC}$

$$\Rightarrow \tan \theta = \frac{6}{2\sqrt{3}}$$

$$\Rightarrow \tan \theta = \frac{3}{\sqrt{3}}$$

$$\Rightarrow \tan \theta = \sqrt{3}$$



$$\Rightarrow \tan \theta = \tan 60^\circ \therefore \theta = 60^\circ [\tan 60^\circ = \sqrt{3}]$$

44. If a, b and c are the lengths of the three sides of a triangle, then which of the following is true?

- Ⓐ $a + b < c$ Ⓑ $a - b < c$ Ⓒ $a + b = c$ Ⓓ $a + b \geq c$

Exp : We know, sum of the two sides is greater than the other side of a triangle.

So, $a - b < c$ is true.

45. The next number of the sequence is—

- 4 3 9 3 19 3 ...
Ⓐ 31 Ⓑ 32 Ⓒ 39 Ⓓ 49

Exp : $4 + 5 = 9; 9 + 10 = 19; 19 + 20 = 39$

46. A football team is to be consisted out of 14 boys. In how many ways the team can be chosen so that the owner of the ball is always in the team?

- Ⓐ 125 Ⓑ 143 Ⓒ 169 Ⓓ 129

Exp : The required no. of ways

$$= {}^1C_1 \times {}^{13}C_{10}$$

$$= \frac{13 \times 12 \times 11 \times \dots \times 10}{10 \times 9 \times 8 \times \dots \times 1}$$

$$= \frac{13 \times 12 \times 11 \times \dots \times 10}{6 \times 5 \times 4 \times \dots \times 1} = 286.$$

$$= \frac{13 \times 12 \times 11 \times \dots \times 10}{6 \times 5 \times 4 \times \dots \times 1} = 286.$$

\therefore There is no correct answer.

47. Which of the following can be arranged into an English word?

- (a) ANSLAIT (b) LSNIT
(c) OTATM (d) WQRGS
Ⓐ c Ⓑ a Ⓒ a & d Ⓓ c & d
(c) OTATM = ATTOM \therefore Correct option (a)

48. October 1985 corresponds to Bangla year—

- Ⓐ 1392 Ⓑ 1391 Ⓒ 1394 Ⓓ 1390

Exp : The rule is to subtract 593 from English year, i.e. (1985 - 593) = 1392

49. If 21215120 represents 'bloat' then 6121135 represents—

- Ⓐ voice Ⓑ bald Ⓒ flame Ⓓ castle

Exp : 2 = b So, 6 = f

12 = l 12 = l

15 = o 1 = a

1 = a 13 = m

20 = t 5 = e

So, the word will be 'flame'.

50. What is the probability that an integer selected at random from those between 10 and 100 inclusive is a multiple of 5 or 9?

- Ⓐ $\frac{27}{89}$ Ⓑ $\frac{20}{91}$ Ⓒ $\frac{27}{91}$ Ⓓ $\frac{23}{89}$

Exp : The no. of multiple of 5 between 10 and 100 is 19. The no. of multiple of 9 between 10 and 100 is 10 and L.C.M. of 5 or 9 is 45 and it multiple is 45 and 90.

The multiple between 10 and 100 = $19 + 10 - 2 = 27$
Again, total no. between 10 and 100 is 91.

$$\therefore \text{Probability} = \frac{27}{91}$$

51. What does make 'you' young?
 (a) Adding 2 velars (b) Drinking energy beverage
 (c) Eating sweet fruits (d) Changing outfits
 52. The sum of 3 consecutive integers is less than 75. What is the greatest possible value of the smallest one?
 (a) 16 (b) 19 (c) 22 (d) 23
 - Exp: Let, 3 consecutive integers be $x, x + 1, x + 2$.

$$So, x + x + 1 + x + 2 < 75$$

$$\Rightarrow 3x < 75 - 3 \Rightarrow x < \frac{72}{3} \Rightarrow x < 24$$

$$So, the value of x be 23, 22, 21, 20$$

$$\therefore \text{Greatest possible value is 23.}$$
 53. Which of the following organization of World Bank is known as 'soft loan window'?
 (a) IBRD (b) IDA (c) IFC (d) MIGA
 54. During the Liberation War of Bangladesh, the President of USSR was—
 (a) Nikita Khrushchev (b) Leonid Brezhnev
 (c) Mikhail Gorbachev (d) Nikolai Podgorny
 55. Which of the following is the name of the bank established by BRICS?
 (a) BRICS Development Bank
 (b) Developing Bank
 (c) New Development Bank
 (d) Newly Developed Bank
 56. Which of the followings is the regulator of Capital Market in Bangladesh?
 (a) BSEC (b) DSE (c) Bangladesh Bank (d) ICB
 57. Special Drawings Rights (SDRs) is related to—
 (a) IMF (b) IDB (c) ADB (d) HSBC
 58. How many global goals have been included in Sustainable Development Goals (SDGs)?
 (a) 15 (b) 16 (c) 17 (d) 18
 59. Which country does not belong to G-7?
 (a) Russia (b) Japan (c) Germany (d) Italy
 60. Budget deficit (% of GDP) stands at FY 2018-19 of Bangladesh is—
 (a) 3.9 (b) 4.9 (c) 5.9 (d) 6.3
 61. Awami Muslim League was founded in—
 (a) Rose Garden (b) Rup Mohal Cinema Hall
 (c) Ahsan Manjil (d) Madhur Canteen
 62. In 2018-19 Budget of Bangladesh, forecast of private investment is—
 (a) 10.35% of GDP (b) 15.25% of GDP
 (c) 20.45% of GDP (d) 25.15% of GDP
 63. In 2018 Women's Twenty 20 Asia Cup Final, who was awarded the title Player of the Match?
 (a) Rumana (b) Saima (c) Jahan Ara (d) Panna
 64. 'Black Monday' is related to—
 (a) Stock Market (b) Terrorism
 (c) Environment (d) Women's Right
 65. Panmunjom Declaration is a peace treaty signed between—
 (a) North Korea & South Korea
 (b) USA and North Korea
 (c) USA and Vietnam (d) China and Japan
 66. The official match ball used by FIFA in World Cup 2018 is—
 (a) Tiento 18 (b) Telstar 18
 (c) Tricolore 18 (d) Tango 18
 67. The slogan adopted by CEDAW is—
 (a) Women rights are human rights
 (b) Equal rights for all
 (c) Let women enjoy equal rights
 (d) Preserve women rights
 68. The Asian team defeated a Latin American team for the first time in the history of FIFA World Cup is—
 (a) Saudi Arabia (b) South Korea
 (c) UAE (d) Japan
 69. Which device may be used for primary input of OCR?
 (a) Keyboard (b) Plotter (c) Scanner (d) Printer
 70. The protocol that provides infotainment is—
 (a) FTP (b) SMTP (c) TELNET (d) SNMP
 71. Fill in the gap :
 — make easier to find visited web pages later.
 (a) Placeholders (b) Bookmarks
 (c) URLs (d) Add-ons
 72. DVD stands for—
 (a) Digital Video Disk (b) Digital Value Disk
 (c) Digital Versatile Disk (d) Data Video Disk
 73. In Ms-Word, which short cut key is used for reviewing a text?
 (a) Ctrl + N (b) Ctrl + E (c) Ctrl + S (d) Ctrl + Q
 74. The device used for both input and output purposes is—
 (a) Stylus (b) Printer (c) Touch screen (d) Mouse
 75. Which of the following is not a virus—
 (a) worms (b) adware
 (c) Trojan Horse (d) malware
 76. You can include names and addresses from a source in a MS-Word document automatically by using—
 (a) slides (b) table
 (c) mail merge (d) hyperlink
 77. Office LANs which are scattered geographically on large scale can be connected by the use of corporate—
 (a) CAN (b) WLAN (c) WAN (d) CLWN
 78. In the address bar, first page of a Website is termed as—
 (a) Home page (b) Index (c) Title page (d) Bookmark
 79. URL stands for—
 (a) Universal Resource Locator
 (b) Uniform Resource Location
 (c) Uniform Router Locator
 (d) Unified Resource Locator
 বিব্র: সঠিক উত্তর Uniform Resource Locator.
 80. OTG-cable is not related to—
 (a) Smart Phone (b) Camcorder
 (c) DSL (d) Processor

[illegible]

মিয়ানমারের পর আশাম সংকটে বাংলাদেশের করণীয়

মোহাম্মদ হাসান (বিসিএস সাধারণ শিক)

মিয়ানমারের পর ভারতের আসাম রাজ্যে শুরু হয়েছে বাঙালি খেদানোর নতুন নীল নকশা। আহমিয়ারদের বাঙালি বিবেধ নতুন নয়। সম্প্রতি অনিশ্চয়তার কবলে পড়েছেন ভারতের আসাম রাজ্যের ১ কোটি ৩৯ লাখ লোক। আর এই অনিশ্চয়তা শুরু হয়েছে ভারতের আসাম রাজ্যে ন্যাশনাল রেজিস্টার অব সিটিজেনস এর প্রথম তালিকা প্রকাশিত হওয়ার পর। নাগরিকত্বের জাতীয় নিবন্ধনের (এনআরসি) খসড়া তালিকায় তাদের কারও নাম নেই। তালিকায় ১ কোটি ৯০ লাখ লোকের নাম ঠাই পেলেও বাদ পড়েছেন রাজ্যের চার বিধায়কসহ সাবেক মন্ত্রী, রাজনীতিবিদ ও বিশিষ্ট নাগরিকেরা। ভারতের অন্য কোনো রাজ্যে নাগরিকদের নিবন্ধন না হলেও শুধু আসামেই তা করা হলো। বিজেপি শাসিত আসাম রাজ্য সরকারসহ সেখানকার বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অভিযোগ, আসামে প্রচুর বাংলাদেশির অনুপ্রবেশ ঘটেছে। আর বিজেপি রাজ্য সরকার গঠনের পর থেকে অনুপ্রবেশকারীরা স্থানীয় হিন্দুদের কর্মসংস্থান নষ্ট করছে দাবি করে 'অবৈধ' মুসলিমদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার ঘোষণা দেয়। তাই বিদেশিদের শনাক্ত করতেই সর্বোচ্চ আদালতের পূর্ববক্ষণে শুরু হয় এনআরসি তালিকা প্রস্তুতি। তালিকা প্রকাশকে ঘিরে তাই আতঙ্কে ছিল মুসলমান-অধ্যুষিত বরপেটা, দুবরি, করিমগঞ্জ, কাছাড়সহ বিভিন্ন জেলার বাসিন্দারা। রাজ্যে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কাও তৈরি হয় তালিকা প্রকাশকে ঘিরে। নাগরিক সংকটের পূর্বে ইতিহাস: হঠাৎ করে আসামে নাগরিক পঞ্জি নবায়নের পেছনে রয়েছে অসম চুক্তি। সত্তরের দশকের শেষে শুরু হওয়া ভয়াবহ অসম আন্দোলনের পর ১৯৮৫ সালে প্রয়াত রাজীব গান্ধীর কংগ্রেস সরকারের আমলে 'আসাম চুক্তি সই হয় কেন্দ্রীয় সরকার, আসাম সরকার, সর্ব আসাম ছাত্র ইউনিয়ন ও সর্ব আসাম গণসংগ্রাম পরিষদের মধ্যে। ছয় বছর আন্দোলনের পর পক্ষগুলো সমঝোতায় পৌঁছাতে সক্ষম হয়। চুক্তি অনুযায়ী, ১৯৭১-এর ২৪ মার্চের পর যেসব বিদেশি অবৈধভাবে আসামে অভিবাসী হিসেবে চুকেছে, তাদের শনাক্ত করে ভোটার তালিকা থেকে নাম কেটে স্বদেশে ফেরত পাঠাতে হবে। ইতোপূর্বে চুক্তিটি বাস্তবায়নের উদ্যোগ না দেখা গেলেও বিজেপি এটিকে হাতিয়ার করেই ক্ষমতায় এসেছে। আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার আগেই সর্বানন্দ সোনোয়াল বলেছিলেন, তার সরকারের প্রথম কাজই হবে অনুপ্রবেশকারীদের ফেরত পাঠানো ও বাংলাদেশ-আসাম সীমান্তের চূড়ান্ত চিহ্নিতকরণ। সাম্প্রতিক নাগরিক সংকটের বিবরণ: সম্প্রতি আসামে 'বৈধ নাগরিকদের' একটি তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। ২০১৭ সালের ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে 'ন্যাশনাল রেজিস্টার অব সিটিজেনস' (এনআরসি)

নামক বহুল-আলোচিত এই তালিকা প্রকাশের বাধ্যবাধকতা ছিল। নির্ধারিত সময়ের একেবারে শেষ প্রান্তে এসে পাওয়া গেলে ১ কোটি ৯০ লাখ বৈধ নাগরিকের নাম। বিপরীতে আবেদন করেছিল ৬৮ লাখ পরিবারের ৩ কোটি ৩৫ লাখ বাসিন্দা। এর মধ্যে ২ কোটির তথ্য যাচাই করে প্রথম তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। ভারতের সুপ্রিম কোর্টের দেওয়া নির্দেশনা অনুযায়ী এই তালিকার কাজ চলছে। আসাম পাবলিক ওয়ার্কস নামে একটি সংগঠন প্রদেশের ভোটার তালিকা থেকে ৪১ লাখ 'অবৈধ বাংলাদেশি' নাম বাদ দেওয়ার দাবি জানিয়ে 'জনস্বার্থে' যে আবেদন করেছিল ভারতীয় সুপ্রিম কোর্ট তা গ্রহণ করে ২০১৪ সালে। আর তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত করতে নাগরিকদের আবেদন শুরু হয় ২০১৫ সাল থেকে। ভারতে যেসব রাজ্যে মুসলিমদের আনুপাতিক সংখ্যা বেশি, তাদের মধ্যে আসামের অবস্থান দ্বিতীয়। এজন্য তালিকা প্রকাশের আগে গোটা আসামজুড়ে নিশ্চিত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আদালতের নির্দেশে ১৯৫১ সালের পর আসামে এবারই প্রথম আদমশুমারি অনুষ্ঠিত হয়। সেই ধারাবাহিকতায়ই বৈধ নাগরিকদের প্রাথমিক তালিকা প্রকাশ করা হয়। আগামী এপ্রিল নাগাদ আদালতের এক শুনানি থেকে তালিকার দ্বিতীয় কিস্তির বিষয়ে সিদ্ধান্ত পাওয়া যাবে। পুরো প্রক্রিয়া শেষ হবে ২০১৮ সালের মধ্যে। টাইমস অব ইন্ডিয়া এক প্রতিবেদনে ৩৮ লাখ অবৈধ নাগরিক চিহ্নিত হওয়ার কথা জানিয়েছে। আসামের বিজেপি সরকার বলছে, ১৯৭১ সালের ২৪ মার্চের পর যারা বাংলাদেশ থেকে এসেছে, তাদের অবশ্যই ফেরত পাঠানো হবে। ২০১৪ সালের যে নির্বাচনে মোদি সারাদেশে জয়লাভ করছিল, ওই সময় জাতিগত সংঘাতের কবলে পড়ে আসামের নির্বাচন। ৪০ জনেরও বেশি মানুষ সে দাঙ্গায় নিহত হয়। তখন আসামে এক নির্বাচনি প্রচারণাকালে মোদি অবৈধ অভিবাসীদের ব্যাপ গুছিয়ে তৈরি থাকতে বলেছিলেন। ক্ষমতায় এলেই তাদের ফেরত পাঠানো হবে বলেও ঘোষণা দিয়েছিলেন তিনি।

কিন্তু ভারতে বিগত কয়েক বছরের ব্যবধানে ধর্মীয় উত্থাবাদ চরম রূপ ধারণ করছে। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় এটা ঘটছে। ফলে আসামে থাকা বাংলাদেশিরা বৈধ না অবৈধ, তা নির্ণয় করা হচ্ছে ধর্মীয় পরিচয় দেখে। উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা আসামের

সব মুসলিমদেরই লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করেছে। চরম আতঙ্কের মধ্যে রয়েছে সেখানকার মুসলিম অধ্যুষিত বরপেটা, দুবরি, করিমগঞ্জ, কাছাড় জেলার বাসিন্দারা। পশ্চিমবঙ্গেও অবৈধ বাংলাদেশি নাম দিয়ে মুসলিমবিরোধী প্রচারণা চলছে। আসামের মুসলিমরা অবশ্য কেবলই আতঙ্কগ্রস্ত নন, তারা আন্দোলনও করছেন। তাদের দাবি, ১৯৭১ সালের আগে থেকে আসামে বাস করে এলেও নিরক্ষরতা ও অসচেতনতার জন্য তাদের পিতৃপুরুষরা অনেকেই কোনও কাগজপত্র তৈরি করেননি। তাই এখন তারা বিপদের মুখে আছেন।

বিজেপির রাজনীতি: ভারতে মোদির নেতৃত্বাধীন হিন্দু জাতীয়তাবাদী দল বিজেপির সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে বাংলাদেশ থেকে আসা হিন্দুদের ক্ষেত্রে অবশ্য নীতি অনুসরণ করা হচ্ছে। বাংলাদেশ ও পাকিস্তান থেকে আসা হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টানদের জন্য নাগরিকত্ব পাওয়া সহজ করেছে মোদি সরকার। আইনে এমন সংশোধনী আনার প্রস্তাবও করা হয়েছে যে ২০১৬ সালের আগে যে হিন্দুরা, কিংবা মুসলিম ব্যতীত অন্য সংখ্যালঘুরা ভারতে এসেছেন, তাদের অবৈধ অভিবাসী বলে গণ্য করা হবে না। বিজেপির উদ্দেশ্য খুব পরিষ্কার। বাংলাদেশ থেকে যাওয়া হিন্দুদের নাগরিকত্ব নিশ্চিত করা গেলে তারা আজীবন বিজেপির ভোটব্যাংক হয়ে থাকবে। আর মুসলমানদের তাড়ানো গেলে বিরোধী জোট কমে যাবে। তবে এর সঙ্গে যোগ আছে আসমীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনেরও। বাংলাদেশিদের উপস্থিতিতে তারা বঞ্চিত বোধ করছে। দেখা যাচ্ছে, আদালতও এই বোধকে আমলে নিয়েছেন।

বাংলাদেশের করণীয়:

১. ভারতের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক জোরদার করা।
২. ভারত সরকারের কাছে তথ্য ও পরিসংখ্যান উপস্থাপন করে নিশ্চিত করা যে আসামের বাঙালিরা বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশকারী নয়।
৩. জাতিসংঘে আগাম অভিযোগ দিয়ে রাখা।
৪. বিশ্বের বৃহৎ শক্তিবর্গের সাথে এ বিষয়ে কূটনৈতিক তৎপরতা চালিয়ে পক্ষে আনা।
৫. অলাপ আলোচনার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ সমাধানের পথ খোঁজা। পরিশেষে আমাদের মনে রাখতে হবে ভারত একটি বৃহৎ রাষ্ট্র এবং আন্তর্জাতিক পরিসরে বাংলাদেশের চাইতে তাদের অবস্থান শক্ত। তাছাড়া ভারত বাংলাদেশের পরীক্ষিত বন্ধু। আমাদের মুক্তিযুদ্ধ থেকে বিভিন্ন সময়ে ভারত বাংলাদেশকে সহযোগিতা দিয়েছে। এমন বাস্তবতায় ভারতের সাথে আসাম সংকটকে নিয়ে মুখোমুখি অবস্থানে যাওয়া বাংলাদেশের উচিত হবে না। এক্ষেত্রে বাংলাদেশকে কৃশাী ভূমিকা পালন করতে হবে। কূটনৈতিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই এর সমাধান খুঁজতে হবে।

নতুন সংস্করণ এখন বাজারে

ওরাকল **বিসিএস প্রিলিমিনারি**

৪০তম **কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তি**

ম্যানুয়াল বাংলাদেশ

বাজারে প্রচলিত অন্যান্য বই থেকে সস্তা

সংগ্রহ ও বাণীবাদী ভাষায় লিখিত

সর্বাধিক প্রশ্ন সংকলিত

ট্রাম্পের বাণিজ্য যুদ্ধ বিশ্ব অর্থনীতিতে প্রতিক্রিয়া

রাফিক আহসান (বিশ্ববাস্য)

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের শাসনামলে বিশ্ব রাজনীতিতে একের পর এক যে সংকট তৈরি হয়েছে, তাতে সর্বশেষ সংযোজন হচ্ছে বাণিজ্য যুদ্ধ। ট্রাম্প চীন, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও কানাডার পণ্যের ওপর অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ করে যে নির্দেশ জারি করেছেন, তা নতুন বিশ্বব্যবস্থায় একটি বড় ধরনের সংকট সৃষ্টি করেছে। ট্রাম্প ওইসব দেশের পণ্যের ওপর অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ করার নির্দেশ দিলে ওই দেশগুলোও একই পথ অনুসরণ করে যুক্তরাষ্ট্রে থেকে আমদানিকৃত পণ্যের ওপর অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ করেছে। ফলে এক ধরনের বাণিজ্য যুদ্ধ শুরু হয়েছে।

চীন ও ইউই এর সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য যুদ্ধ: প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সম্প্রতি চীনের ৩,৪০০ কোটি ডলারের আমদানি পণ্যের ওপর ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছেন। আরও ১,৬০০ কোটি ডলারের পণ্যের ওপর শুল্ক আরোপের প্রক্রিয়া চলছে বলেও জানিয়েছেন তিনি। চীন এর জবাবে পাল্টা শুল্ক আরোপের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের এ সিদ্ধান্তের কারণে গত ৬ জুলাই থেকে ৩,৪০০ কোটি ডলার সম্মুখের ৮৮টি চীনা পণ্যের ওপর অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ করা হয়। পরবর্তীকালে আরও ১,৬০০ কোটি ডলারের পণ্যের ওপর (মোট ৫ হাজার কোটি ডলার) অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ করা হবে। এর হার শতকরা ২৫ শতাংশ। পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে চীন এখন যুক্তরাষ্ট্রে থেকে আমদানিকৃত কৃষি পণ্য (সয়াবিন), গাড়ি ও সামুদ্রিক পণ্যের ওপর অতিরিক্ত শুল্ক বসিয়েছে।

স্পষ্টতই বড় ধরনের বাণিজ্যিক বিবাদে জড়িয়ে পড়ছে যুক্তরাষ্ট্র ও চীন। যুক্তরাষ্ট্র এর আগে চীন ও ইউরোপ থেকে আমদানিকৃত ইস্পাত ও অ্যালুমিনিয়ামের ওপর শুল্ক আরোপ করেছিল। এর ফল স্বরূপ চীনের পাশাপাশি ইউরোপের দেশগুলোও পাল্টা ব্যবস্থা নিতে শুরু করেছে। জুনের প্রথমদিকে যুক্তরাষ্ট্র ইউইউজ দেশগুলোর ইস্পাত রপ্তানিতে ২৫ শতাংশ ও অ্যালুমিনিয়াম রপ্তানিতে ১০ শতাংশ শুল্ক আরোপের কথা ঘোষণা করে। এর মধ্য দিয়ে চীনের পাশাপাশি ইউইউর সঙ্গেও যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য যুদ্ধ শুরু করল। ইউই এখন মার্কিন পণ্যের ওপর পাল্টা শুল্ক আরোপ করেছে। চীনের অনুকূলে চীন-যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্যিক সম্পর্ক: চীন-যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্যিক সম্পর্ক চীনের অনুকূলে। অর্থাৎ চীন যুক্তরাষ্ট্রে তার পণ্য বেশি রপ্তানি করে, আমদানি করে কম। ২০১৮ সালের জানুয়ারি থেকে এপ্রিল পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র চীনে রপ্তানি করেছে ৪২২৯১.৫ মিলিয়ন ডলারের পণ্য, আর চীন থেকে আমদানি করেছে ১৬১৩৪২.৪ মিলিয়ন। ঘাটতি এই ৪ মাসে ১১৯০৫০.৯ মিলিয়ন ডলার। ২০১৭ সালের এই ঘাটতি ৩৭৫৫৭৬.৪ মিলিয়ন ডলার (যুক্তরাষ্ট্রের চীনে রপ্তানি ১২৯৮৯৩.৬ মিলিয়ন, আমদানি ৫০৫৪৭০ মিলিয়ন)। ২০১৬ সালে ঘাটতি ছিল ৩৪৬৯৯৬.৫

মিলিয়ন ডলার (রপ্তানি ১১৫৫৪৫.৫, আমদানি ৪৬২৫৪২ মিলিয়ন)। বেশ কয়েক বছর ধরে যুক্তরাষ্ট্র এ ঘাটতির সম্মুখীন হয়ে আসছে। ঘাটতি কমাতে পারছে না। যুক্তরাষ্ট্র এখন যে দেশগুলোর সঙ্গে 'বাণিজ্যিক যুদ্ধে' জড়িয়ে যাচ্ছে, তার প্রতিটির সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যিক ঘাটতি রয়েছে।

বিশ্বে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যিক সম্পর্ক: সাধারণত ২০টি দেশকে ধরা হয়, যার সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ভালো। এই ২০টি শিল্পোন্নত দেশের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র রপ্তানি করে মোট রপ্তানির শতকরা ৭৬ দশমিক ৬ ভাগ, আর মোট আমদানির শতকরা ৮১ ভাগ। যুক্তরাষ্ট্রের কর্মসূচি ডিপার্টমেন্ট থেকে দেখা যায়, (২০১৪) যুক্তরাষ্ট্র ইউইউতে রপ্তানি করেছে ১৪৫৪৬২৪ মিলিয়ন ডলারের পণ্য, আর ওইসব দেশ থেকে আমদানি করেছে ২১৮৮৯০ মিলিয়ন ডলারের পণ্য। এখানে ঘাটতি ৭৩৪৩১৬ মিলিয়ন ডলার। এখন ইউইউর সঙ্গেই বাণিজ্য যুদ্ধ শুরু করেছে যুক্তরাষ্ট্র। কানাডার সঙ্গেও বাণিজ্য যুদ্ধ শুরু করেছে যুক্তরাষ্ট্র। এই দেশটির সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের ঘাটতি ১১২৪০ মিলিয়ন ডলার (রপ্তানি ২৬৬৮২৭ মিলিয়ন, আর আমদানি ২৭৮০৬৭ মিলিয়ন)। মেক্সিকোর সঙ্গে ঘাটতি ৬৩১৯২ মিলিয়ন (রপ্তানি ২৩০৯৫৯ মিলিয়ন, আমদানি ২৯৪১৫১ মিলিয়ন)। জাপানের সঙ্গে ঘাটতি ৬৮৯৩৮ মিলিয়ন ডলার (রপ্তানি ৬৩২৬৪ মিলিয়ন, আমদানি ১৩২০২ মিলিয়ন)। শুধু যুক্তরাজ্য, নেদারল্যান্ডস, ব্রাজিল, বেলজিয়াম, সিঙ্গাপুর, হংকং ইত্যাদি দেশের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য উদ্ভূত রয়েছে।

চীনে মার্কিন করপোরেট প্রতিষ্ঠান: যুক্তরাষ্ট্রের বড় বড় করপোরেট হাউজগুলোর স্বার্থ রয়েছে চীনে। অ্যামাজন, ওয়ালমার্ট, জিএমের মতো কোম্পানি যেসব পণ্য মার্কিন নাগরিকদের কাছে বিক্রি করে, তার পুরোটাই আসে চীন থেকে। অ্যাপলের পণ্য তৈরি হয় চীনে। অন্যদিকে জিএম গাড়ি যেখানে খোদ যুক্তরাষ্ট্রে বিক্রি হয় ৩০ লাখ, সেখানে ৪০ লাখ গাড়ি বিক্রি হয় চীনে। এখন জিএম চীনে তার ব্যবসা হারানোর ঝুঁকিতে থাকবে। চীন যদি 'প্রতিশোধ' হিসেবে অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ করে, এ ধরনের ব্যবসায় ক্ষতি হবে। এসব আমেরিকান ব্যবসায়িক করপোরেট হাউজগুলোর ক্ষতির মানে হচ্ছে মার্কিন অর্থনীতির ক্ষতি।

চীনের কাছে যুক্তরাষ্ট্রের ঋণের পরিমাণ: যুক্তরাষ্ট্র চীনের কাছ থেকে ঋণ নেয়। মার্চ (২০১৮) পর্যন্ত এই ঋণের পরিমাণ ১ দশমিক ৯ ট্রিলিয়ন ডলার। অর্থাৎ এই ঋণের পরিমাণ জাপান থেকে নেওয়া ঋণের (১ দশমিক ০৪ ট্রিলিয়ন ডলার) চেয়ে বেশি। এই ঋণ দিনে দিনে বাড়ছেই। যদিও ২০১৩ সালে এই ঋণের পরিমাণ ছিল ১.৩০ ট্রিলিয়ন ডলার। এই ঋণ যুক্তরাষ্ট্র কমাতে পারছে না। ফলে যুক্তরাষ্ট্র যদি চীনের সঙ্গে বাণিজ্যিক দ্বন্দ্ব আরও বেশি জড়িয়ে যায়, তাহলে চীনের ঋণ একটা

ফাস্টার হয়ে দাঁড়াবে। এখানে চীনের একটা প্লাস পয়েন্ট হচ্ছে, যুক্তরাষ্ট্রের অতিরিক্ত শুল্ক আরোপের যে প্রতিক্রিয়া হবে, তা চীন তার মুদ্রার (ইউয়ান) মান কমিয়ে মোকাবিলা করতে পারবে। শতকরা ২৫ ভাগ হারে যুক্তরাষ্ট্র কর আরোপ করলে ১৫ ভাগ হারে মুদ্রার মান কমিয়ে দেবে চীন। তাতে প্রতিক্রিয়া হবে কম।

ক্ষতিগ্রস্ত হবে যুক্তরাষ্ট্রের কৃষকরা: চীন রাশিয়া কিংবা ইরানের মতো নয় যে চীনের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করলে দেশটি তাতে নতি স্বীকার করবে। চীন যুক্তরাষ্ট্রের সয়াবিনের বড় ক্রেতা। একই সঙ্গে চীন যুক্তরাষ্ট্র থেকে গম, শূকরের মাংস, গরুর মাংস, মাছ আমদানি করে (চীন মোট ৬০০টির ওপর পণ্য যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি করে থাকে)। এখন চীনও এসব পণ্যে অতিরিক্ত শুল্ক আরোপের কথা বলছে। এর ফলে যুক্তরাষ্ট্রের রপ্তানিকারকরা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। চীন এখন যুক্তরাষ্ট্র থেকে সয়াবিন না কিনে তা ব্রাজিল থেকে কিনতে পারে। গম, মাংস ও ভূট্টা কিনতে পারে আর্জেন্টিনা থেকে। এর ফলে যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসায়ীরা যদি চীনা বাজার হারিয়ে ফেলেন, তাহলে এ বাজার যুক্তরাষ্ট্রের কৃষকরা কোথায় পাবেন? প্রকারান্তরে তো তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। চীনের পথ ইউইউ, কানাডা ও মেক্সিকোও অনুসরণ করতে পারে।

বিশ্বে Rare Earth Element (REE)-এর সরবরাহকারী চীন: Rare Earth Element (REE)-এর কথা অনেকেই জানেন না। ১৭টি দুষ্প্রাপ্য ধাতু (scandium, lanthanum, cerium, samarium, terbium, lutetium ইত্যাদি) REE হিসেবে পরিচিত। এসব ধাতু শুধু চীনেই পাওয়া যায়। হাইব্রিড কার, এমআরই মেশিন, মিসাইল তৈরিতে এসব ধাতু ব্যবহার হয়। মার্কিন অস্ত্র প্রতিষ্ঠানগুলো অত্যাধুনিক মারপাঞ্জ তৈরিতে এসব ধাতু ব্যবহার করে। এখন যদি চীন REE সরবরাহ বন্ধ করে দেয়, তাতে সামরিক বাহিনী তথা অস্ত্র উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের ওপর বড় ধরনের প্রভাব পড়বে। বিশ্বের বড় সামরিক শক্তি হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্র উৎপাদনকারী লবি এটা মেনে নিতে চাইবে না। যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্র উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলো যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিতে বড় অবদান রাখছে।

পরিশেষে বলা যায়, যুক্তরাষ্ট্র প্রায় সব দেশের সঙ্গেই একধরনের 'বাণিজ্য ঘাটতি' সৃষ্টি করে। কেননা বাণিজ্য ঘাটতি না হলে ডলার বিশ্ব মুদ্রায় পরিণত হবে না। আর বিশ্ব মুদ্রায় পরিণত না হলে যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে বিশ্বশক্তি হিসেবেও টিকে থাকা সম্ভব হবে না। এটাই হচ্ছে মোক্ষাঙ্ক। চীন, ইউইউ ও কানাডার সঙ্গে বাণিজ্য যুদ্ধের সূচনা করে যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বশক্তি হিসেবে তার ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে চাইছে। কিন্তু বিষয়টি যে খুব সুখের হবে, তা মনে হয় না। সুতরাং অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ করে ট্রাম্প যে বাণিজ্য যুদ্ধ শুরু করেছেন, তা হুড়াত্ত বিচারে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য ভত হবে না।



মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের যুক্তরাজ্য সফরে যুক্তরাজ্য-যুক্তরাজ্য সম্পর্ক আরো মজবুতের পাশাপাশি ভবিষ্যতে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির কথা হয়। এর আগে ন্যাটো সম্মেলনে জোটভুক্ত দেশগুলোকে সামরিক ব্যয় বাড়ানোর তাগিদ দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। ১২ জুলাই স্থানীয় সময় দুপুর ১টা ৫০ মিনিটে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ও ফার্স্ট লেডি মেলানিয়া ট্রাম্পকে নিয়ে লন্ডনে অবতরণ করে এয়ারফোর্স ওয়ান। যুক্তরাজ্যে নেমেই স্টাণ্ডেট বিমানবন্দরে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সাথে এক বৈঠকে মিলিত হন ট্রাম্প। সেখানে ছিলেন আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংস্থার সাধারণ সম্পাদক লিয়াম ফক্স এবং মার্কিন রাষ্ট্রদূত উডি জনসন। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী থেরেসা মে-কে নিয়ে ডালাসের ব্ল্যাক টাই ডিনারে অংশগ্রহণ করেন তিনি। সেখানে ব্রেক্সিট পরবর্তী যুক্তরাজ্য-যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্যিক সম্পর্ক কীভাবে আগাবে এ সম্পর্কে আলোচনা করেন। দুই দিনের এ সফরে রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথের সাথেও দেখা করেন ট্রাম্প।

ব্রিটিশরা আমাকে অনেক পছন্দ করে: ১২ জুলাই বৃহস্পতিবার যুক্তরাজ্য সফরে রওনা হওয়ার আগে ন্যাটো সম্মেলনে ট্রাম্প বলেন, “ব্রিটিশরা আমাকে অনেক পছন্দ করে।” ডোনাল্ড ট্রাম্প দায়িত্ব নেয়ার পর থেকে বাণিজ্য শুদ্ধ আরোপ, ইরান পারমাণবিক চুক্তি বাতিল করা, জেরুজালেমে মার্কিন দূতাবাস স্থানান্তর করা, যুক্তরাষ্ট্রে মুসলিমদের ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা জারিসহ নানা সিদ্ধান্তের সমালোচনা চলছিল বিশ্বব্যাপী। আর এসব বিষয় নিয়ে যুক্তরাজ্য সফরে গেলে বিক্ষোভের মুখে পড়েন ট্রাম্প। হাজারো মানুষ লন্ডনে ট্রাম্প বেরি নামের একটি বেলুন উড়িয়ে অভিনব প্রতিবাদ শুরু করেন। ট্রাম্পের আদলে তেরি এই বেলুনে মার্কিন প্রেসিডেন্টের রাগান্বিত মুখভাব ফুটে উঠেছে। এটি উচ্চতায় ৬ মিটার। এছাড়া ১৪ জুলাই শনিবার স্কটল্যান্ডে গিয়েও তিনি ব্যাপক বিক্ষোভের মুখে পড়েন। হাজার হাজার মানুষ এডিনবার্গে জড়ো হয়েছিলেন ট্রাম্পের নানা কুর্কিত ও কঠোর নীতির প্রতিবাদে। তারা এর নাম দিয়েছেন প্রতিরোধের মিছিল।

ব্রিটিশ-মার্কিন চুক্তি: ব্রেক্সিট বাস্তবায়নের কৌশলকে কেন্দ্র করে বাণ্যুদ্ধের মধ্যেই ১৩ জুলাই বৈঠক করেছেন যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের দুই নেতা। লন্ডনের উত্তর-পশ্চিমে এলসবার্গে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন চেকারসে মের সঙ্গে বৈঠক করেন ট্রাম্প। সংবাদ সম্মেলনে মে বলেন, বিশেষ মার্কিন-ব্রিটিশ সম্পর্কই সবচেয়ে গভীর এবং এটা

আরও গভীর হচ্ছে। তিনি বলেন, দুই দেশ একসঙ্গে বহু মানুষের জীবন বাঁচিয়েছে। তিনি আরও বলেন, ব্রেক্সিট বাস্তবায়নের পর দুই দেশে কাঙ্ক্ষিত মুক্তবাণিজ্য চুক্তি হবে। এ বিষয়ে তারা দুজনেই একমত হয়েছেন। অন্যদিকে সংবাদ সম্মেলনে ট্রাম্প বলেন, ব্রেক্সিট বিষয়ে থেরেসা মে যে পরিকল্পনা করছেন না কেন, যুক্তরাষ্ট্র পাশে আছে। তিনি বলেন, ‘শুধু আপনারা বলেন, আমাদের সঙ্গে বাণিজ্য করবেন।’

থেরেসা মে-কে ট্রাম্পের পরামর্শ: ব্রেক্সিট ইস্যুতে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে সমঝোতার বদলে কঠোর নীতি বেছে নিতে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী থেরেসা মে-কে পরামর্শ দেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। থেরেসা বলেন, ‘তিনি আমাকে বলেছেন আমি যেন কোনো প্রকার সমঝোতার আশ্রয় না নিয়ে ইউইউ’র বিরুদ্ধে আইনগত পদক্ষেপ নেই।’ থেরেসা মে বলেন, ‘তবে আমরা তাদের সঙ্গে সমঝোতার পথই বেছে নেব।’ এর আগে যৌথ সংবাদ সম্মেলনে ট্রাম্প বলেন, ‘আমি তাকে পরামর্শ দিয়েছি তবে সম্ভবত তিনি এটিকে ‘ভয়ানক’ হিসেবেই দেখছেন। আমি এটি মেনে নিয়েছি। কারণ আমি তাকে পরামর্শ দিয়েছি, উপদেশ নয়।’ থেরেসা মে বলেন, ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে বের হয়ে যাওয়ার উপকারিতা মানুষ অবশ্যই দেখবে। আমাদের ব্রেক্সিট নীতি বটেনকে যে কোনো দেশের সঙ্গে বাণিজ্যচুক্তি করার বা তা থেকে বের হয়ে আসার স্বাধীনতা দেবে, এটি অবাধ চলাচল বন্ধ করবে এবং ইউরোপীয় কোর্ট অব জাস্টিস এ আইনগত অধিকার প্রদান করবে।’

থেরেসা মে’র ব্রেক্সিট পরিকল্পনায় যা আছে: যে ব্রেক্সিট পরিকল্পনা ঘিরে যুক্তরাজ্য সরকারে তুলকালাম কাণ্ড, সেটি অবশেষে প্রকাশ করা হয়েছে। নবনিযুক্ত ব্রেক্সিট-বিষয়ক মন্ত্রী ডোমিনিক রাব ১২ জুলাই বৃহস্পতিবার সংসদে ব্রেক্সিট-পরবর্তী সম্পর্কের খেতপত্র (White Paper) উপস্থাপন করেন। সরকারের প্রস্তাবিত পরিকল্পনায় বলা হয়েছে, বিচ্ছেদ-পরবর্তী সময়ে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের দক্ষ কর্মীদের যুক্তরাজ্য ও ইউইউতে অবাধে আদান-প্রদানের সুযোগ পাবে। ভ্রমণ ও স্বল্পকালীন কাজের জন্য ইউইউ নাগরিকদের যুক্তরাজ্য আগমনে কোনো ভিসা লাগবে না। ইউইউ নাগরিকেরা অবাধে যুক্তরাজ্যে পড়াশোনার জন্য আসতে পারবেন। এসব অঙ্গীকার যুক্ত করার পাশাপাশি খেতপত্রে বলা হয়েছে, ২০২০ সালের ডিসেম্বরে অন্তর্বর্তী সময় শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইউইউ নাগরিকদের অবাধ প্রবেশ বন্ধ করে দেওয়া হবে। একই সঙ্গে

যুক্তরাজ্য ও ইউইউ নাগরিকদের সম্পর্কের গভীরতার বিষয়টি বিবেচনা রাখার কথা বলা হয়েছে। পণ্য ও সেবার ক্ষেত্রে একই আইন মেনে চলার নীতি গ্রহণ করা হয়েছে পরিকল্পনায়। ইউইউ-বহির্ভূত দেশের সঙ্গে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যুক্তরাজ্য ইউইউ’র পক্ষে শুদ্ধ আদায়ের কাজও করবে। ডোমিনিক রাব বলেন, যুক্তরাজ্যের তরফ থেকে এই প্রস্তাবের পর ইউইউ’র উচিত একটি কার্যকর চুক্তি স্বাক্ষরে এগিয়ে আসা। নতুন ব্রেক্সিট মন্ত্রী এই প্রস্তাব ইউইউ’র প্রতিনিধি মিশেল বার্নিয়ের কাছে তুলে ধরবেন বলে জানান।

ব্রেক্সিট নিয়ে থেরেসা মে’র ঈশিয়ারি: ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) থেকে বিচ্ছেদের পরিকল্পনা নিয়ে নিজের দ্বিধাবিভক্ত দলকে সতর্ক করে দিয়েছেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী থেরেসা মে। দল তার বিপক্ষে অবস্থান নিলে শেষ পর্যন্ত ব্রেক্সিট প্রক্রিয়া আদৌ নাও হতে পারে বলে সতর্ক করেছেন তিনি। মন্ত্রিসভায় চরম বিভাজনের মধ্যেও গত ৬ জুলাই ইউইউ’র সঙ্গে মে’র ‘বাণিজ্যবান্ধব’ ব্রেক্সিট পরিকল্পনা অনুমোদন পায়। যদিও এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে একমত হতে না পেরে ৮ জুলাই একই দিনে প্রথমে ব্রেক্সিটমন্ত্রী ডেভিড ডেভিস ও গণের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বরিস জনসন পদত্যাগ করেন। অন্যদিকে, ২০১৬ সালে ব্রেক্সিট প্রশ্নে গণভোটে ইউইউ থেকে যুক্তরাজ্যের বেরিয়ে যাওয়ার পক্ষে প্রচারণা নেতৃত্বে ছিলেন জনসন। ২০১৯ সালের ২৯ মার্চের মধ্যে যুক্তরাজ্যকে ইউইউ ছাড়তে হবে। হাতে নয় মাসের কম সময় বাকি। অথচ যুক্তরাজ্য ও ইউইউ’র মধ্যে বাণিজ্য সম্পর্ক কী রকম থাকবে সে ব্যাপারেই এখনো আলোচনায় সমঝোতা হওয়া বাকি। থেরেসা মে ব্রেক্সিটের পর ইউইউ’র সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বাণিজ্য সম্পর্ক বজায় রাখতে চান। তিনি তার ব্রেক্সিট পরিকল্পনায় বিচ্ছেদের পরও যুক্তরাজ্যের পণ্যের ইউইউ’র ‘ফ্রি ট্রেড জোনে’ থাকার কথা বলেছেন। যদিও এজন্য দেশটিকে ইউইউ’র কিছু নিয়ম মানতে হবে।

পরিশেষে বলা যায়, ব্রেক্সিটের প্রশ্নে গণভোটের প্রায় দুই বছর পর ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী থেরেসা মে বলেন, এই সময়কালে তিনি জাতীয় স্তরে জোরালো বিভক্তির বিভিন্ন দিক বিবেচনা করে শেষ পর্যন্ত একটি সিদ্ধান্তে এসেছেন। ইউইউ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হওয়ার বদলে কিছু ক্ষেত্রে এই রাষ্ট্রভোক্তার সঙ্গে নিবিড় সম্পর্কই সঠিক পথ বলে তিনি মনে করেন। অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত ইউইউ’র সদস্য না থেকেও অনেক বিধিনিয়ম মেনে চলতে প্রস্তুত তিনি। তবে ইউরোপীয় ইউনিয়ন তার এই ‘সফট’ ব্রেক্সিটের প্রস্তাব গ্রহণ করতে প্রস্তুত না হলে তিনি নতুন করে সংকটের মধ্যে পড়বেন বলে ধরে নেওয়া হচ্ছে। তাছাড়া ২০১৯ সালের মার্চ মাসের মধ্যে ইউইউ’র সঙ্গে কোনো চুক্তি সম্ভব না হলে তারও প্রস্তুতি নিয়ে রাখছেন থেরেসা মে। ইউইউ ব্রিটেনের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক সংকট সম্পর্কে কোনো প্রতিক্রিয়া দেখায়নি। ইউরোপীয় কমিশন দেশ হিসেবে ব্রিটেনের সঙ্গে ব্রেক্সিট সংক্রান্ত আলোচনা চালিয়ে যেতে আগ্রহী।



বিশ্বব্যাপী প্রভাব বাড়তে চাইছে চীন। মূল লক্ষ্য: পরাশক্তি হিসেবে বিশ্বকে নেতৃত্ব দেওয়া। আর এটা করতে আমেরিকাকে সরিয়ে বিশ্ব মোড়ালের আসন নিতে তৎপর চীন। এরই অংশ হিসেবে প্রযুক্তি ছাড়াও সরকারি, বেসরকারি, অর্থনৈতিক, সামরিকসহ সবক্ষেত্রে তাদের আধিপত্য বিস্তারের কাজটি নিপুণভাবে করে যাচ্ছে দেশটি। আর এজন্য তারা একটা মহাপরিকল্পনা তৈরি করেছে। সেই পরিকল্পনার নাম, 'মেড ইন চায়না-২০২৫'। এই পরিকল্পনাটি নিয়ে কাজ শুরু হলে, ২০১৫ সালে। উডোজাহাজ থেকে হাইস্পিড রেল, সবকিছু এই মহাপরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত। চীন এখন 'মেড ইন চায়না'র এই মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

কী আছে এই পরিকল্পনায়: চীনের সবচেয়ে বড় শক্তি তার ম্যানুফ্যাকচারিং খাত। সেই শক্তিকেই এখানে কাজে লাগাবে চীন। তবে এতদিন যেভাবে চলছে সেভাবে নয়। একেবারেই ভিন্ন কৌশলে। চীন এতদিন যেভাবে যে ধরনের পণ্য তৈরি করে এসেছে, সেখানে একটা আমূল বিপ্লব ঘটানো হবে। পরিকল্পনাটি তিন ধাপের। ২০২৫ সাল সেই পরিকল্পনার প্রথম ধাপ মাত্র। ২০২৫ সাল নাগাদ চীন যত পণ্য তৈরি করবে, তার সবকিছুর মান তারা বাড়াতে চায়। শিল্প-কারখানার উৎপাদনে তারা প্রয়োগ করবে ডিজিটাল প্রযুক্তি। ম্যানুফ্যাকচারিং এ বিশ্বের এক নম্বর শক্তি হবে চীন এমন কিছু চীনা ব্র্যান্ড তারা তৈরি করতে চায়, যেগুলো কিনতে খাপিয়ে পড়বে বাকী বিশ্ব। পরিকল্পনার দ্বিতীয় ধাপে ২০৩৫ সাল নাগাদ চীনা কোম্পানিগুলো বিশ্বের বাকী সব কোম্পানিকে প্রযুক্তিতে, পণ্য মানে এবং সুনামে ছাড়িয়ে যেতে চায়। এজন্য তাদের নতুন উদ্ভাবনে নেতৃত্ব দিতে হবে। আর ২০৪৯ সালে, আধুনিক চীন যখন তার প্রতিষ্ঠার একশো বছর উদযাপন করবে, তখন তারা ম্যানুফ্যাকচারিং এ বিশ্বের এক নম্বর শক্তি হয়ে উঠতে চায়।

দশটি গুরুত্বপূর্ণ খাত: চীন দশটি গুরুত্বপূর্ণ খাত চিহ্নিত করেছে। এর মধ্যে আছে সেমিকন্ডাক্টর চিপ থেকে শুরু করে উডোজাহাজ, রোবোটিক্স থেকে শুরু করে ইলেকট্রিক কার, হাইস্পিড রেলওয়ে থেকে গুশেন ইঞ্জিনিয়ারিং। এই মহাপরিকল্পনার সরকারি বিপুল সহায়তা দিচ্ছে সব সরকারি-বেসরকারি কোম্পানিকে। এই উচ্চাকাঙ্ক্ষী পরিকল্পনা বাস্তবায়নে যা যা দরকার, তার সবই করছে তারা। আর্থিক প্রণোদনার পাশাপাশি গবেষণা এবং উদ্ভাবনেও (আরএন্ডি) সাহায্য করা হচ্ছে। সামরিক বাহিনী এবং সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে বেসরকারি কোম্পানিগুলোর সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করতে বলা হচ্ছে। 'মেড ইন চায়না- ২০২৫' সফলভাবে বাস্তবায়িত হলে চীনা কোম্পানি আর

চীনা ব্র্যান্ড বিশ্ব বাজারে চীনা আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করবে বলে মনে করা হচ্ছে। আর এটাই যুক্তরাষ্ট্রকে বিরাট দুশ্চিন্তায় ফেলে দিয়েছে। চীন যা করছে: ২০১৫ সালে চীন 'মেড ইন চায়না ২০২৫' নামের কৌশলপত্রের ঘোষণা দেয়। মূলত, নিজেদের শিল্পায়ন প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিতেই সি চিন পিং সরকার এমন সিদ্ধান্ত নেয়। যেকোনো মূল্যে এই কৌশল বাস্তবায়ন করতে চায় চীন। এক বিশ্লেষণে বলা হয়েছে, চীন চাইছে নতুন প্রযুক্তি নিয়ে কাজ করা প্রতিষ্ঠানগুলোকে করায়ত্ত করতে। এ জন্য বিদ্যমান আইনের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ একটি পন্থা বের করেছে তারা। 'মেড ইন আমেরিকা'-এই প্রোগ্রামের বিপরীতে তৈরি হয়েছে 'মেড ইন চায়না ২০২৫'। কলকারখানার প্রযুক্তিগত উন্নতি করা এর অন্যতম লক্ষ্য। এ জন্য চীনা বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে কাজ করছে দেশটির সরকার। শ্রেফ বিনিয়োগের মাধ্যমে প্রযুক্তি হস্তগত করা হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানগুলোতে বিনিয়োগের ওপর বেশি নজর দিচ্ছে চীন। অর্থনৈতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান সিবি রিসার্চ এক প্রতিবেদনে বলেছে ২০১৪ সালের হিসাব অনুযায়ী মার্কিন প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানে চীনের মোট বিনিয়োগ ছিল ২.৩ বিলিয়ন ডলারের বেশি। অথচ 'মেড ইন চায়না-২০২৫' নামের কৌশল রস্ট্রীয়ভাবে গ্রহণের পর থেকে সেই বিনিয়োগের পরিমাণ হ্রাস করেছে আকাশ ছুঁয়েছে। ২০১৫ সালে এই বিনিয়োগের মোট পরিমাণ ছিল ৯.৯ বিলিয়ন ডলার। ২০১৭ সালে এই বিনিয়োগের পরিমাণ ১২ শতাংশ কমেছে। ওই বছর আমেরিকার বিভিন্ন স্টার্টআপ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে মোট ১৬৫টি চুক্তি করে চীনের অর্ধে চলা প্রতিষ্ঠানগুলো। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে নিত্য নতুন ও চমক জাগানিয়া প্রযুক্তি নিয়ে কাজ করছে ছোট প্রতিষ্ঠানগুলো। এসব প্রতিষ্ঠানেই বিনিয়োগের সংকট বেশি থাকে। ঠিক সেই সুযোগটিই নিচ্ছে চীন। তবে যেসব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিনিয়োগ করা হচ্ছে, তাদের সঙ্গে চীনের সংশ্লিষ্টতা পুরোপুরি প্রমাণ করা বেশ কঠিন। বিশ্লেষকেরা বলছেন, বর্ধিষ্ণু সম্পদের ব্যবহার নিয়েই চলতি শতকের শুরু থেকেই ভাবছিল চীন। নিজের দেশেও বিদেশি বিনিয়োগের দরজা খুলে দিয়েছে সি চিন পিংয়ের সরকার। দেশটি এখন নিজেদের পুরো শিল্পায়ন প্রক্রিয়া স্বয়ংক্রিয় করতে চাইছে। এ জন্যই অন্যান্য দেশের উদ্ভাবিত প্রযুক্তির প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। অর্থাৎ ভিন দেশের প্রযুক্তি বাজারে বিনিয়োগের মাধ্যমে শিল্পায়নে উন্নতি আনতে চাচ্ছে চীন। এর ফলে অর্থনৈতিকভাবেও এগিয়ে যাবে দেশটি। আর প্রযুক্তিগত উৎকর্ষের বিষয়টি তো রয়েছেই। এ ক্ষেত্রে চীনের প্রধান অগ্রহ রোবোটিক্স, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও মহাশূন্য ভ্রমণবিষয়ক প্রযুক্তি খাত। মার্কিন প্রযুক্তি যেভাবে চীনের হাতে যাচ্ছে: ২০১৭ সালের মাঝামাঝি সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের ডেলাওয়্যারে

দেউলিয়াবিষয়ক আদালতে হুট করেই হাজির হলো অ্যাটপ টেক ক্যালিফোর্নিয়াভিত্তিক এই তথ্যপ্রযুক্তি কোম্পানিটি। চিপের নকশা তৈরি করে। এই প্রতিষ্ঠান এমন এক ধরনের মাইক্রোচিপ তৈরি করতে পারে, যা দিয়ে স্মার্টফোন থেকে উচ্চ কার্যক্ষমতার অস্ত্রব্যবস্থা সবই চালানো যাবে। অথচ সেই প্রতিষ্ঠান কিনা নিজেদের দেউলিয়া ঘোষণা করেছে! অ্যাটপ টেক নিজেদের দেউলিয়া ঘোষণার পরই শুরু হলো আসল নাটক। আদালতে এটি কিনতে হাজির হয়ে গেল স্বল্পপরিচিত প্রতিষ্ঠান অ্যাভাটার ইন্সটিটিউট সিস্টেমস। প্রতিষ্ঠানের নাম শোনা না গেলেও তাদের আছে ট্যাকভর্তি ডলার। আর তাই অ্যাটপ টেক বিনিয়োগে অ্যাভাটার ইন্সটিটিউট সিস্টেমসের এই বিনিয়োগের প্রক্রিয়া এগিয়ে নেওয়ার কাজ চলছে। চিপ তৈরি ও নকশার কাজগুলো পড়ে সেমিকন্ডাক্টর শিল্পের আওতায়। মজার ব্যাপার হলো, অ্যাটপ টেক যখন নিজেদের দেউলিয়া ঘোষণা করে, তখন প্রতিষ্ঠানটির কর্মী ছিল ৮৬ জন। ওই সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের সেমিকন্ডাক্টর শিল্পের বাজারে এই প্রতিষ্ঠানের অংশীদারিত্ব ছিল ১০০ কোটি ডলারেরও বেশি। অথচ অ্যাটপ টেক নাকি দেউলিয়া! আর যে স্বল্পপরিচিত প্রতিষ্ঠানটি অ্যাটপ টেক বিনিয়োগে অগ্রহী, সেটি গঠিত হয়েছে ২০১৭ সালের মার্চে। পাওয়া যাচ্ছে না তাদের মালিকের পূর্ণ পরিচয়। অ্যাভাটার ইন্সটিটিউট সিস্টেমসের প্রধান পরিচালক হংকংভিত্তিক একজন ব্যবসায়ী। সুতরাং এই প্রতিষ্ঠানটি যে চীনঘেঁষা, তা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। নতুন এই প্রক্রিয়ায় চীন সম্পূর্ণ আইনসম্মতভাবে মার্কিন প্রযুক্তি পকেটে প্রবেশ। নিত্যনতুন প্রযুক্তির মালিক হওয়া মানেই বিশ্ব অর্থনীতির নেতৃত্ব পাওয়া। সেই প্রতিযোগিতাতেও চীনের থেকে পিছিয়ে পড়ছে যুক্তরাষ্ট্র। পরিশেষে বলা যায়, মার্কিন প্রযুক্তি বাজারে চীনা প্রভাব কাটানোর উপায় খুঁজছে যুক্তরাষ্ট্র। সম্প্রতি চীনের বিরুদ্ধে যে বাণিজ্য যুদ্ধের ঘোষণা দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, তা মূলত এই কারণেই। এই বাণিজ্য যুদ্ধের মূল উদ্দেশ্য হলো আন্তর্জাতিক মেধাস্বত্ব নিয়ে চীনের সঙ্গে দর-কষাকষির সুযোগ তৈরি করা। যুক্তরাষ্ট্রে বিদেশি বিনিয়োগের বিষয়টি দেখভালের জন্য একটি জাতীয় কমিটি আছে। এটিই মূলত মার্কিন প্রযুক্তিকে অন্য দেশের হাতে যাওয়া ঠেকাতে কাজ করে। এর নাম কমিটি অন ফরেন ইনভেস্টমেন্ট ইন দ্য ইউনাইটেড স্টেটস (সিএফআইইউএস)। ১৯৭০-এর দশকে এই কমিটি গঠন করা হয়েছিল। কিন্তু আজ পর্যন্ত এর প্রয়োজনীয় জনবল ও এখতিয়ার নেই। এ কারণে সাধারণত ছোট ছোট প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানের বিষয়ে নাক গলানোর সুযোগ পায় না সিএফআইইউএস। পলিটিকোর বিশ্লেষণে বলা হয়েছে, মার্কিন ট্রেজারি বিভাগ এখন সিএফআইইউএসের এখতিয়ার বাড়াতে নতুন বিল আনছে। যেভাবেই হোক মার্কিন প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানে চীনের বিনিয়োগের লাগাম টেনে ধরতে চায় মার্কিন সরকার। আর বিশ্বে দাদাগির করতে হলে চীনকে ঠেকানো ছাড়া উপায় নেই যুক্তরাষ্ট্রের। তাহলে চীনকে কি ঠেকাতে পারবে যুক্তরাষ্ট্র যা এখন দেখার বিষয়।

পেংলং সম্মেলন

মিয়ানমারের জাতিগত শান্তি সম্মেলন

গানাদানন্দ মার বিসিএস সাধারণ শিক্ষা

বর্তমান অশান্ত মিয়ানমারে অং সান সুচি'র এনএলডি'র শাসনামলে দ্বিতীয় জাতিগত শান্তি সম্মেলন- 'পেংলং সম্মেলন'। আরও সঠিকভাবে বললে এটি হলো 'একুশ শতকের তৃতীয় পেংলং সম্মেলন'। যুদ্ধবিরোধ মিয়ানমারের ইতিহাস, রাজনীতি ও সমর-সংঘাতে পেংলং সম্মেলনের ঐতিহাসিক গুরুত্ব এত বেশি যে দেশটির সব আশা-প্রত্যাশা-হতাশার কেন্দ্রবিন্দু এটি। যথারীতি এবারও মানুষ এই সম্মেলন থেকে এমন কোনো ঐকমত্য আশা করছে, যা পাঁচ দশকের পুরোনো গেরিলাজীবন থেকে ওয়া, কাচিন, শ্যান, কারেন, আরাকানিদের ঘর-সংসারে ফিরতে সাহায্য করবে। কিন্তু আদৌ বার্মার সেনানায়কেরা শান্তির জন্য নিয়ন্ত্রণ শিথিল করতে প্রস্তুত কি না, সে প্রশ্নের রয়েছে গভীর সন্দেহ। রোহিঙ্গা সংকটের কারণে মিয়ানমারের এ সম্মেলনের দিকে তাকিয়ে আছে বহির্বিষয়ও। রাজধানী নেপিদোতে ১০ জুলাই এই সম্মেলন শুরু হয় এবং শেষ হয় ১৬ জুলাই।

নর্দার্ন অ্যালায়েন্স ও সেনাবাহিনীর অবস্থান: মিয়ানমার সরকার ও সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধবিরতিতে আছে ১০টি গ্রুপ এবং যুদ্ধরত আছে ৭টি গ্রুপ। যেসব দল এখনো মিয়ানমারের সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধরত, তাদের জোটকে স্থানীয়ভাবে 'নর্দার্ন অ্যালায়েন্স' বলা হয়। এতে আছে কেআইও (কাচিন ইনডিপেনডেন্ট আর্মি), এএ (আরাকান আলি), ওয়া আর্মি ইত্যাদি গেরিলা দল। ওয়া আর্মি হামি এ মুহুর্তে বিশ্বের সবচেয়ে বড় গেরিলা দল। প্রায় ২০ হাজার সশস্ত্র যোদ্ধা রয়েছে তাদের। বিভিন্ন জাতিসত্তার এসব দল কমবেশি গত ৫০ বছর যাবৎ শান্তি, মর্যাদা ও আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের দাবিতে সশস্ত্র বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। এই যুদ্ধ থেকে 'ইউনিয়ন' বাসীকে মুক্তি দেওয়ার লক্ষ্যে পেংলং সম্মেলন হচ্ছে। কিন্তু তাতে কার্তামোগত প্রতিবন্ধকতা বিপুল।

পেংলং সম্মেলন ও মিয়ানমার প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব ইতিহাস: পেংলং মিয়ানমারের শ্যান স্টেটের একটি শহর। এই শহরেই ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসনামলের শেষ লগ্নে ১৯৪৭ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি প্রথম 'পেংলং সম্মেলন' হয়, যেখানে বার্মার জনগোষ্ঠীর পক্ষে জেনারেল অং সানের সঙ্গে চিন, কাচিন ও শ্যান প্রতিনিধিরা ইউনিয়ন গঠনের চুক্তি করেছিলেন। শেষোক্ত এলাকাগুলোকে ব্রিটিশ 'ফ্রন্টিয়ার এরিয়া' বলত এবং এগুলো পৃথক রাজনৈতিক সত্তা আকারেই ছিল। ফ্রন্টিয়ার এলাকার মানুষেরা বার্মারদের এলাকাকে বলত 'মিনিফ্রিয়াল বার্মা' বা 'বার্মা প্রপার'। চিন, কাচিন ও শ্যানদের পক্ষে মিনিফ্রিয়াল বার্মার সঙ্গে চুক্তির উদ্যোগকার্য মনে করছিলেন, বড় জনজাতি বার্মারদের সঙ্গে এই চুক্তি ব্রিটেনের কাছ থেকে সম্পূর্ণ অঞ্চলের

স্বাধীনতাকে ত্বরান্বিত করবে। নয়টি ধারাসংবলিত ঐতিহাসিক প্রথম পেংলং চুক্তির মাধ্যমে শ্যান, কাচিন ও চিনরা নিজ নিজ প্রদেশে ('স্টেট' বলা হতো) পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনসহ বার্মারদের নিয়ে ইউনিয়নরূপী 'বার্মা রাষ্ট্র' গঠনে সম্মত হয়। এই চুক্তিতে কারেন ও শ্যানদের পৃথক হওয়ার অধিকার দেওয়া হয়। আসলে চুক্তির মধ্য দিয়ে তখনকার অপ্রধান জাতিসত্তাগুলো বড় জাতি বার্মারদের প্রতিনিধি জেনারেল অং সানের ওপর তাদের ভবিষ্যৎ স্বাধিকারের প্রশ্নটি মীমাংসার ভার অর্পণ করেছিল এক ধরনের বিশ্বাস থেকে। প্রথম পেংলংয়ের সফলতা মিয়ানমারের সব জাতির মধ্যেই ফেডারেলধর্মী একটি রাষ্ট্রের স্বপ্ন সৃষ্টি করেছিল। এই চুক্তির স্মরণেই ১২ ফেব্রুয়ারি দেশটিতে 'ইউনিয়ন ডে' হিসেবে পালিত হয় এখনো।

অং সানের মৃত্যু পরবর্তী অবস্থা: ১৯৪৭-এ 'পেংলং সম্মেলন' ইউনিয়নরূপী একটি দেশ গঠনের আশা জাগালেও স্বাধীনতার উদ্যোগে, রাজনৈতিক ক্ষমতালভের ঠিক পূর্বকক্ষ, সংবিধান সভার নির্বাচনের মাত্র ৩ মাসের মধ্যে, ১৯৪৭-এর ১৯ জুলাই ইয়াঙ্গুনে একদল সশস্ত্র ব্যক্তির হাতে অং সান সাতজন গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সহযোগীসহ নিহত হন। এ সময় ব্রিটিশদের হাত থেকে ক্ষমতা হস্তান্তরের লক্ষ্যে অন্তর্বর্তী সরকারের বৈঠক চলছিল। অং সানের মৃত্যু ধীরে ধীরে জাতিগত আত্মবিশ্বাসের পুরোনো ছকটি পাল্টে দেয়। অং সানের বার্মার সহযোগীরা ক্রমে 'পেংলং ঐকমত্য' থেকে দূরে সরে যেতে থাকে। ১৯৬২ সালে জেনারেল নে উইনের সামরিক অভ্যুত্থান জাতিগত সম্মিলনের পুরো প্রক্রিয়া চূড়ান্তভাবে ধ্বংস করে দেয়। গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। এরই ধারাবাহিকতায় ২০০৮ সালে এসে সেনাবাহিনী নতুন যে সংবিধান রচনা করে, তাতে সংখ্যালঘু জাতিসত্তা-অধ্যুষিত স্টেটগুলোর (প্রদেশ) স্বায়ত্তশাসন অনেকখানি খর্ব করে ফেলা হয়। এভাবে সর্বশাস্ত্রী সংঘাতই দেশটির নিয়তি হয়ে ওঠে।

অং সান সুচি ও নতুন বার্মা: মিয়ানমারের বেসামরিক সরকারের প্রধান হিসেবে অং সান সুচি ক্ষমতায় এসে পিতার অসমাপ্ত কাজ জাতিগত মৈত্রী ও ইউনিয়ন বার্মার পুনরুজ্জীবনের উদ্যোগ নেন। সেই উদ্যোগেরই ফল হিসেবে ২০১৬ সালের ৩১ আগস্ট থেকে পরবর্তী ৫ দিন মিয়ানমারে দ্বিতীয় 'পেংলং সম্মেলন' হয়। সুচির সরকার একে অভিহিত করে 'একবিংশ শতাব্দীর পেংলং' তথা 'দ্বিতীয় পেংলং শান্তি সম্মেলন' বলে।

দ্বিতীয় পেংলং সম্মেলন: এবারের মতোই ২০১৬ সালের দ্বিতীয় পেংলং সম্মেলনেও মিয়ানমারজুড়ে তীব্র আশাবাদ তৈরি হয়েছিল। কিন্তু সম্মেলন শেষে কোনো সিদ্ধান্তই গৃহীত হয়নি। ২০টির মতো সংগঠন ওই সম্মেলনে উপস্থিত হয়ে বিভিন্ন

জাতিসত্তার ক্ষোভ-বিক্ষোভের কারণগুলো তুলে ধরে। ওই পেংলং সম্মেলনে মুখ্য বিবাদিত বিষয় ছিল দুটি: সংবিধানে 'ইউনিয়ন থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকার' থাকা এবং সেনাবাহিনীকে 'ফেডারেল' চরিত্র দেওয়া। এ ছাড়া জাতীয় সম্পদের আন্তঃজাতিভিত্তিক বন্টনও মিয়ানমার জুড়ে বড় বিবাদিত বিষয়। স্বাধীনতার পরপর ১৯৪৮ সালের সংবিধানে (১০ম অধ্যায়) সংখ্যালঘু জাতিসত্তাগুলোর প্রাধান্যপূর্ণ প্রদেশগুলোকে ইউনিয়ন থেকে পৃথক হওয়ার অধিকারের যে স্বীকৃতি দেওয়া হয়, ২০০৮-এর সংবিধানে তা বাদ পড়েছে এবং সেখানে উল্লেখিত হয়েছে, 'রাষ্ট্রের কোনো অংশ কখনোই আলাদা হতে পারবে না।' সর্বশেষ সংবিধানের দুটি বড় বৈশিষ্ট্য হলো তাতে ইউনিয়নের একত্বের ওপর বেশি জোর দেওয়া হয় এবং মিয়ানমারকে একটা জাতি হিসেবে অভিহিত করা হয়। কাচিন, শ্যান, কারেন জাতিগোষ্ঠীগুলো চাইছে, সংবিধানের পুরোনো চরিত্রটি আবার বহাল হোক।

তৃতীয় পেংলং সম্মেলন: তৃতীয় পেংলং সম্মেলন হচ্ছে রাজধানী নেপিদোতে। এ সম্মেলনে মিয়ানমারের সাতটি সশস্ত্র গ্রুপ সরকারের সঙ্গে শান্তি আলোচনা অব্যাহত রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। তারা বলেছে, নেপিদোর একুশ শতাব্দীর পেংলং শান্তি সম্মেলনে মিয়ানমার সরকারের দেয়া বাতীর বিষয়ে তারা আলোচনা করবে। সরকারি প্রোবাল নিউ লাইট অব মিয়ানমার জানায়, ১১ জুলাই শুরু হওয়া ছয় দিনব্যাপী পেংলং শান্তি সম্মেলনের তৃতীয় অধিবেশনে চতুর্থ দিন ১৪ জুলাই পর্যন্ত উত্তরাঞ্চলের জোটভুক্ত সাতটি গ্রুপ অংশ নেয়। ২০১৫ সালে মিয়ানমারের ১০টি সশস্ত্র গ্রুপ সরকারের সঙ্গে 'ন্যাশনওয়াইড সিজফায়ার একর্ড' (এনসিএ)-এ স্বাক্ষর করে। কিন্তু এই সাতটি সশস্ত্র গ্রুপ তখন ওই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেনি। কাচিন ইন্ডিপেনডেন্ট অর্গানাইজেশন (কেআইও)-এর ভাইস-চেয়ারম্যান গান মাও প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেন, সশস্ত্র গ্রুপগুলো পুনরায় শান্তি প্রক্রিয়ায় ফিরে আসতে সচেষ্ট থাকবে। পরিশেষে বলা যায়, 'নতুন শতাব্দীর পেংলং'-এর চলতি তৃতীয় দফা আলোচনা এবং তার সফলতা নির্ভর করছে সংবিধানের সম্ভাব্য সফল সংশোধনীর ওপর। সু চির দল 'ন্যাশনাল লিগ ফর ডেমোক্রেসি' সংবিধান সংশোধনের পক্ষে প্রকাশ্যে বলে থাকে। কিন্তু সর্বশেষ সংবিধানে পার্লামেন্টের উভয় কক্ষ সশস্ত্র বাহিনীর জন্য ২৫ শতাংশ আসন সংরক্ষণের বিধান করা হয়েছে। ফলে সংবিধানের যেকোনো সংশোধনী ইচ্ছা করলেই সশস্ত্র বাহিনী আটকে দিতে পারে। মিয়ানমারের উচ্চকক্ষে ৫৬ জন এবং নিম্নকক্ষে ১১০ জন সেনাসদস্য রয়েছে। এভাবে মিয়ানমারের পুরো রাজনৈতিক উপরিকাঠামো এবং সেনা অমলাভাজ বার্মার প্রাধান্যতায় পূর্ণ। এরূপ কাঠামোর ব্যাপকভিত্তিক সংস্কার ও পরিবর্তন ছাড়া চলতি পেংলং সম্মেলন কোনোরূপে বাস্তব শান্তি আনতে পারবে কি না, সেটা গভীরভাবে প্রশ্নবিদ্ধ। বিশ্ববাসী এখন দেখতে চাই, জাতিগত সহাবস্থানের যে বহুত্ববাদের কথা বলেছিলেন জেনারেল অং সাং প্রায় সাত দশক আগে, তাঁর কন্যা আবার সেটার অর্থবহ পুনরুজ্জীবন ঘটাতে পারেন কি না?

৬ একাত্তরের রণাঙ্গন :



- এম রফিকুল ইসলাম (বিসিএস সাধারণ শিক্ষা)

একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধ অকুতোভয় বাঙালি জাতির জাতীয় জীবনে এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। বীর মুক্তিযোদ্ধার জাতির শ্রেষ্ঠ ও অমূল্য সম্পদ। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন যে মাসের প্রথমদিকে মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি এম এ জি ওসমানী মুক্তিবাহিনীর সদস্যদের বীরত্ব ও অসম সাহািক্যতাপূর্ণ কাজের স্বীকৃতিদান এবং তাদের মধ্যে আত্মত্যাগের প্রেরণা সৃষ্টির লক্ষ্যে বীরত্বসূচক খেতাব প্রদানের একটি প্রস্তাব মুজিবনগর সরকারের মন্ত্রিসভার উপস্থাপন করেন। ১৬ মে মন্ত্রিসভায় প্রস্তাবটি অনুমোদিত হয়। গুরুত্ব বিবেচনায় চার

পর্যায়ে খেতাব প্রদানের বিধান করা হয়। স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি মন্ত্রিসভায় বীরত্বসূচক খেতাবের নতুন নামকরণ করা হয়। সর্বোচ্চ পদমর্যাদার খেতাব “বীরশ্রেষ্ঠ”, উচ্চ পদমর্যাদার খেতাব “বীর উত্তম”, প্রশংসিত পদমর্যাদার খেতাব “বীর বিক্রম” এবং বীরত্বপূর্ণ প্রশংসাপত্রের খেতাব “বীর প্রতীক”। ১৯৭৩ সালের ২৬ মার্চ পর্যন্ত ৫৪৬ জন মুক্তিযোদ্ধাকে খেতাবের জন্য নির্বাচিত করা হলেও (বর্তমানে খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা ৬৭৬ জন; বীরশ্রেষ্ঠ ৭জন, বীর উত্তম ৬৮ জন, বীর বিক্রম ১৭৫ জন এবং বীর প্রতীক ৪২৬ জন) যুদ্ধকালীন এবং পরবর্তীতে বিভিন্ন ইউনিট, সেক্টর, বিশেষদে থেকে আসা খেতাবের জন্য সুপারিশসমূহ এয়ার ভাইস মার্শাল একে বন্দকার এর নেতৃত্বে গঠিত কমিটি নিরীক্ষা করার পর এ বছর ১৪ ডিসেম্বর প্রতিরক্ষা মন্ত্রি হিসেবে প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান খেতাব তালিকায় স্বাক্ষর করেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে শহীদ সাতজন মুক্তিযোদ্ধাকে এই সর্বোচ্চ সম্মানসূচক বীরশ্রেষ্ঠ খেতাবে ভূষিত করা হয় যা ১৯৭৩ সালের ১৫ ডিসেম্বর ‘বাংলাদেশ গেজেট’ এর একটি অতিরিক্ত সংখ্যায় বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ঘোষণা করা হয়। নিম্নের সারণিতে সাত বীরশ্রেষ্ঠের তথ্যাবলি তুলে ধরা হল।

নাম, জন্ম সাল ও স্থান	পদবী ও কর্মক্ষেত্র	যখন খেতাবে শহিদ হন	সমাধি	বীরশ্রেষ্ঠদের গ্রামের বর্তমান নাম
১. মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর জন্ম: ১৯৪৮ সাল। বরিশাল জেলার বাবুগঞ্জ থানার রহিমগঞ্জ গ্রামে।	ক্যাপ্টেন, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী	১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে চাঁপাই নবাবগঞ্জে ৭ নং সেক্টরে মুক্তিবাহিনীর আঞ্চলিক অধিনায়ক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ১৪ ডিসেম্বর পাকবাহিনীর সাথে যুদ্ধ করেন। আক্রমণের এক পর্যায়ে পাকবাহিনীর একটি বুলেট কপালে বৃদ্ধি হলে তিনি শহিদ হন।	সোনামসজিদ গ্রামে।	ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর এর গ্রামের নাম তাঁর দাদার নামে হওয়ায় তাঁর ইউনিয়ন আগরপুরের নাম পরিবর্তন করে মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর ইউনিয়ন করা হয়েছে।
২. হামিদুর রহমান জন্ম: ২ ফ্রেব্রুয়ারি, ১৯৫৩। ডুমুরিয়া গ্রাম, চাপড়া, চব্বিশ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ।	সিপাহী, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী	১৯৭১ সালের ২ অক্টোবর সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। যুদ্ধ শুরু হলে একদিনের জন্য তিনি মায়ের সাথে দেখা করতে আসেন। ফিরে গিয়ে ৪নং সেক্টরে মৌলভীবাজারস্থ কমলগঞ্জের মাধবপুর ইউনিয়নের ধবলই সীমান্তে যুদ্ধ করেন এবং পাক হানাদার বাহিনীর সাথে বীরত্বের সাথে লড়াই করে শহিদ হন।	মীরপুর শহীদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থান।	হামিদনগর মহেশপুর ঝিনাইদহ। পূর্বনাম: খোদা খালিশপুর।
৩. মোস্তফা কামাল জন্ম: ১৯৪৯ সাল। বরিশাল (বর্তমান ভোলা), দীলতখান থানার পশ্চিম হাজীপুর গ্রাম	সিপাহী, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী	তিনি ২নং সেক্টরে যুদ্ধ করেন। ১৯৭১ সালের ১৮ এপ্রিল আখাউড়ার দক্ষিণে গঙ্গাসাগরের উত্তরে দরুইন গ্রামে বর্বর পাকিস্তানি বাহিনীর অভিযান প্রতিহত করতে গিয়ে শহিদ হন।	ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়ার মোগড়া গ্রামে।	মোস্তফা কামাল নগর, আলী নগর ভোলা। পূর্বনাম: মৌটুকি।
৪. মোহাম্মদ রুহুল আমিন জন্ম: ১৯৩৫ সাল। নোয়াখালি জেলার সোনাইমুড়ী থানার দেওটির বাগপাচড়া গ্রামে।	ইন্ট্রনরম আর্টফিসার, বাংলাদেশ নৌবাহিনী	বি.এন.এস. ‘পদ্মা’ মুক্তিবাহিনীর পক্ষে যুদ্ধকালীন ভুলক্রমে ভারতীয় বিমান বাহিনীর গুলির মুখে পড়েন। গুলির কারণে জাহাজে আশ্রয় নগ্নে জাহাজের গোলাবারুদ ফুটতে শুরু করলে তিনি নদীতে ঝাঁপ দেন। উপকূল এলাকায় পরে রাজাকারদের হাতে বুলেটবিদ্ধ হন এবং ধরা পড়েন। রাজাকারদের অমানুষিক নির্যাতনে শহিদ হন।	রূপসা উপজেলার রূপসা বাসস্ট্যান্ডের পাশে নদীর তীরে।	রুহুল আমিন নগর, সোনাইমুড়ি নোয়াখালি। পূর্বনাম: বাগপাচড়া।
৫. মতিউর রহমান জন্ম: ২৯ অক্টোবর, ১৯৪১। মোবারক লজ, ১০৯ আগা সাদেক রোড, ঢাকা।	ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট, বাংলাদেশ বিমান বাহিনী	স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালীন তিনি পশ্চিম পাকিস্তানে কর্মরত ছিলেন। যুদ্ধ শুরু হবার পর দেশে মুক্তিযোদ্ধাদের বিমান সমর্থন দেবার চিন্তা করতে থাকেন। সুযোগ বুঝে পাকিস্তান বিমান বাহিনীর মৌরপুর মসরুর ঘাঁটি থেকে একটি টি-৩৩ জঙ্গী বিমান নিয়ে পালিয়ে আসার সময় সহযাত্রী রশিদ মিনহাজের সাথে ধস্তাধস্তির কারণে সিঙ্গু প্রদেশের মরু অঞ্চলে বিমানটি বিধ্বস্ত হয়ে ভারত সীমান্তবর্তী বিন্দা গ্রামের খাটায় পতিত হলে তিনি শহিদ হন।	মতিউর নগর, রায়পুরা নরসিংদী।	প্রথমে করাচির মশরুর বিমান ঘাঁটির কবরস্থান। বর্তমানে মিরপুর শহীদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থান। পূর্বনাম: রামনগর।
৬. মুন্সি আব্দুর রউফ জন্ম: ৮ মে, ১৯৪৩ সাল। ফরিদপুর জেলার মধুখালী থানার (সাবেক বোয়ালখালী) কামারখালী সালামতপুর গ্রামে।	ল্যান্স নায়েক, বাংলাদেশ রাইফেলস	১নং সেক্টরে রাঙামাটি ও মহালছড়ির সংযোগপথ নানিয়াচর উপজেলার বুড়িমারী এলাকায় চিহ্নিড খালে দু’পাশে নির্মিত প্রতিরক্ষা বৃহৎ অক্ষুণ্ণ রাখতে গিয়ে হানাদার বাহিনীর সাথে প্রচণ্ড যুদ্ধে মর্টারের আঘাতে শাহাদাৎ বরণ করেন।	রাঙামাটি শহরে রিজার্ভ বাজারে কেন্দ্রীয় শহিদমিনারের পাশে।	রউফ নগর, মধুখালী ফরিদপুর। পূর্বনাম: সালামতপুর।
৭. নূর মোহাম্মদ শেখ জন্ম: ২৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৬ সাল। নড়াইল সদর উপজেলার মহিখোলা গ্রামে।	ল্যান্স নায়েক, বাংলাদেশ রাইফেলস	৮নং সেক্টরে স্থায়ী টহলে নিয়োজিত থাকার সময় যশোরের গোয়ালহাটি এলাকায় ১৯৭১ সালের ৫ সেপ্টেম্বর পাক হানাদার বাহিনী কর্তৃক ত্রিমুখী আক্রমণের মুখে পড়েন। সঙ্গীদের বাঁচাতে গিয়ে একাকী পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে সঙ্গীদের পালিয়ে যেতে সহায়তা করেন এবং হানাদার বাহিনীর গুলিতে শহিদ হন।	যশোরে শার্শা উপজেলার কাশিমপুর গ্রামে।	নূর মোহাম্মদ নগর, নড়াইল সদর। পূর্বনাম: মহিখোলা।

খেতাবপ্রাপ্ত ও মুক্তিযোদ্ধাদের আরো তথ্য:

- * বীরপ্রতীক খেতাবপ্রাপ্ত একমাত্র বিদেশি অস্ট্রেলিয়ার নাগরিক ডব্লিউ এস ওভারল্যান্ড।
- * মুক্তিযুদ্ধে বীরপ্রতীক খেতাবপ্রাপ্ত দুইজন মহিলা ১ম-ক্যাপ্টেন সেতারা বেগম, ২য়-তারামন বিবি।
- * মুক্তিযুদ্ধে বীরস্বনা খেতাবপ্রাপ্ত মহিলা মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা ২৩১ জন।

খেতাবপ্রাপ্ত ৬৭৬ জন মুক্তিযোদ্ধার মধ্যে

সেনাবাহিনীর	২৮৮ জন
নৌবাহিনীর	২৪ জন
বাংলাদেশ রাইফেলসের	১৪৯ জন
পুলিশ	৫ জন
সুজাহিদ/আনসার	২৪ জন
গণবাহিনী	১৭৬ জন



পরিবেশ, জীববৈচিত্র্য ও উন্নয়ন

মো: কাকর হোসেন (বিসিএল সাধারণ শিক্ষা)

ক্রমবর্ধমান অর্থনীতি, নগরায়ণ ও জনসংখ্যা বৃদ্ধিসহ নানা কারণে জলবায়ু পরিবর্তন এবং পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের অবক্ষয়ের ফলে অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের মতো বাংলাদেশেরও পরিবেশ আজ হুমকির সম্মুখীন। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি দেশের টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যসমূহ (SDGS) অর্জনের ক্ষেত্রে বড় ধরনের হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। পরিবেশগত সমস্যা সমাধানপূর্বক বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য দৃষণমুক্ত একটি সুস্থ, সুন্দর ও টেকসই, পরিবেশবান্ধব বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রচেষ্টা চালাতে হবে। আর সরকারের হয়ে এক্ষেত্রে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়কে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে।

পরিবেশ সংরক্ষণে আন্তর্জাতিক উদ্যোগ: ১৯৭২ সালে সুইডেনের স্টকহোমে অনুষ্ঠিত "UN Conference of the Human environment" হলো পরিবেশ বিষয়ক প্রথম উল্লেখযোগ্য বৈশ্বিক সম্মেলন। এর আওতায় বিভিন্ন দেশে পরিবেশ বিষয়ক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে এবং বহু দেশ পরিবেশগত নীতি ও পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এ সম্মেলনের আওতায় জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি (UNEP) প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৯২ সালে ব্রাজিলের রিও ডি জেনেরিতে অনুষ্ঠিত বিশ্ব ধরিত্রী সম্মেলনকে বিশ্ব পরিবেশ সংরক্ষণের অন্যতম মাইলফলক বিবেচনা করা হয়। এ সম্মেলনে পরিবেশ সুরক্ষায় তিনটি কনভেনশন হলো:

1. Convention on Biological Diversity (CBD).
2. United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD)
3. United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) গৃহীত হয়।

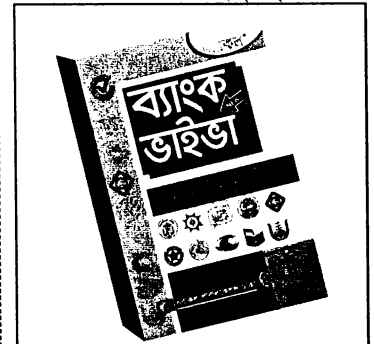
এই UNFCCC- এর উদ্যোগে প্রতিবছর COP অনুষ্ঠিত হয়। UNFCCC- এর উদ্যোগে COP-3 তে ১৯৯৭ সালে সম্পাদিত হয় কিয়েটো প্রটোকল। ক্ষতিকর কার্বন-ডাই অক্সাইড ও গ্রিনহাউস গ্যাস উদগীরণ কমানোর লক্ষ্যে স্বাক্ষরিত কিয়েটো প্রটোকলে মোট ১৯১ টি (EU সহ) দেশ অনুসমর্থন করে। শুরুতে কিয়েটো প্রটোকলের মেয়াদ ছিল ১৫ বছর (১৯৯৭-২০১২) পরবর্তীতে এর কার্যকারিতার মেয়াদ আরো ৮ বছর বৃদ্ধি করা হয়েছে (২০১৩-২০২০)। পরিসংখ্যানে দেখা গেছে যে, গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণের জন্যে শিল্পোন্নত দেশগুলোই দায়ী। ইতোমধ্যে কানাডা কিয়েটো প্রটোকল থেকে নিজেদের প্রত্যাহার করে নিয়েছে। এছাড়া,

নিউজিল্যান্ড, রাশিয়া ও জাপান কিয়েটো প্রটোকলের দ্বিতীয় মেয়াদে অংশ নেয়নি। ফলশ্রুতিতে, বৈশ্বিক গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণে কিয়েটো প্রটোকলের অবদান আরো কমে আসবে। গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণে শীর্ষে চীন। বিশ্বের ২৫.৯৩ শতাংশ কার্বন নিঃসরণ করে চীন। দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে USA. ১৩.৮৭ শতাংশ নিঃসরণ করে। তবে মাথাপিছু গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণের দিক দিয়ে USA প্রথম।

জলবায়ু পরিবর্তন ও জলবায়ু পরিবর্তনে বাংলাদেশ: বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর একটি। জার্মানওয়াচ এর হিসাব অনুযায়ী দীর্ঘমেয়াদী জলবায়ু ঝুঁকি সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ৬ষ্ঠ। এই সূচকে প্রথম দেশ- হুদ্রাস। বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে দেশের উপকূলবর্তী এলাকা সমুদ্রে নিমজ্জিত হবার আশঙ্কা রয়েছে। বিশ্ব ব্যাংকের প্রতিবেদনে "Economics of Adaptation to Climate Change : Bangladesh" ঘূর্ণিঝড় ও বন্যা মোকাবেলায় ২০৫০ সাল পর্যন্ত প্রতিবছরে গড় মোট ১৬৬ মিলিয়ন ডলারের অতিরিক্ত অর্থায়ন প্রয়োজন হবে বলে প্রাক্কলন করেছে। জলবায়ু পরিবর্তনের গুরুত্ব অনুধাবন করে সরকার "National Adaptation Programmer of Action (NAPA) 2050 প্রণয়ন করেছে। তাছাড়া জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবেলায় জাতীয় সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে "Bangladesh Climate Change strategy and Action Plan (BCCSAP). 2009 প্রণয়ন করেছে। উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ সর্বপ্রথম জলবায়ু পরিবর্তন ঝুঁকি মোকাবেলায় এ ধরনের সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে। "BCCSAP" তে ৬টি বিষয় ভিত্তিক ৪৪টি কার্যক্রম নির্ধারণ করা হয়েছে। চিহ্নিত কার্যক্রম গুলোর বাস্তবায়নের জন্য সরকার নিজস্ব অর্থায়নে Bangladesh Climate Change Trust Fund (BCCTF) গঠন করেছে। স্বল্পোন্নত দেশগুলোর মধ্যে একমাত্র বাংলাদেশই নিজস্ব অর্থায়নে এ ধরনের তহবিল করেছে। দীর্ঘমেয়াদে জলবায়ু

পরিবর্তন মোকাবেলায় সমন্বিতভাবে অভিযোজন কৌশল ও করণীয় নির্ধারণ করে UNFCCC আওতায় National Adaptation Plan (NAP) প্রণয়ন করেছে সরকার। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে 'বাংলাদেশ বর্ষাপ পরিকল্পনা ২১০০' প্রণয়ন করেছে। টেকসই পানি, প্রতিবেশ, পরিবেশ ও ভূমি মন্ত্রণালয়ের চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলা করে ২০৩১ সালের মধ্যে চরম দারিদ্র্য দূর করে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশে বাংলাদেশকে রূপান্তর করা এ পরিকল্পনার অংশ।

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও বাংলাদেশ: জলবায়ু ও ভূ-প্রাকৃতিক অবস্থানের কারণে বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ একটি দেশ। ক্রমবর্ধমান নগরায়ণ শিল্পায়ন, ও মানুষের অবিবেচক কর্মকাণ্ডের ফলে বাংলাদেশের পরিবেশ, প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য আজ হুমকির মুখে। এ কারণে সংবিধানে পরিবেশ প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের কথা বলা হয়েছে। ইতোমধ্যে, বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য আইন, ২০১৭ প্রণয়ন করেছে সরকার। এছাড়া পরিবেশ, প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য রক্ষায় 'প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন ব্যবস্থাপনা বিধিমালা-২০১৬' প্রণয়ন করেছে সরকার। জাতিসংঘ ঘোষিত 'জীব বৈচিত্র্য কৌশলগত পরিকল্পনা-২০১১-২০২০' এর আলোকে জাতীয় পর্যায়ে জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের জন্য সরকার "National Biodiversity Strategy and Action plan (NBSAP), 2016-2021" প্রণয়ন করেছে। সরকারের উল্লেখিত পদক্ষেপ সমূহ পরিবেশ, প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।



ওরাকল ব্যাংক ভাইভা
এতে আছে চাকরির ভরসা।

নতুন সংস্করণ এখন বাজারে

ওরাকল

খাদ্য অধিদপ্তর নিয়োগ সহায়িকা

সর্বাধিক প্রশ্ন সংকলিত

সহজ ও সাবলীল ভাষায় ব্যাখ্যা ও সমাধান লিখিত

বিষয়ভিত্তিক পর্যালোচনা

বাজারে প্রচলিত অন্যান্য বই থেকে স্বতন্ত্র

মানসিক দক্ষতা অনুশীলন

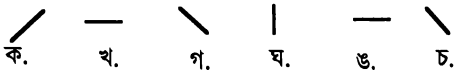
পর্ব ১৬ -মো. নাফিস সাদিক ভূইয়া

প্রাথমিক আলোচনা চিত্র অভীক্ষা মানসিক দক্ষতার একটি অন্যতম দিক। চিত্র দেখে কোনটি ভিন্ন বা পরের চিত্র কী হবে ইত্যাদি বের করতে হবে। যদি একবার ভালোভাবে চিন্তা করা যায়, তাহলে বিষয়টি খুবই সহজ। তবে কিছু নিয়ম অনুসরণ করতে হবে। আমি এই পর্বটি মোট পাঁচটি ভাগে ভাগ করেছি। পূর্বে প্রথমভাগ নিয়ে আলোচনা করেছি। আজ দ্বিতীয় ভাগ নিয়ে আলোচনা করব।

ঘড়ি বিষয়ক

চিত্রের সমস্যাটি সমাধান করতে হলে চিত্রের, দিক, রং, কোণ, আকার, সংখ্যা ইত্যাদির দিকে খেয়াল রাখতে হবে। আজ ঘড়ি বিষয়ক আলোচনা করা হলো :

প্রশ্ন-১ : নিচের কোন চিত্রটি বেমানান?



উত্তর : ঘ

ব্যাখ্যা : প্রথম চিত্রটি ঘড়ির কাঁটা চিন্তা করলে ১টায় অবস্থান করছে। পরবর্তীতে ৩, ৫, ৭, ৯, ১১টায়। হওয়ার কথা। কিন্তু 'ঘ'-তে ৭ না হয়ে ৬টা দেখাচ্ছে। তাই বলা যায় 'ঘ' হচ্ছে বেমানান।

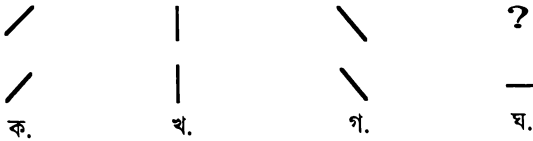
প্রশ্ন-২ : নিচের চিত্রে কোনটি বেমানান?



উত্তর : গ

ব্যাখ্যা : প্রথম চিত্রটি ৬ ও ৯টার মধ্যে অবস্থান করছে। দ্বিতীয় চিত্রটি ৬টা ও ৩টা পরবর্তীতে ৩ ও ১২টায় হবে। কিন্তু গ এর চিত্রটি ১২ ও ৯টায় হয়েছে, যা হওয়ার কথা ছিল ৬ ও ৩টা। অর্থাৎ চিত্রে ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে ঘুরছে।

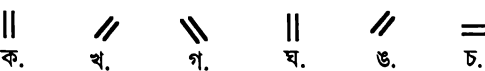
প্রশ্ন-৩ : প্রশ্নবোধক চিত্রে কোনটি বসবে?



উত্তর : খ

ব্যাখ্যা : চিত্রে প্রথম চিত্র ও তৃতীয় চিত্র বিপরীত। সুতরাং দ্বিতীয় চিত্র ও চতুর্থ চিত্র বিপরীত হবে। দ্বিতীয় চিত্রে দেখা যাচ্ছে ১২ ও ৬টা। সুতরাং চতুর্থ চিত্রে ৬ ও ১২টা হবে।

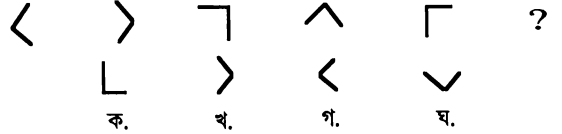
প্রশ্ন-৪ : নিচের চিত্রে কোনটি বেমানান?



উত্তর : চ

ব্যাখ্যা : চিত্রগুলো দেখলে মনে হচ্ছে ঘড়ির কাঁটা বিপরীত যাচ্ছে। প্রথম চিত্রটি ৬টায় দেখাচ্ছে পর্যায়ক্রমে ৪টা, ১০টা, ১২টা, ২টা, ৪টা হবে। কিন্তু 'চ' চিত্রে ৩টা দেখাচ্ছে।

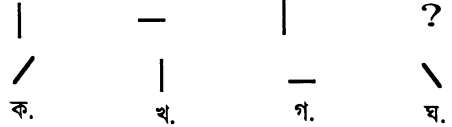
প্রশ্ন-৫ : চিত্রে প্রশ্নবোধক চিত্রে কোনটি হবে?



উত্তর : ক

ব্যাখ্যা : চিত্রটি ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে যাচ্ছে। প্রথম চিত্রটি ১ টায় ও ৪ টায় দ্বিতীয় চিত্রটি ১১টায় ও ৮ টায়। তারপর ৯ টায়, ৬ টায় এভাবে সবশেষ চিত্রটি হবে আবার ৩টায় ও ১২ টায়।

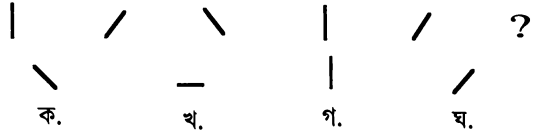
প্রশ্ন-৬ : নিচের চিত্রে পরবর্তীতে কোনটি হবে?



উত্তর : গ

ব্যাখ্যা : প্রথম চিত্রটি ১২টায়, পরবর্তীতে যথাক্রমে ৩টা, ৬টা, ৯টা হবে। তাহলে উত্তর হবে 'গ'।

প্রশ্ন-৭ : নিচের চিত্রে পরবর্তীতে কোনটি হবে?

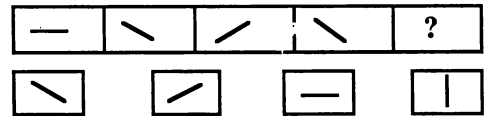


উত্তর : ক

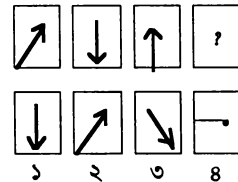
ব্যাখ্যা : প্রথম চিত্রে ১২টা দেখাচ্ছে। পরবর্তীতে ২টা, ৪টা, ৬টা, ৮টা, ১০টা হবে। 'ক' চিত্রে ১০টা দেখাচ্ছে।

◆ নিজে করুন :

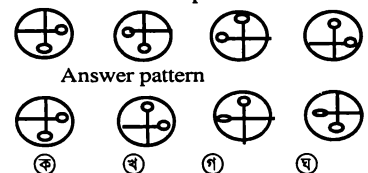
১. প্রযোজ্য চিত্রটি দ্বারা শূন্যস্থান পূরণ করুন : [৩৫তম বিসিএস]



২. নিচের চিত্রের প্রশ্নবোধক চিত্রের স্থানে কোন বিকল্পটি বসবে? [৩৭তম বিসিএস]



৩. Problem pattern-এর শূন্যস্থানে Answer pattern-এর কোন চিত্রটি বসবে? [৩২তম বিসিএস]



মানসিক দক্ষতা আলোচনা

১ম পর্ব

ভাষাগত ও যৌক্তিক বিচার (Verbal Reasoning)

এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ Topics.বিসিএস ও ব্যাংক এর প্রতিটি পরীক্ষায় এখান থেকে প্রশ্ন থাকে।

০১) সাংকেতিক বিন্যাস এবং পুনর্বিন্যাস (Coding & De-coding)

(এই Topics এর Math বৃত্তে হলে ইংরেজি বর্ণমালা সম্পর্কে গভীর ধারণা থাকতে হবে। যেমন: A এর আগের বর্ণ Z, Z এর পরের বর্ণ A, A এর এক ঘর আগের বর্ণ Y আবার Z এর এক ঘর পরের বর্ণ B.....) নিচে বিভিন্ন পরীক্ষায় আসা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন সম্পর্কে আলোচনা করা হলো.....

01. If GAMES is spelt as HBNFT, what will be the spelling of SPORTS?

[৩০তম বিসিএস]

- ⑧ RONQSR ⑨ TQPSUT Ans. ⑧
⑨ RQNOSR ⑩ TQOSUT

ব্যাখ্যা : GAMES এর প্রতিটি বর্ণের পরবর্তী বর্ণ নিয়ে গঠিত HBNFT। সুতরাং SPORTS এর প্রতিটি বর্ণের পরবর্তী বর্ণ নিয়ে গঠিত TQPSUT.

02. COUNTRY- কে EMWLVA লেখা হলে ELECTORATE- কে কী লিখতে হবে?

[৩৭তম বিসিএস লিখিত]

- ⑧ CIEFQPYWE
⑨ CJGERQTYVG
⑩ CNCERQPCRQ
⑪ GJGAVMTYVC Ans. ⑩

ব্যাখ্যা : এখানে, বিজোড় অবস্থানের বর্ণগুলোর পরবর্তী ২য় বর্ণ এবং জোড় অবস্থানের বর্ণগুলোর পূর্ববর্তী ২য় বর্ণ নিয়ে সাজানো হয়েছে। সুতরাং-
ELECTORATE → GJGAVMTYVC

03. If TALE = LATE then CAFE = ?

[৩০তম বিসিএস]

- ⑧ FACE ⑨ CAEF Ans. ⑧
⑩ EAFC ⑪ AEF

ব্যাখ্যা : TALE শব্দটির A ও E স্থির অবস্থানে থাকে এবং T ও L পরস্পর অবস্থান পরিবর্তন করে LATE হয়েছে। তেমনিভাবে CAFE শব্দটির A ও E স্থির অবস্থানে রেখে এবং C ও F পরস্পরের অবস্থান পরিবর্তন করে FACE হবে।

04. If LOYAL is coded as 'JOWAJ' then PRONE is coded as--

[৩৭তম বিসিএস]

- ⑧ QRPNE ⑨ NRMND
⑩ ORNMG ⑪ NRMNC Ans. ⑩

ব্যাখ্যা : LOYAL শব্দটির পরিবর্তিত রূপে বামদিক থেকে জোড় অবস্থানের বর্ণসমূহের পরিবর্তন হয়নি। বিজোড় অবস্থানের বর্ণসমূহ পরিবর্তিত হয়ে ইংরেজি বর্ণমালার ক্রমানুসারে পূর্ববর্তী ২য় বর্ণটি বসেছে।

05. একটি সংকেত পদ্ধতিতে VACATE কে লেখা হয় AVACET তাহলে LITERATE কে কী লেখা হয়?

[৩০তম বিসিএস]

- ⑧ ILETERAET ⑨ ILTERARTE
⑩ ILETARET ⑪ ILTREAT Ans. ⑩

ব্যাখ্যা : (পরস্পর স্থান পরিবর্তন করে)

VA CA TE LI TE RA TE
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
AV AC ET IL ET AR ET

(পরস্পর স্থান পরিবর্তন করে) (পরস্পর স্থান পরিবর্তন করে)

06. In a certain code, AWAKE is written as ZVZJD. How is FRIEND written in that code?

- ⑧ UOHDMF ⑨ EQHDMC Ans. ⑧
⑩ UHODMF ⑪ FMDHOU

ব্যাখ্যা : AWAKE এর প্রতিটি বর্ণের পূর্ববর্তী বর্ণ নিয়ে গঠিত হয়েছে ZVZJD। সুতরাং FRIEND এর প্রতিটি বর্ণের পূর্ববর্তী বর্ণ নিয়ে EQHDMC গঠিত। উল্লেখ্য, এখানে Alphabet গুলোকে একটি বৃত্ত হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে।

07. In a certain code 'TABLE' is written as WDEOH. How would 'SKY' be written in that code?

Ans. ⑧

- ⑧ VNB ⑨ TBN ⑩ BNY ⑪ NYB

ব্যাখ্যা : TABLE এর প্রতিটি বর্ণের পরবর্তী তৃতীয় বর্ণ নিয়ে WDEOH গঠিত হয়েছে। সুতরাং SKY এর প্রতিটি বর্ণের পরবর্তী তৃতীয় বর্ণ নিয়ে গঠিত VNB।

08. If 'ABCD' stands for 'WXYZ' then 'BAD' stands for--

- ⑧ XWZ ⑨ XYZ ⑩ WXZ ⑪ YZW
e. None of these Ans. ⑧

ব্যাখ্যা : A = W, B = X, C = Y, D = Z। সুতরাং BAD = XWZ।

09. TRAIN = 98726 হয় তবে, TARIN = কত হবে?

[৩০তম বিসিএস]

- ⑧ 97862 ⑨ 97826 Ans. ⑧
⑩ 97682 ⑪ 69782

ব্যাখ্যা : প্রশ্নে প্রদত্ত বর্ণগুলোর মান T = 9, R = 8, A = 7, I = 2, N = 6। সুতরাং TARIN = 97826

10. If 'FIGHT' stands for 74352, then 'FIT' stands for--

- ⑧ 472 ⑨ 274 ⑩ 247 ⑪ 742 Ans. ⑩

ব্যাখ্যা : F = 7, I = 4, G = 3, H = 5, T = 2। সুতরাং FIT = 742

11. If PLAY is coded as 8123 and RHYME is coded as 49367, how is MALE coded?

- Ans. ⑧
⑧ 6217 ⑨ 6198 ⑩ 6395 ⑪ 6285

ব্যাখ্যা : P = 8, L = 1, A = 2, Y = 3, again R = 4, H = 9, Y = 3, M = 6, E = 7। সুতরাং MALE = 6217

12. If 1394 = ACID then 4516 = ? Ans. d

- ⑧ DEAD ⑨ DEAL ⑩ DEAN ⑪ DEAF

13. Which one of the five choice makes the best comparison for LIVE is to EVIL as 5332 is to--

- ⑧ 2523 ⑨ 3252 ⑩ 2335 ⑪ 3225

Ans. ⑩

ব্যাখ্যা : LIVE কে উল্টো দিক থেকে লিখলে EVIL হয়, আর 5332 কে উল্টো দিকে থেকে লিখলে 2335 হয়, যা অপশন ⑩।

14. SUMMER is close as RUNNER, the code for WINTER will be--

- ⑧ SUITER ⑨ VIOUER Ans. ⑧
⑩ WALKER ⑪ SUFFER

ব্যাখ্যা : SUMMER = RUNNER। এখানে, ১ম, ৩য় ও ৪র্থ বর্ণ পরিবর্তিত হয়ে হয়ে S পূর্ব বর্ণ R এবং M এর পরের বর্ণ N ব্যবহৃত হয়েছে। অনুরূপ WINTER এর ক্ষেত্রে WINTER = VIOUER [কারণ W এর পূর্ব বর্ণ V, N এর পরবর্তী বর্ণ O, T এর পরবর্তী বর্ণ U।]

15. If England is written as 1234526 and France is written as 785291, then Grece is written as...

- ⑧ 392291 ⑨ 381191 Ans. ⑧
⑩ 382292 ⑪ 392191

ব্যাখ্যা : E = 1, N = 2, G = 3, L = 4, A = 5, D = 6 এবং F = 7, R = 8, C = 9, সুতরাং Grece = 38191.

সমস্যা সমাধান (Problem Solving) (ক) দিন পঞ্জিকা ও ঘড়ি বিষয়ক

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসম্ভার

যে সকল সাল/ বছর ৪ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য হয় সেগুলো লিপ ইয়ার / অধিবর্ষ।

১. যে সকল সাল/ বছর এর শেষ দুই অঙ্ক শূন্য (০০) এবং ৪০০ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য সে বছরসমূহ লিপ ইয়ার।

২. ১ বছর = ৫২ সপ্তাহ ১ দিন (সাধারণ) = ৫২ সপ্তাহ ২ দিন (লিপ ইয়ার)

৩. সাধারণ বছরের প্রথম দিন (১ জানুয়ারি) এবং বছরের শেষদিন (৩১ ডিসেম্বর) সপ্তাহের একই বার হয়।

৪. লিপ ইয়ারে বছরের প্রথম দিন সপ্তাহের যে বার হয় বছরের শেষ দিন তার পরের বার হয়।

৫. সাধারণত একই তারিখের পূর্বের বছর সপ্তাহের যে দিন/ বার হয় পরের বছর তার পরের দিন/ বার হয় যেমন- ২০১৪ এর ১৪ এপ্রিল সোমবার হলে ২০১৫ এর ১৪ এপ্রিল মঙ্গলবার হবে।

৬. যদি পূর্বের বছর লিপ ইয়ার হয় তবে ফেব্রুয়ারি মাসের পরের তারিখের জন্য পরের বছর সপ্তাহের দিন/বার ১ বৃদ্ধি পাবে এবং জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসের যেকোনো তারিখের জন্য সপ্তাহের বার/দিন ২ বৃদ্ধি পাবে।

যেমন- ২০১৬ এর ১২ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার হলে ২০১৭ এর ১২ ফেব্রুয়ারি রবিবার কিন্তু ২০১৬ এর ১৪ এপ্রিল বৃহস্পতিবার হলে ২০১৭ এর ১৪ এপ্রিল শুক্রবার।

৭. যদি পরের বছর লিপ ইয়ার হয় তবে জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসের যেকোনো তারিখের জন্য পূর্বের বছর অপেক্ষা পরের বছর সপ্তাহের দিন/বার ১ বৃদ্ধি পাবে এবং ফেব্রুয়ারি মাসের পরের যেকোনো তারিখের জন্য পূর্বের বছর অপেক্ষা পরের বছর সপ্তাহের দিন/বার ২ বৃদ্ধি পাবে।

যেমন- ২০১৫ এর ১২ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার হলে ২০১৬ এর ১২ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার। কিন্তু ২০১৫ এর ১৪ এপ্রিল মঙ্গলবার হলে ২০১৬ এর ১৪ এপ্রিল বৃহস্পতিবার।

[চলবে.....]

পর্ব-১৩

গণিতে সুদকষা (Interest) আলোচনা

— প্রাবন বালী সহকারী পরিচালক, বাংলাদেশ ব্যাংক

গত সংখ্যার বাকী অংশ.....

Type-2 (a1) : সুদের হার নির্ণয়

সূত্র-২ (ক) : সুদের হার/শতকরা হার,

$$R = \frac{\text{সুদ} \times ১০০}{\text{আসল} \times \text{সময়}}$$

1. শতকরা বার্ষিক কত হার সুদে ৭০০ টাকার ৫ বছরের সুদ ১০৫ টাকা হবে?

[সাইফার অফিসার-০৫]

- ক) ৩% খ) ৫%
গ) ৭% ঘ) ১০%

Solution: সুদের হার,

$$R = \frac{I \times 100}{PN} = \frac{\text{সুদ} \times ১০০}{\text{আসল} \times \text{সময়}}$$

$$= \frac{১০৫ \times ১০০}{৭০০ \times ৫} = ৩ \quad \text{উত্তর : ক}$$

2. শতকরা বার্ষিক কত হার সুদে ৬০,০০০ টাকার ৫ বছরের সুদ ৬,০০০ টাকা হবে? [BB(AD)-08]

- ক) ২% খ) ৩%
গ) ৪% ঘ) ৫%

Solution: সুদের হার,

$$R = \frac{I \times 100}{PN} = \frac{\text{সুদ} \times ১০০}{\text{আসল} \times \text{সময়}}$$

$$= \frac{৬০০০ \times ১০০}{৬০০০০ \times ৫} = ২ \quad \text{উত্তর : ক}$$

Type-2 (a2) : সুদাশলের ভগ্নাংশ থাকলে (সুদের হার নির্ণয়)

সূত্র-২ (ক) : সুদের হার/শতকরা হার,

$$R = \frac{\text{সুদ} \times ১০০}{\text{আসল} \times \text{সময়}}$$

Note : ১ম টা লব এবং পরের হর ধরে কাজ

করুন। সুদ আসলের $\frac{১}{৫}$ অংশ হলে সুদ

= ১, আসল = ৫ ধরুন, সুদ

আসলের $\frac{১}{৪}$ অংশ বা $\frac{৫}{৪}$ অংশ হলে

সুদ = ৫, আসল = ৪ ধরুন

1. কোন আসল ৩ বছরে মুনাফা-আসলে ৫৫০০

টাকা হয়। মুনাফা, আসলের $\frac{৩}{৮}$ অংশ হলে

মুনাফার হার কত? [৩৭তম বিসিএস]

Short Technic : মুনাফা, আসলের $\frac{৩}{৮}$ অংশ;মুনাফা = ৩ টাকা, আসল = ৮ টাকা;
সময় ৩ বছর

$$\text{সুদের হার, } R = \frac{I \times 100}{PN} = \frac{\text{সুদ} \times ১০০}{\text{আসল} \times \text{সময়}} = \frac{৩ \times ১০০}{৮ \times ৩} = ১২.৫$$

উত্তর : ১২.৫

2. রকীব সাহেব ৩,৭৩,৮৯৯ টাকা ব্যাংকে রাখলেন। ৭ $\frac{১}{২}$ বছর পর তিনি আসল

টাকার $\frac{১}{৪}$ অংশ সুদ পেলেন। ব্যাংকে

সুদের হার কত? [৩৩ তম বিসিএস]

Short Technic : সুদ, আসলের $\frac{১}{৪}$ অংশবা, $\frac{৫}{৪}$ অংশ হলে সুদ = ৫ টাকা, আসল = ৪ টাকা ;

$$\text{হার, } R = \frac{I \times 100}{PN} = \frac{৫ \times ১০০}{৪ \times ৭.৫} \% = ১৬ \frac{২}{৩}$$

উত্তর : $১৬ \frac{২}{৩} \%$

3. শতকরা বার্ষিক কত হার সুদে ১ বছরের

সুদ, সুদ-আসলের $\frac{১}{৫}$ অংশ হবে?

উত্তর : ২৫%

4. শতকরা বার্ষিক কত হার সুদে ৫ বছরের

সুদ, সুদ আসলের $\frac{১}{৫}$ অংশ হবে? [মাধ্য:

বি. সহ-০০]

- ক) ১০% খ) ১৫%
গ) ২০% ঘ) ২৫%

Solution: মনে করি, সুদ-আসল = ৫ টাকা;
সুদ = ১ টাকা, আসল = (৫-১) টাকা = ৪ টাকা, সময় ১ বছর।

$$\begin{aligned} \text{সুদের হার } R &= \frac{I \times 100}{PN} \\ &= \frac{\text{সুদ} \times ১০০}{\text{আসল} \times \text{সময়}} = \frac{১ \times ১০০}{৪ \times ১} \text{ টাকা} \\ &= ২৫ \text{ টাকা। উত্তর : ঘ) } \end{aligned}$$

Type-2 (b) : সুদে-আসলে দ্বিগুণ

/তিনগুণ/চারগুণ থাকলে (সুদের হার নির্ণয়)

$$\text{সূত্র-২: (খ) : শতকরা হার} = \frac{\text{গুণ-১}}{\text{সময়}} \times ১০০$$

1. সরল সুদের হার শতকরা কত টাকা হলে যে কোন মূলধন ৮ বছরে সুদে-আসলে তিনগুণ হবে? [১০ বি সি এস]

- ক) ১২.৫০ টাকা খ) ২০ টাকা
গ) ২৫ টাকা ঘ) ১৫ টাকা

Short Technic :

$$\text{শতকরা হার} = \frac{\text{গুণ-১}}{\text{সময়}} \times ১০০$$

$$= \frac{৩ - ১}{৮} \times ১০০ = ২৫\%$$

উত্তর : গ)

2. শতকরা বার্ষিক কত হার সুদে যে কোন মূলধন ১০ বছরে সুদে আসলে দ্বিগুণ হবে? [NBR-10]

- ক) ১০.০০ টাকা খ) ১২.০০ টাকা
গ) ৭.৫০ টাকা ঘ) ৫.০০ টাকা

Solution: Short Technic :

$$\text{শতকরা হার} = \frac{\text{গুণ-১}}{\text{সময়}} \times ১০০$$

$$= \frac{২ - ১}{১০} \times ১০০ = ১০\%$$

উত্তর : ক)

Type-2 (c) : একত্রিত সুদের পরিমাণ দেওয়া থাকলে, সুদের হার নির্ণয়

সূত্র-২ (গ) : শতকরা হার =

একত্রিত সুদ $\times ১০০$ (১ম আসল \times ১ম সময়) + (২য় আসল \times ২য় সময়)

$$= \frac{\text{একত্রিত সুদ} \times ১০০}{(P_1 \times N_1) + (P_2 \times N_2)}$$

1. ৫০০ টাকার ৪ বছরের সুদ এবং ৬০০ টাকার ৫ বছরের সুদ একত্রে ৫০০ টাকা হলে, সুদের হার কত? [১৬ তম বিসিএস]

- ক) ৫% খ) ৬%
গ) ১০% ঘ) ১২%

Short Technic : শতকরা হার =

একত্রিত সুদ $\times ১০০$ (১ম আসল \times ১ম সময়) + (২য় আসল \times ২য় সময়)

$$= \frac{\text{একত্রিত সুদ} \times ১০০}{(P_1 \times N_1) + (P_2 \times N_2)}$$

$$= \frac{৫০০ \times ১০০}{৫০০ \times ৪ + ৬০০ \times ৫} = \frac{৫০০ \times ১০০}{২০০০ + ৩০০০}$$

$$= \frac{৫০০ \times ১০০}{৫০০০} = ১০\%$$

উত্তর : গ)



বাংলাদেশ এর নির্বাহী বিভাগের প্রধান অঙ্গ হলো নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট। বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (বিএসিএস) এর প্রশাসন ক্যাডারগণই নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট। কর্মক্ষেত্রে তারা ব্যাপক নির্বাহী এবং সীমিত বিচারিক ক্ষমতা ভোগ করেন। The Code of Criminal Procedure, 1898, Penal Code, 1860, Police Regulation এবং অন্যান্য অপরাধ দমন আইনের বিভিন্ন ধারা কর্তৃক তাদেরকে নানা ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটগণ আইন রক্ষা নির্দেশদান, বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা (যেমন খান্দো ভেজাল, ইভটিজিং, মাদকদ্রব্য চোরাচালন, সরকারি সম্পত্তি বেদখল) সামাজিক সুবিচার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মোবাইল কোর্ট বা ভ্রাম্যমান আদালত (মোবাইল কোর্ট আইন ২০০৯, ধারা ৫) গঠনের ক্ষমতা রাখেন।

নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট	
পেশা	নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট
কর্মক্ষেত্র	আইন প্রশাসন, বাংলাদেশ সরকার
যোগ্যতা	বিশ্লেষণী চিন্তা, সংকটকালীন সিদ্ধান্ত গ্রহণ, ন্যায়পরায়ণতা, সাধারণ জ্ঞান
দক্ষতা	সাধারণ নির্বাহী ও বিচারিক কাজে অভিজ্ঞ (ক্ষেত্র বিশেষে পরিবর্তন হতে পারে)

❖ বিভিন্ন ধরনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট :

- ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৯৯৮ অনুযায়ী বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (প্রশাসন) এর সদস্যগণ, যারা সহকারী কমিশনার (AC), উপজেলা নির্বাহী অফিসার (UNO) ও অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার (ADC) এর তুল্য তারা নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট এবং নিজ নিজ স্থানীয় অধিক্ষেত্রে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা পরিচালনা করে থাকে।
- এছাড়াও ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর ১০(৫) ধারা অনুযায়ী যদি বাংলাদেশ সরকার প্রয়োজন মনে করেন তাহলে যে কোন ব্যক্তিকে বাংলাদেশ Civil Service (প্রশাসন) এ নিযুক্ত করে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে নিয়োগ দিতে পারেন এবং নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের যাবতীয় ক্ষমতা তাকে অর্পণ করতে পারেন।
- প্রতিটি প্রশাসনিক জেলায় নিম্নলিখিত নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট থাকবেন :
- জেলা ম্যাজিস্ট্রেট [District Magistrate] : প্রতিটি জেলা ও প্রতিটি মেট্রোপলিটন এলাকায় সরকার প্রয়োজন অনুযায়ী উপযুক্ত সংখ্যক নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করবেন এবং তাদের একজনকে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট (District Magistrate) হিসাবে নিয়োগ করবেন। [ধারা-১০]
- অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট [ADM] : সরকার যেকোন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটকে অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট [Additional District Magistrate]

- হিসেবে নিযুক্ত করতে পারবেন এবং The Code of Criminal Procedure, 1898 অনুসারে বা অন্য কোন আইন অনুযায়ী অথবা সরকারের নির্দেশমত অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের একজন জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের পূর্ণ অথবা আংশিক ক্ষমতা থাকবে।
- অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার [ADC] : জেলার সকল অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনারই নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট।
- উপজেলা নির্বাহী অফিসার [UNO] : স্থানীয় উপজেলায় সরকারের নিয়োগকৃত উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা।
- সহকারী কমিশনার [AC] : জ্যেষ্ঠ সহকারী কমিশনার ও সহকারী কমিশনার।

❖ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতাসমূহ:

- ফৌজদারি আইনে প্রদত্ত ক্ষমতাসমূহ : ফৌজদারি কার্যবিধি আইনের তৃতীয় তফসিল অনুযায়ী নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের সাধারণ ক্ষমতাসমূহ হলো—
- অপরাধীকে গ্রেপ্তার অথবা গ্রেপ্তার পরোয়ানা জারি কিংবা হাজতে প্রেরণের নির্দেশ দান। [ধারা-৬৪ ও ৬৫]
- অভিযুক্ত ব্যক্তির গ্রেপ্তার পরোয়ানা অনুমোদন বা বাতিল করা। [ধারা-৮৩, ৮৪, ৮৬]
- পোস্টাল ও টেলিগ্রাফ বিভাগের দলিলাদি তত্ত্বাসি ও জব্দ করার ক্ষমতা। [ধারা-৯৫]
- সরাসরি তত্ত্বাশির পরোয়ানা জারির ক্ষমতা। [ধারা-১০৫]
- শান্তি বজায় রাখার জন্য নিরাপত্তা বাহিনী দাবির ক্ষমতা। [ধারা-১০৯, ১১০]
- জামিন খারিজ করার ক্ষমতা। [ধারা-১২৬]
- বেআইনি সমাবেশ ভঙ্গ করার ক্ষমতা। [ধারা-১২৭, ১২৮, ১৩০]
- স্থানীয় সমস্যারোধে নির্দেশদান এবং জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তৎক্ষণিকভাবে স্থগিতাদেশ জারির ক্ষমতা। [ধারা-১৩৩ ও ১৪২]
- ভেজাল বিরোধী অভিযান পরিচালনা করা। [ধারা-২৭২, ২৭২, ২৭৪ ২৭৫]
- কোন ব্যক্তির অবৈধ সম্পদ যাচাই করার জন্য তত্ত্বাসি পরোয়ানা জারির ক্ষমতা। [ধারা ১০০]
- জরুরি অবস্থায় বা সাংঘাতিক বিপদের ক্ষেত্রে আদেশ দেওয়ার ক্ষমতা। [ধারা ১৪৪]
- দখলদারির বিরুদ্ধে আদেশদানের ক্ষমতা। [ধারা ১৪৭]
- পাবলিক প্রসিকিউটর নিয়োগের ক্ষমতা। [ধারা ১৯২.২]
- সাক্ষী পরীক্ষার জন্য কমিশন গঠনের ক্ষমতা। [ধারা ৫০৩-৫০৬]
- মামলা প্রত্যাহার ও পুনরায় বিবেচনার ক্ষমতা। [ধারা ৫২৮.২]
- নিগৃহীত নারীদের পুনর্বাসন নিশ্চিত করার ক্ষমতা। [ধারা ৫৫২]
- দণ্ডবিধি আইনে প্রদত্ত ক্ষমতাসমূহ :
- বেআইনি সমাবেশে যোগ দেওয়ার শাস্তি। [ধারা-১৪৩, ১৪৪, ১৪৫, ১৪৭, ১৪৮]
- দাঙ্গা হোক বা না হোক; দাঙ্গা সৃষ্টিতে উচ্চনি দেওয়ার শাস্তি। [ধারা ১৫৩]
- শান্তিভঙ্গ বা মারামারি ঘটানোর শাস্তি। [ধারা ১৬০]
- ঘৃষ নেওয়ার শাস্তি। [ধারা ১৭১-ই]

- নির্বাহী কাজে অবৈধ আর্থিক লেনদেনের শাস্তি। [ধারা ১৭১ -এইচ]
- সরকারি কাজে সরকারি কর্মচারীকে বাধা দেওয়ার শাস্তি। [ধারা ১৮৬]
- ক্রটিপূর্ণ বাটখারা ব্যবহার, রাখা, নির্মাণ ও বিক্রয়ের শাস্তি। [ধারা ২৬৪, ২৬৫, ২৬৬ ও ২৬৭]
- অশ্লীল বই বা অশ্লীল দ্রব্যাদি বিক্রয়, অশ্লীল কার্যকলাপ ও অশ্লীল গান বাজানোর শাস্তি। [ধারা ২৯২, ২৯৩, ২৯৪]
- কোন সম্প্রদায়ের ধর্মবিশ্বাসে আঘাত হানতে উপসনালয় ভাঙচুর বা কলুষিত করা অথবা সম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করার শাস্তি। [ধারা ২৯৫, ২৯৬, ২৯৮]
- নারীর সম্মানহানির জন্য বলপ্রয়োগের শাস্তি। [ধারা ৩৫৪]
- নারীর সম্মানহানির উদ্দেশ্যে আপত্তিকর শব্দ, ভঙ্গি বা ক্রিয়া করার শাস্তি [ধারা ৫০৯]
- ভ্রাম্যমান আদালত আইনে প্রদত্ত ক্ষমতা : মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ একটি পদ্ধতিগত আইন। এই আইনের আওতায় নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট কতিপয় আইন, অধ্যাদেশ ও আদেশের বিচারাদিকার প্রাপ্ত হন। এই আইনের অধীনে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট দুই বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড এবং সংশ্লিষ্ট আইন মোতাবেক জরিমানার আদেশ দিতে পারেন।

তথ্য কণিকা :

- নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের মধ্য হতে যে কোনো একজনকে সরকার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ দিয়ে থাকে।
- মেট্রোপলিটন এলাকায় পুলিশ কমিশনারকে সরকার নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা দিতে পারে। [ধারা ১০ (৭)]
- ১০ এবং ১২ ধারায় নিয়োগকৃত সমস্ত নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের অধীনস্থ। অর্থাৎ প্রতিটি জেলায় নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের সর্বোচ্চ পদ হচ্ছে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট।

বিগত সালের প্রশ্ন

- বিচার বিভাগীয় দায়িত্ব পালনকারী ম্যাজিস্ট্রেট পদে নিয়োগদান করেন—(৯ম জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন-১৪)
ক) প্রধানমন্ত্রী
✓ গ) বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি
ঘ) বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি
ঙ) জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান
- ফৌজদারি কার্যবিধিতে জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট সম্পর্কিত বিধান কোন সনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে?
[আজকের তালিকাভুক্ত নির্বাচিত (এম সি সি) পরীক্ষা-২০১২]
ক) ১৮৯৮ সনে গ) ১৯৯৯ সনে
✓ ঘ) ২০০৭ সনে ঙ) ২০০৮ সনে
- প্রতিটি জেলায় নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের সর্বোচ্চ পদ হচ্ছে—[আজকের তালিকাভুক্ত নির্বাচিত (এম সি সি) পরীক্ষা-১৫]
ক) জেলা নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট
✓ গ) জেলা ম্যাজিস্ট্রেট
ঘ) ডেপুটি কমিশনার
ঙ) মুখ্য নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট

ট্রাম্পের দুই নীতি: বিদেশনীতি ও প্রদক্ষেপ

রাখিলা সাহসান (বিলিএস সাধারণ শিক্ষা)

ডোনাল্ড ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়ে তাঁর ১৮ মাসের শাসনামলে পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে যেসব পরিবর্তন এনেছেন, তা নিয়ে আলোচনা-সমালোচনার শেষ নেই। গত ১২ জুন সিঙ্গাপুরে উত্তর কোরিয়ার শীর্ষ নেতা কিম জং উনের সঙ্গে মিলিত হয়ে তিনি প্রশংসিত হয়েছেন। এছাড়া রিপাবলিকানদের বিরোধ সত্ত্বেও তিনি রাশিয়ার প্রেসিডেন্টের সাথে ১৬ জুলাই সাক্ষাত করেন। আবার জেরুজালেমে যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাস সরিয়ে নিয়ে তিনি তার চেয়ে বেশি সমালোচিত হয়েছিলেন। শীর্ষ বৈঠকের ফলাফল পুরোটাই তাঁর পক্ষে না গেলেও তিনি যে বৈরী একটি দেশের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে রাজি হয়েছিলেন, এটি ছিল নিঃসন্দেহে একটি বড় ধরনের ঘটনা। কিন্তু এ ঘটনা মাত্র নয় গেছে ট্রাম্পের বেশ কিছু সিদ্ধান্তে। যেখানে তিনি মানবাধিকার কাউন্সিল থেকে যুক্তরাষ্ট্রের নাম প্রত্যাহার, ইরানের সঙ্গে পরমাণু চুক্তি বাতিল, অবৈধ অভিবাসীদের সন্তানকে অস্থায়ী ক্যাম্পে রাখা, চীনসহ ইউরোপীয় পণ্যের ওপর অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ করায় এক ধরনের ‘বাণিজ্য যুদ্ধ’ শুরু করেছেন।

কিম জং উনের সঙ্গে ট্রাম্পের ঐতিহাসিক বৈঠক: গত ১২ জুন উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম জং উনের সঙ্গে ট্রাম্প একটি ঐতিহাসিক বৈঠকে মিলিত হলেও এ বৈঠক নানা প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। ব্যবসায়ী প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প কিম জং উনকে স্বপ্ন দেখিয়ে এসেছেন যে উত্তর কোরিয়া একটি সম্পদশালী দেশে পরিণত হবে; কিন্তু তা আদৌ যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতিতে কোনো সফলতা বয়ে আনতে পারবে কি না, সে প্রশ্ন আছে। কেননা কিম বেশি মাত্রায় চীনের ওপর নির্ভরশীল। সিঙ্গাপুর সামিট-এর পরপরই কিম ছুটে গেছেন চীনে, বৈঠক করেছেন শি চিন পিংয়ের সঙ্গে। সিঙ্গাপুর সামিট নিঃসন্দেহে বড় উদ্যোগ। তবে এতে সফলতা কম, সন্দেহ বেশি। টাইমসের ২৫ জুনের কভার স্টোরিও এই শীর্ষ বৈঠক নিয়ে লিখেছে— The Riskiest Show on Earth. পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ঝুঁকিপূর্ণ শো। তাই অনেক কিছুই এখন নির্ভর করছে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ওপর। যদি উত্তর কোরিয়ার সঙ্গে সমঝোতাটি ব্যর্থ হয়, এটি যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির জন্য হবে একটি দুঃসংজনক ঘটনা।

মানবাধিকার কাউন্সিল থেকে যুক্তরাষ্ট্রের নাম প্রত্যাহার: যুক্তরাষ্ট্র গত ১৯ জুন জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিল থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের অভিযোগ, জাতিসংঘের এই সংস্থা ইসরায়েলের বিরুদ্ধে পক্ষপাত দোষে দুষ্ট। অর্থাৎ সরাসরিভাবে বলা যায়, সংস্থাটি ইসরায়েলের বিরুদ্ধে কাজ করছে। এ ধরনের একটি

সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে যুক্তরাষ্ট্র শুধু ইসরায়েলের পক্ষেই অবস্থান নিল না, বরং একটি বৈরাচারী সরকারের পক্ষে অবস্থান নিল।

জেরুজালেমে যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাস স্থানান্তর: একসময় যুক্তরাষ্ট্রকে অভিহিত করা হতো ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে। কিন্তু ট্রাম্পের মধ্যপ্রাচ্য নীতির কারণে যুক্তরাষ্ট্রের এ ভূমিকা এখন পরিত্যক্ত। সারা বিশ্বের মতামত ও জাতিসংঘের সিদ্ধান্তের বাইরে গিয়ে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প জেরুজালেমে যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাস স্থানান্তর করেছেন। তাঁর মিশ্রাও তাঁকে এ ব্যাপারে সমর্থন করেনি। ঐতিহাসিকভাবেই একটি ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের ঘোষিত রাজধানী হচ্ছে পূর্ব জেরুজালেম। এখন ট্রাম্প এর বিরোধিতা করলেন। এতে একদিকে তাঁর প্রশাসন যে বেশিমাাত্রায় ইসরায়েলমুখী তা যেমন প্রমাণিত হলো, ঠিক তেমনি আরব বিশ্বে তিনি গ্রহণযোগ্যতাও হারালেন।

ইরানের সঙ্গে পরমাণু চুক্তি বাতিল: যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতিতে এ মুহূর্তে আলোচিত অন্য একটি বিষয় হচ্ছে, ইরান সমঝোতা থেকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যাহার। প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পরপরই তিনি ঘোষণা করেছিলেন, তিনি এই চুক্তি মানেন না। ইরানের পরমাণু কর্মসূচি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলো একরকম আতঙ্কে ছিল। তাদের সবার ধারণা ছিল, ইরান পারমাণবিক বোমা তৈরি করছে। আর ইরান যদি শেষ পর্যন্ত পারমাণবিক বোমা তৈরি করে ফেলে, তাহলে তা এ অঞ্চলে বড় ধরনের অস্থিরতা সৃষ্টি করবে। এ লক্ষ্যেই ইরানের সঙ্গে ছয় জাতি পারমাণবিক আলোচনা শুরু করে। দেশগুলো হলো—যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, চীন, ফ্রান্স, জার্মানি ও ব্রিটেন। একমাত্র জার্মানি বাদে বাকি দেশগুলোর সবাই পারমাণবিক শক্তির অধিকারী। পরমাণু চুক্তি আলোচনায় জার্মানিকে নেওয়া হয়েছিল এ কারণে যে জার্মানির সঙ্গে তেহরানের ভালো সম্পর্ক রয়েছে। কেননা ইরানের পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের অন্যতম প্রযুক্তি সরবরাহকারী দেশ হচ্ছে জার্মানি। জার্মান ফার্ম সিমেন্স এ খাতে প্রযুক্তিগত সহায়তা দিয়ে আসছিল। দীর্ঘ আলোচনার পর ২০১৫ সালে একটি পরমাণু চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী ইরান তার পারমাণবিক কর্মসূচি পরিত্যাগ করেছিল। বিনিময়ে ইরানের ওপর থেকে যে অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করা হয়েছিল, তা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী ইরান তার পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকদের জন্য খুলে দিয়েছিল। ইরান চুক্তির বাধ্যবাধকতা মেনে চলছিল। কিন্তু এখন সেই চুক্তি বাতিল হলো।

অবৈধ অভিবাসীদের সন্তানকে অস্থায়ী ক্যাম্পে রাখা: জুন (২০১৮) মাসের তৃতীয় সপ্তাহে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের একটি সিদ্ধান্ত যুক্তরাষ্ট্রের ভাবমূর্তিকে বহির্বিশ্বে আরো বিতর্কিত করেছে। যুক্তরাষ্ট্রে অবৈধ অভিবাসীদের প্রবেশাধিকার ঠেকাতে সীমান্তে ছোট ছোট সন্তানকে তাদের মা-বাবার কাছ থেকে পৃথক করে অনাড়ম্বর অস্থায়ী ক্যাম্পে রাখা হয়েছে। ট্রাম্পের এ সিদ্ধান্ত খোদ যুক্তরাষ্ট্রেই বিতর্ক সৃষ্টি করেছে। এর রকম ৯৬১টি ক্যাম্পের খবর দিয়েছে মার্কিন গণমাধ্যম। এ সিদ্ধান্তে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া হলে শেষ পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এক প্রশাসনিক আদেশবলে শিশুদের পৃথক করা বন্ধ করেছেন।

বাণিজ্য যুদ্ধ: প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সম্প্রতি চীনের ৩,৪০০ কোটি ডলারের আমদানি পণ্যের ওপর ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছেন। আরো ১৬০০ কোটি ডলারের পণ্যের ওপর শুল্ক আরোপের প্রক্রিয়া চলছে বলেও জানিয়েছেন তিনি। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের এ সিদ্ধান্তের কারণে গত ৬ জুলাই থেকে ৩,৪০০ কোটি ডলার সম্মুখের ৮১৮টি চীনা পণ্যের ওপর অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ করা হয়। পরবর্তী সময়ে আরো ১৬০০ কোটি ডলারের পণ্যের ওপরও (মোট পাঁচ হাজার কোটি ডলার) অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ করা হবে। এর পরিমাণ ২৫ শতাংশ। উল্লেখ্য, চীনের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ ৮০ হাজার কোটি ডলার। চীন এর জবাবে এখন যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানীকৃত কৃষিপণ্য (সয়াবিন), গাড়ি ও সামুদ্রিক পণ্যের ওপর অতিরিক্ত শুল্ক বসিয়েছে। স্পষ্টতই বড় ধরনের বাণিজ্যিক বিবাদে জড়িয়ে পড়ছে যুক্তরাষ্ট্র ও চীন। যুক্তরাষ্ট্র এর আগে চীন ও ইউরোপ থেকে আমদানীকৃত ইস্পাত ও অ্যালুমিনিয়ামের ওপর শুল্ক আরোপ করেছিল। এর ফলে চীনের পাশাপাশি ইউরোপের দেশগুলোও পাল্টা ব্যবস্থা নিতে শুরু করেছে। জুন মাসের প্রথম দিকে যুক্তরাষ্ট্র ইইউভুক্ত দেশগুলোর ইস্পাত রপ্তানিতে ২৫ শতাংশ এবং অ্যালুমিনিয়াম রপ্তানিতে ১০ শতাংশ শুল্ক আরোপের কথা ঘোষণা করে। এর মধ্য দিয়ে চীনের পাশাপাশি ইইউএর সঙ্গেও যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য যুদ্ধ শুরু করল। ইইউ এখন মার্কিন পণ্যের (হেভি মোটরসাইকেল, মদ ইত্যাদি) ওপর পাল্টা শুল্ক আরোপ করেছে।

পরিশেষে বলা যায় যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতিতে এই যে পরিবর্তন তা যুক্তরাষ্ট্রকে বিশ্ব আসরে অনেকটা একাকী করে দিয়েছে। শুধু বাণিজ্যসংক্রান্ত নীতিই নয়, বরং পারমাণবিক ইস্যুতে ইরান সমঝোতা প্রত্যাহার, সিরীয় যুদ্ধে জড়িয়ে যাওয়া ইত্যাদি কারণে যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা আজ প্রশ্নবিদ্ধ। সংগত কারণেই প্রশ্ন উঠেছে, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের এই নীতি যুক্তরাষ্ট্রকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে?

BANK MATH

১ম পর্ব

গড় (Average)

— প্রাবন বালা (সহকারী পরিচালক -বাংলাদেশ ব্যাংক)

একজাতীয় কতিপয় রাশির সমষ্টিকে উক্ত রাশিগুলোর মোট সংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে যে ভাগফল পাওয়া যায়, তাকে রাশিগুলোর গড় বলে।

গড় (Average) = $\frac{\text{একজাতীয় কতিপয় রাশির সমষ্টি}}{\text{রাশির সংখ্যা}}$

ব্যাংক এর প্রতিটি পরীক্ষায় এখান থেকে প্রশ্ন থাকে। নিচে বিভিন্ন পরীক্ষায় আসা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন সম্পর্কে আলোচনা করা হলো.....

1. Sum of P and Q is 72 and the value of R is 42. What is the average of P, Q and R? / P এর Q এর সমষ্টি 72। R এর মান 42। P, Q এবং R এর গড় কত? [Bangladesh Bank Assistant Director: 08]
 @ 32 @ 34 @ 336 @ 38
 e. 30

Solution : P, Q এবং R এর সমষ্টি = 72 + 42 = 114
 $\frac{114}{3} = 38$ Ans: @

2. If the sum of A and B is 40 and if C = 32, what is the average value of A, B and C? / A এবং B এর সমষ্টি 40 এবং C = 32 হলে, A, B এবং C এর গড় কত? [Bangladesh Bank Officer : 01]
 @ 24 @ 26 @ 28 @ 30

Solution : A, B এবং C এর সমষ্টি = 40 + 32 = 72
 $\frac{72}{3} = 24$ Ans: @

3. X's marks are 70, 90, 65, 85, and 75. What marks he must get on the next test to raise her average to 80? / X এর প্রাপ্ত নম্বর 70, 90, 65, 85 এবং 75। পরবর্তী পরীক্ষায় কত নম্বর পেলে তার গড় হবে 80? [Bangladesh Bank Officer: 01]
 @ 80 @ 85 @ 90 @ 95

Solution : প্রথম 5টি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের সমষ্টি = 70 + 90 + 65 + 85 + 75 = 385
 পরবর্তীতে 6টি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের গড় 80 হলে সমষ্টি = (80 × 6) = 480
 পরবর্তী পরীক্ষায় নম্বর পেতে হবে = 480 - 385 = 95 Ans: @

4. The average of 3 numbers is 24. If two of the number are 21 and 23, what is the third number? / তিনটি সংখ্যার গড় 24। দুইটি সংখ্যা 21 ও 23 হলে, তৃতীয় সংখ্যাটি কত? [Bangladesh Bank Assit. Director: 06]
 @ 20 @ 24 @ 26 @ 28 e. 30

Solution : তিনটি সংখ্যার সমষ্টি = 24 × 3 = 72
 দুটি সংখ্যার সমষ্টি = 21 + 23 = 44
 তৃতীয় সংখ্যা = 72 - 44 = 28 Ans: @

5. A student scored 80 marks in his first test. After taking the third test, his average dropped from 82 to 78. What is the average of 2nd and 3rd test? / একজন ছাত্রের প্রথম পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর ৮০। তৃতীয় পরীক্ষার পর তার গড় ৮২ থেকে কমে ৭৮ হলো। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরীক্ষায় তার ফলাফলের গড় কত? [Bangladesh Bank Assit. Director: 01]
 @ 57 @ 76 @ 77 @ 78

Solution : তিনটি পরীক্ষায় প্রাপ্ত মোট নম্বর = 78 × 3 = 234
 দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর = 234 - 80 = 154
 দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের গড় = $\frac{154}{2} = 77$ Ans: @

6. In a set of three numbers, the average of first two numbers is 2, the average of the last two numbers is 3, and the average of the first and the last numbers is 4. What is the average of three numbers? / একটি সেটের তিনটি সংখ্যার প্রথম দুটি সংখ্যা গড় ২, শেষ দুটি সংখ্যার গড় ৩ এবং প্রথম ও তৃতীয় সংখ্যার গড় ৪। সংখ্যা তিনটির গড় কত? [Bangladesh Bank Assit. Director: 01]
 @ 3 @ 6 @ 9 @ 24
 e. None of them

Solution : প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যার সমষ্টি = 2 × 2 = 4
 দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যার সমষ্টি = 3 × 2 = 6
 তৃতীয় ও প্রথম সংখ্যার সমষ্টি = 4 × 2 = 8
 2 × (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যার সমষ্টি) = 18
 প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যার সমষ্টি = $\frac{18}{2} = 9$
 সংখ্যা তিনটির গড় = $\frac{9}{3} = 3$

Short Technic : সংখ্যা তিনটির গড় = $\frac{2+3+4}{3} = 3$ Ans: @

7. In 2007, the arithmetic mean of the annual incomes of Rahim and Karim was Taka 3800. The arithmetic mean of the annual incomes of Karim and Ripon was Taka 4800 and the arithmetic mean of the annual incomes of Ripon and Rahim was Taka 5800. What is the arithmetic mean of the incomes of the three? / ২০০৭ সালে রহিম ও করিমের বার্ষিক আয়ের গাণিতিক গড় ৩৮০০ টাকা। করিম ও রিপনের বার্ষিক আয়ের গাণিতিক গড় ৪৮০০ টাকা। রিপন ও রহিমের বার্ষিক আয়ের গাণিতিক গড় ৫৮০০ টাকা। তিনজনের বার্ষিক আয়ের গাণিতিক গড় কত? [Bangladesh Bank Assit. Director: 01]
 @ 3200 @ 1200 @ 24 @ 4800
 e. None of them

Solution : রহিম ও করিমের বার্ষিক আয়ের সমষ্টি = (3800 × 2) টাকা = 7600 টাকা
 করিম ও রিপনের বার্ষিক আয়ের সমষ্টি = (4800 × 2) টাকা = 9600 টাকা
 রিপন ও রহিমের বার্ষিক আয়ের সমষ্টি = (5800 × 2) টাকা = 11600 টাকা।
 2 × (রহিম, করিম ও রিপনের বার্ষিক আয়ের সমষ্টি) = 28800 টাকা
 বা, রহিম, করিম ও রিপনের বার্ষিক আয়ের সমষ্টি = $\frac{28800}{2}$ টাকা = 14400 টাকা

তিনজনের বার্ষিক আয়ের গাণিতিক গড় = $\frac{14400}{3}$ টাকা = 4800 টাকা
 Easy Solution : নির্ণয়ের গাণিতিক গড় = $\frac{3800 + 4800 + 5800}{3}$ টাকা = 4800 টাকা Ans: @

8. The average weight of three friends is 33 kg. None of the friends weights less than 31 kg. What can be the maximum weight of any three friends? 3 বন্ধুর ওজনের গড় 33 কেজি। তিনজনের মধ্যে কোন বন্ধুর ওজনই 31 কেজির কম নয়। তিন বন্ধুর একজনের ওজন সর্বোচ্চ কত হতে পারে। [Bangladesh Bank Assit. Director: 01]
 @ 37 @ 35 @ 33 @ 32

Solution : তিন বন্ধুর সর্বমোট ওজন = (33 × 3) কেজি = 99 কেজি
 দুই বন্ধুর সর্বনিম্ন ওজন হতে পারে = (31 × 2) কেজি = 62 কেজি
 তৃতীয় বন্ধুর সর্বোচ্চ ওজন হতে পারে = (99 - 62) কেজি = 37 কেজি Ans: @

9. The average of 3 numbers is 7. If 2 of the numbers are zero, then what is the third number? / তিনটি সংখ্যার গড় 7। যদি দুইটি সংখ্যা 0 হয়, তবে তৃতীয় সংখ্যাটি কত? [Sonali, Janata and Agrani Bank Ltd. Senior Officer : 08]
 @ 15 @ 17 @ 19 @ 21
 e. None of them

Solution : সংখ্যা তিনটির সমষ্টি = 7 × 3 = 21
 প্রথম দুইটি সংখ্যার সমষ্টি = 0
 তৃতীয় সংখ্যা = 21 Ans: @

10. If the average of the four numbers M, 2M + 3, 3M - 5 and 5M + 1 is 63. What is the value of the M? / চারটি সংখ্যা M, 2M + 3, 3M - 5 এবং 5M + 1 এর গড় 63। M এর মান কত? [Sonali, Janata and Agrani Bank Ltd. Officer: 08]
 @ 11 @ 23 @ 22 @ 32 e. 25

Solution : চারটি সংখ্যার সমষ্টি = M + 2M + 3 + 3M - 5 + 5M + 1 = 11M - 1
 যেহেতু চারটি সংখ্যার গড় 63, সুতরাং তাদের সমষ্টি = 63 × 4 = 252
 শর্তমতে, 11M - 1 = 252
 M = 23 Ans: @
 (চলবে.....)

২০১৮ ফিফা বিশ্বকাপ শিরোপা ফ্রান্সের ঘরে

বিশ্বায় নিল রাশিয়া বিশ্বকাপ-২০১৮। প্রতি চার বছর অন্তর অন্তর পুরো ফুটবল বিশ্ব অসাধারণ সুন্দর এই খেলাটির জন্য অপেক্ষায় থাকে, যেখানে কিংবদন্তীর নিজেদের ফুটবল শৈলী দিয়ে সকলের মনে আরো শক্তভাবে জায়গা করে নেয়। সেই সাথে অপেক্ষা আগামী ৪ বছরের। অনেক জল্পনা-কল্পনা আর হিসাবের পাঠ চুকিয়ে বিশ্বকাপের ১১তম আসরে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে ফ্রান্স। এ প্রতিযোগিতাটি রাশিয়ায় ১৪ জুন হতে ১৫ জুলাই ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। এর আগে ২ ডিসেম্বর ২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত এক নিলামের মাধ্যমে রাশিয়াকে স্বাগতিক রাষ্ট্র হিসেবে নির্বাচন করা হয়। চূড়ান্ত পর্বে যে ৩২টি জাতীয় ফুটবল দল খেলেছে, তাদের মধ্যে রাশিয়ার জাতীয় ফুটবল দল অয়োজক রাষ্ট্রের দল হিসেবে সরাসরি খেলার সুযোগ পেয়েছে। বাকি ৩১টি জাতীয় দল বাছাইপর্বের প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ হয়ে খেলতে এসেছে। এই ৩২টি দলের মধ্যে ২০টি দল পূর্ববর্তী ২০১৪ ফিফা বিশ্বকাপেও অংশগ্রহণ করেছিল, যাদের মধ্যে সাবেক বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন জার্মানি অন্যতম। অন্যদিকে আইসল্যান্ড এবং পানামা এই বিশ্বকাপে ইতিহাসে প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ করেছে। ২০১৮ ফিফা বিশ্বকাপটি ছিল প্রথমবারের মত পূর্ব

ইউরোপে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপ। জার্মানিতে অনুষ্ঠিত ২০০৬ ফিফা বিশ্বকাপের ১০ বছর পর যা আবার ইউরোপে বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হয়েছে; এটি হচ্ছে ইউরোপে অনুষ্ঠিত ১১তম বিশ্বকাপ। রাশিয়ার ১১টি শহরের ১২টি স্টেডিয়ামে সর্বমোট ৬৪টি ম্যাচ আয়োজন করা হয়েছে। ২০১৮ সালের ১৫ জুলাই রাশিয়ার রাজধানী মস্কো শহরের লুবনিকি স্টেডিয়ামে এই আসরের শিরোপা নির্ধারণী খেলাটি অনুষ্ঠিত হয় ফ্রান্স এবং ক্রোয়েশিয়ার মধ্যে। এই ফাইনাল ম্যাচে ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে ফ্রান্স ৪-২ গোলের ব্যবধানে জিতে দ্বিতীয়বার বিশ্বকাপ শিরোপা লাভ করে। ২০১৮ ফিফা বিশ্বকাপের শিরোপা বিজয়ী দল ফ্রান্স ২০২১ সালে অনুষ্ঠিতব্য ফিফা কনফেডারেশন কাপের জন্য সরাসরি উত্তীর্ণ হয়েছে। বাছাই পর্ব : ফিফা বিশ্বকাপের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো এবার ফিফার অন্তর্ভুক্ত সকল উপযুক্ত দেশ ২০১৮ ফিফা বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের অংশগ্রহণ করার সুযোগ পেয়েছিল। এবারের বাছাইপর্ব ২০১৬ সাল থেকে শুরু হয়েছিল। চিলি এবং পূর্ব তিমুরের মধ্যকার ম্যাচের মাধ্যমে ২০১৫ সালের ১২ মার্চ তারিখে ২০১৮ ফিফা বিশ্বকাপ বাছাইপর্ব যাত্রা শুরু করে, এবং ২০১৫ সালের ২৫ জুলাই রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবার্গের স্ট্রেলনার কলতাডিনোভস্কি

প্রাসাদে প্রধান ড় অনুষ্ঠিত হয়।

পয়মন্ত প্রাণীচরিত্র বা মাঙ্কট : ২০১৮ ফিফা বিশ্বকাপের আনুষ্ঠানিক পয়মন্ত প্রাণী বা মাঙ্কট হচ্ছে একটি নেকড়ে যেটির নামকরণ করা হয়েছে জাবিভাক (কৃশ ভাষায় "জাবিভাক" শব্দের অর্থ হচ্ছে 'যিনি গোল করেন'), ২১ অক্টোবর ২০১৬-এ পয়মন্ত চরিত্রটিকে উন্মোচন করা হয়। চরিত্রটিকে বাদামী ও সাদা পশমের টি-শার্ট পরিহিত একটি মনুষ্যরূপী নেকড়ে দিয়ে নির্দেশ করা হয়েছে, যেটির টি-শার্টে লেখা রয়েছে "RUSSIA ২০১৮" এবং যার চোখে রয়েছে কমলা রঙের খেলাধুলার চশমা। সাদা, নীল এবং লাল টি-শার্ট এবং শর্টস সমন্বয় রাশিয়ান দলের জাতীয় রং। এ পয়মন্ত প্রাণীচরিত্রের নকশাকারক হলেন কৃশ ছাত্রী একাতেরিনা বোচারোভা। চরিত্রটিকে ইন্টারনেটে ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত করা হয়েছিল। বলের নাম : টেলস্টার ১৮ (প্রথম রাউন্ড) এবং টেলস্টার মেচতা (২য় রাউন্ড থেকে ফাইনাল পর্যন্ত) মেচতা এর মানে-Ambition। টেলস্টার শব্দটি এসেছে Television + Star. ১৯৭০ সালের প্রথম আডিডাস বিশ্বকাপ বলের নাম এবং নকশাটির উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে এটিকে। ৯ নভেম্বর, ২০১৭ তারিখে বলটিকে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়। অফিসিয়াল গান : টুনায়েন্টের অফিসিয়াল গান হিসাবে নির্বাচিত হয়েছে "লিভ ইট আপ"। মার্কিন গায়ক নিকি জ্যাম সমন্বিত মার্কিন র‍্যাপার-অভিনেতা-প্রযোজক উইল শিখ এবং কনসোভোর নাগরিক ইরা ইজ্জেফাই এই গানটি গেয়েছে। ২৫ মে, ২০১৮ তারিখে গানটি মুক্তি পায়। গানটির জন্য অফিসিয়াল মিউজিক ভিডিও ৭ জুন ২০১৮ তারিখে প্রকাশিত হয়।

এক নজরে রাশিয়া বিশ্বকাপ ফুটবল-২০১৮

সময়	১৪ জুন থেকে ১৫ জুলাই
দল	৩২ টি।
ভেন্যু	১১টি শহরে ১২টি
মোট ম্যাচ	৬৪
প্রথম ম্যাচ	রাশিয়া-সৌদি আরব
ফাইনাল ও প্রথম ম্যাচ	লুবনিকি স্টেডিয়াম, মস্কো।
বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন	ফ্রান্স (২য় বার, প্রথম-১৯৯৮)
রানার্স-আপ	ক্রোয়েশিয়া
তৃতীয় স্থান	বেলজিয়াম
চতুর্থ স্থান	ইংল্যান্ড
স্বাগতিক	রাশিয়া
গোল্ডেন বুট	হারি কেইন (ইংল্যান্ড)। ১৯৮৬ সালে গ্যারি লিনিয়ার পর ইংল্যান্ড এর ২য় খেলোয়াড় হিসেবে গোল্ডেন বুট জিতে কেইন।
গোল্ডেন বল	লুকা মদ্রিচ (ক্রোয়েশিয়া)
গোল্ডেন গ্লাস	খিবো কর্তোয়া (বেলজিয়াম)
ব্রোঞ্জ বল	ফ্রান্সের অ্যান্ড্রোনি মিজম্যান
সিলভার বুট	ফ্রান্সের অ্যান্ড্রোনি মিজম্যান
সিলভার বল	ইডেন হাজার্ড (বেলজিয়াম)
ব্রোঞ্জ বুট	বেলজিয়ামের রোমেলু লুকাকু
মোট গোল	১৬৯টি
প্রথম গোল	ইউরি গাজিনস্কি (রাশিয়া)
প্রথম হ্যাটট্রিক	ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো (পর্তুগাল)
হ্যাটট্রিক করেছে	২ জন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো (১ম, হারি কেইন (২য়))
টফির ওজন	৬ কেজি
রেফারি (মূল দল)	স্টেফান পিটানা (আর্জেন্টিনা)
সবচেয়ে বেশি গোল	বেলজিয়াম (১৬ টি)

চ্যাম্পিয়ন	৩৮ মিলিয়ন ডলার (৯০.১৮ কোটি টাকা)
রানার্স আপ	২৮ মিলিয়ন ডলার (৯০.২৮ কোটি টাকা)
তৃতীয় দল	প্রায় ২০১ কোটি ৬ লাখ টাকা
চতুর্থ দল	প্রায় ১৮৪ কোটি ৩০ লাখ টাকা
পঞ্চম-অষ্টম (শেষ দল)	প্রায় ১৩৪ কোটি ৪ লাখ টাকা
৯-১৬তম (মধ্য দল)	প্রায় ১০০ কোটি ৫০ লাখ টাকা
১৭-৩২তম (শেষ দল)	প্রায় ৩০ কোটি ৫১ লাখ টাকা

বিশ্বকাপে সবচেয়ে কম বয়সী ২য় খেলোয়াড় হিসেবে গোল করেন- কিলিয়ান এমবাল্লে (ফ্রান্স)।

বিশ্বকাপে ৮৮ বছরের ইতিহাসে ফাইনাল ম্যাচে আত্মঘাতী গোল নেন- মারিও মানজুকিচ (ক্রোয়েশিয়া)।

৫২ বছরের ইতিহাসে ফাইনাল ম্যাচে সর্বোচ্চ-৬টি গোল এবারের বিশ্বকাপে।

প্রতিটি বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ করা একমাত্র ফুটবল দল- ব্রাজিল (২১ বার)

এবারের বিশ্বকাপে ১০০ তম গোল- মেসি (নাইজেরিয়ার বিপক্ষে)।

প্রথম বার সংযোজন- VAR (video assistant referee)



- প্রথম অংশকারী- আইসল্যান্ড (এ বার বিশ্বকাপ খেলা দলগুলোর তেজর জনসংখ্যার সব থেকে ক্ষুদ্রতম দেশ। জনসংখ্যা মাত্র ৩,৩২,৫২৯ জন) ও পানামা।
- প্রথম বার অংশগ্রহণ করী ৩টি নর্ডিক দেশ- ডেনমার্ক, আইসল্যান্ড, সুইডেন।
- সেরা উদীয়মান ফুটবলার- কিলিয়ান এমবাল্লে (ফ্রান্স)
- ফেয়ার প্লে ট্রফি বিজয়ী: স্পেন
- ম্যান অব দ্য ফাইনাল- আর্জেন্টিনা মিজম্যান।
- দ্রুততম গোল- থমাস মিউনিয়ের (বেলজিয়াম ৪ মিনিট)
- ফেয়ার প্রের মাধ্যমে আউট হওয়া দল- সেনেগাল
- পূরস্কার প্রত্যাখ্যানকারি- মোহাম্মদ আল শিনাওরি (মিসর)
- একবারের বেশি বিশ্বকাপ জয়ী দল- ৬টি (ফ্রান্স, ব্রাজিল, জার্মানি, উরুগুয়ে, আর্জেন্টিনা, ইতালি)।
- সর্বোচ্চ জয়ী ব্রাজিল- ৫ বার।
- এ পর্যন্ত মোট চ্যাম্পিয়ন দেশ- ৮ টি (ফ্রান্স, ব্রাজিল, জার্মানি, উরুগুয়ে, আর্জেন্টিনা, ইতালি, ইংল্যান্ড, স্পেন)
- ফাইনালে যত রেকর্ড
- ষষ্ঠ দল হিসেবে একাধিকবার বিশ্বকাপ জেতার রেকর্ড করল ফ্রান্স। আগে যে কীর্তি ছিল ব্রাজিল (৫ বার), জার্মানি (৪ বার), ইতালি (৪ বার), আর্জেন্টিনা (২ বার) ও উরুগুয়ের (২ বার)। একটি করে বিশ্বকাপ জিতেছে ইংল্যান্ড ও স্পেন।
- বিশ্বকাপ ফাইনালে গোল করা কিলিয়ান এমবাল্লে বয়স ১৯ বছর ২০৭ দিন। এর চেয়ে কম বয়সে ফাইনালে গোল করেছেন কেবল পেলে (১৯৫৮ বিশ্বকাপে, ১৭ বছর ২৪৯ দিন বয়সে)।
- কোচ ও অধিনায়কের ভূমিকায় বিশ্বকাপ জেতা মাত্র দ্বিতীয় ব্যক্তি হলেন দিল্লিয়ার দেশম। এর আগে যে কীর্তি ছিল জার্মান কিংবদন্তি ফ্রাঞ্জ বেকেনবাওয়ারের। খেলোয়াড় ও কোচের ভূমিকায় বিশ্বকাপ জেতা তৃতীয় ব্যক্তি ব্রাজিলের মারিও জালালো।
- ডিআরএর মাধ্যমে প্রথম গোল- রাশিয়া-সৌদি আরব
- ডিআরএর মাধ্যমে প্রথম পেনাল্টি- ফ্রান্স-আর্জেন্টিনা
- সবচেয়ে বেশি দৌড়েছেন- ইভান পেরেসিচ (৭২ কিমি)
- বিশ্বকাপের সবচেয়ে বয়স্ক খেলোয়াড়- এভাম এল-হাদারি। (মিসর, ৪৫ বছর ১৬১ দিনে বিশ্বকাপে নামেন)
- বিশ্বকাপে সবচেয়ে বেশি বয়সে হ্যাটট্রিক করেছেন- ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো (৩৩ বছর বয়সে)।



- মো : মোশার্রেফ হোসেন (সরকারি কর্মকর্তা ও সমাজকর্মী)

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প কর্তৃক ছয় জাতি 'ইরান পারমাণবিক চুক্তি' থেকে যুক্তরাষ্ট্রের বের হয়ে আসার ঘোষণা ও জেরুজালেমে যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাস স্থাপনের পর এই প্রশ্নটি এখন উঠেছে যে উপসাগরীয় অঞ্চলে তৃতীয় আরেকটি যুদ্ধের সম্ভাবনা কি অত্যাশঙ্ক? এই যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের টার্গেট ইরান। বিগত দুটি গালফ বা উপসাগরীয় যুদ্ধও যুক্তরাষ্ট্র শুরু করেছিল। ইরাক কর্তৃক কুয়েত দখল হয়ে যাওয়ার পর যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে ৩৫টি দেশের একটি কোয়ালিশন বাহিনী ইরাকের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ শুরু করেছিল (১৭ জানুয়ারি, ১৯৯১-২৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯১), ইতিহাসে তা চিহ্নিত হয়ে আছে প্রথম উপসাগরীয় যুদ্ধ হিসেবে। ওই যুদ্ধে ইরাকের পরাজয় হয়েছিল এবং কুয়েত দখলমুক্ত হয়েছিল। দ্বিতীয় উপসাগরীয় যুদ্ধও শুরু করেছিল যুক্তরাষ্ট্র ইরাকের বিরুদ্ধে ২০০৩ সালের ২০ মার্চ। অভিযোগ ছিল, ইরাকের কাছে WMD (Weapons of Mass Destruction) বা মারাত্মক ক্ষেপণাস্ত্র রয়েছে, যা এই এলাকার নিরাপত্তার জন্য হুমকি। এই অভিযোগের পরিশ্রেক্ষিতে যুক্তরাষ্ট্র সেখানে সেনা অভিযান পরিচালনা করেছিল। ওই অভিযানে ইরাকের শাসক সাদাম হোসেন উৎখাত হয়েছিলেন। যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র দেশটি দখল করে নেয় এবং ২০১১ সালের ১৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত দেশটি তাদের দখলে থাকে।

তেলের ভূ-রাজনীতি : গবেষক মাইকেল ক্রায়র ২০০৫ সালে একটি বই লেখেন 'Blood and Oil'। তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন এই তেলের জন্য দুটি উপসাগরীয় যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। এটাকে তিনি বলেছেন 'Geopolitics of oil'। অর্থাৎ তেলের ভূ-রাজনীতি। মোদাকথা যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিম বিশ্ব পরিপূর্ণভাবে পারস্য অঞ্চলের তেলের ওপর নির্ভরশীল। ২০০৩ সালে দ্বিতীয় গালফ যুদ্ধে ইরাকের অবকাঠামো পরিপূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। এরপর ইরাক অতিরিক্ত তেল উৎপাদন করে তার অবকাঠামো (রাস্তা, বিদ্যুৎ, পানি নিষ্কাশন ও পানি সরবরাহ) পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছিল। ওই সব অবকাঠামো উন্নয়নে কাজ করেছিল শুধু মার্কিন কোম্পানি যার মধ্যে একটি কোম্পানি ছিল 'ডিক চেনির' যিনি ছিলেন বুশের ভাইস প্রেসিডেন্ট। সিরিয়া সংকটের পেছনেও এই তেলের ভূ-রাজনীতি কাজ করছে। সিরিয়ার কুর্দি নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে (আফরিন) মার্কিন উপদেষ্টারা মোতাদ্দারের রয়েছে, যারা কুর্দি বিদ্রোহী বাহিনীকে সহায়তা করছে। এ অঞ্চলে রয়েছে জ্বালানি তেলের

বিশাল ভাণ্ডার, যা কুর্দিদের দখলে এবং মার্কিন কোম্পানিগুলো এখন থেকে একতরফাভাবে তেল উত্তোলন করছে। অতিসম্প্রতি ইসরায়েল অধিকৃত গোলান উপত্যকায় বিপুল তেল আবিষ্কৃত হয়েছে। এই গোলান উপত্যকা ছিল সিরিয়ার। ১৯৬৭ সালে আরব-ইসরায়েল যুদ্ধে গোলান উপত্যকা ইসরায়েল দখল করে নেয়। সেই দখলি স্বত্ব এখনো বহাল আছে। সুতরাং তেল মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতির অন্যতম নির্ধারক। এই তেলের জন্যই এখানে বারে বারে যুদ্ধ হচ্ছে। ইরানকে কবজায় নেওয়ার পেছনেও এই তেলের ভূ-রাজনীতি কাজ করছে। তেল রিজার্ভের তালিকায় বিশ্বের ইরানের অবস্থান চতুর্থ (বিশ্বের ১০ শতাংশ)। এই রিজার্ভের পরিমাণ ধরা হয় ১৫০ বিলিয়ন ব্যারেল।

মধ্যপ্রাচ্যের সাম্প্রতিক ঘটনাবলি: মধ্যপ্রাচ্যে নানা মাত্রার সংকট আমরা এখন প্রত্যক্ষ করছি। সিরিয়া সংকটের সমাধানের সম্ভাবনাও ক্ষীণ। সিরিয়ার কুর্দিস্তান কার্যত এখন সিরিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। কুর্দি অঞ্চল আফরিন, যা কি না সিরিয়ার অংশ, সেখানে মার্কিন সৈন্য 'উপদেষ্টা' হিসেবে নিয়োজিত রয়েছে। ইসরায়েল সিরীয় সংকটে এত দিন নির্লিপ্ত থাকলেও এখন সরাসরি সিরিয়ার অভ্যন্তরে বিমান হামলা চালিয়ে এই যুদ্ধে শরিক হয়ে গেল। এদিকে সৌদি আরব-ইসরায়েল সমঝোতার একটি লক্ষণ ক্রমেই স্পষ্ট হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্র সৌদি আরবকে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র সরবরাহ করছে। ইরান-সৌদি দ্বন্দ্বও বাড়ছে। বলা হচ্ছে সৌদি আরব ইয়েমেনে ইরান সমর্থিত হতি বিদ্রোহীদের ওপর যে নিয়মিত বিমান হামলা চালাচ্ছে, তার পেছনে ওয়াশিংটনের সমর্থন রয়েছে। এরই মাঝে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ইরানের সম্পর্কের অবনতি ও জাতিসংঘের সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করে জেরুজালেমে যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাস স্থানান্তরের ঘটনা ঘটল। মধ্যপ্রাচ্যের এই উত্তপ্ত রাজনীতির প্রেক্ষাপটে এটি একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা, যা কি না শুধু এ অঞ্চলের রাজনীতি নয়, বরং বিশ্ব উত্তেজনা বৃদ্ধির জন্য যথেষ্ট। জেরুজালেমে রাজধানী স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত কার্যকর করার মধ্য দিয়ে ট্রাম্প মূলত তাঁর প্রতিশ্রুতি পালন করলেন। ২০১৭ সালের ডিসেম্বরে তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তিনি অতিসত্ত্বর যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাস তেল আবিব থেকে জেরুজালেমে সরিয়ে নেবেন। এই কাজটি তিনি এখন করলেন। এর মধ্য দিয়ে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির একটি পরিবর্তনের দিকনির্দেশ করলেন। এই কাজটি তিনি করলেন এমন একটা

সময় যখন তিনি 'ইরান পারমাণবিক চুক্তি' থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে প্রত্যাহার করে নিলেন। মধ্যপ্রাচ্যে ইরানের প্রভাব বৃদ্ধি এরই মধ্যে লেবানন ও ইরাকে নির্বাচন হয়েছে এবং তাতে বড় ধরনের পরিবর্তন লক্ষ করা গেছে। লেবাননে ইরান সমর্থিত হিজবুল্লাহ গ্রুপ নির্বাচনে ভালো করেছে এবং হিজবুল্লাহ সমর্থিত একটি সরকার সেখানে প্রতিষ্ঠিত হবে। হারিরি যদি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে থেকে যান, তিনি হিজবুল্লাহর বাইরে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন না। ইরাকে মুক্তাদা আল সদরের সমর্থকরা ভালো করেছে। ওয়াশিংটন সমর্থিত প্রধানমন্ত্রী হায়দার আল আবাদি সরকারের পতন ঘটেছে। মুক্তাদা আল সদর ইরান সমর্থিত এবং প্রচণ্ড আমেরিকান বিরোধী। একই সঙ্গে হিজবুল্লাহরাও যুক্তরাষ্ট্রবিরোধী। ফলে পারস্য অঞ্চলের রাজনীতিতে ইরানের প্রভাব বাড়ল। এটা একদিকে যেমন সৌদি আরবের জন্য চিন্তার কারণ, ঠিক তেমনি চিন্তার কারণ ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্রের জন্যও। তাই অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করেছে যে যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েলকে প্রলুব্ধ করে একটি তৃতীয় গালফ যুদ্ধ শুরু করতে পারে।

তৃতীয় উপসাগরীয় যুদ্ধের সম্ভাব্য ফলাফল : তবে সত্যিকার অর্থে যদি তৃতীয় উপসাগরীয় যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়, তাহলে বিশ্ব রাজনীতিতে এটি বড় ধরনের প্রভাব ফেলবে। ইরানের রেভলুশনারি গার্ডরা 'স্টেটই অব হরমুজ' প্রণালি বন্ধ করে দিতে পারে, যেখান থেকে বিশ্বে সরবরাহকৃত জ্বালানি তেলের ৬৩ শতাংশ সরবরাহ করা হয়। প্রতিদিন ১৭ মিলিয়ন ব্যারেল তেল এ পথে সরবরাহ করা হয়। ওই পথ যদি বন্ধ হয়ে যায় বিশ্ব বড় ধরনের জ্বালানি সংকটে পড়বে। এ অঞ্চলে ইরানের যে কয়টি সমুদ্রবন্দর রয়েছে, ইসরায়েলি আক্রমণে তা বন্ধ হয়ে যেতে পারে। যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের উদ্দেশ্য পরিষ্কার; ইরানের অর্থনীতিকে ধ্বংস করা। এই যুদ্ধ শুধু পারস্য অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, আরব বিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে। সম্ভাব্য এই যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল ইরানের পারমাণবিক স্থাপনা, তেল শোধনাগার যেমন ধ্বংস করে দেবে, ঠিক তেমনি ইরানও সৌদি আরবের তেল পরিশোধন কেন্দ্রগুলো ধ্বংস করে দেবে। ফলে বিশ্ব ভয়াবহ জ্বালানি সংকটের মুখোমুখি হবে। এরই মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বাজারে জ্বালানি তেলের দাম বেড়ে গেছে। বিশ্ববাজারে এই জ্বালানি তেলের দাম ব্যারেল প্রতি ১০০ ডলারে উঠতে পারে। পরিশেষে বলা যায়, ইতিহাসবিদ আম্রো বেসেভিচ তাই এ অঞ্চলে সম্ভাব্য একটি সৌদি-যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েল অক্ষ গড়ে ওঠার কথা বলেছেন (America goes rogue, spectator USA, 9 May 2018)। সেই অক্ষ এখন ক্রমেই স্পষ্ট হচ্ছে। চূড়ান্ত বিচারে তাই তৃতীয় গালফ যুদ্ধের সম্ভাবনা থাকবে, নাকি 'ছায়াযুদ্ধ'-এর মধ্য দিয়ে এই যুদ্ধ প্রলম্বিত হবে, সেটাই দেখার বিষয়।

প্রিবি: পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতি



স্বাস্থ্য বিজ্ঞান

ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া

- ডা. মনিরুজ্জামান

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে প্রায় প্রতিবছরই 'ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া' এই টপিক দুইটি থেকে প্রশ্ন করতে দেখা গেছে। তাই আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় 'ভাইরাস'।

ভাইরাস : ভাইরাস একটি ল্যাটিন শব্দ; যার অর্থ 'বিষ'। প্রোটিন ও নিউক্লিক অ্যাসিড দ্বারা তৈরি। ১৯৮২ সালে রুশ জীবাণুবিদ আইভানোভস্কি এটি আবিষ্কার করেন।

বৈশিষ্ট : অকোষীয়, সতি-সঞ্চারী, প্রজীবী, প্রাণকোষ ব্যতীত এনালিটিস প্রমাণ থাকে। এদের কোনো বিপ্রাকীর এনজাইম নেই।

প্রকারভেদ :

ভাইরাসের নিউক্লিক অ্যাসিডটি DNA এবং RNA -তার উপর ভিত্তি করে এদেরকে DNA ভাইরাস ও RNA ভাইরাস -এই দুইভাগে ভাগ করা হয়। সহজে মনে রাখার জন্য- কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া অধিকাংশ প্রাণীকোষকে আক্রমণকারী ভাইরাস DNA ভাইরাস, উদ্ভিদকোষকে আক্রমণকারী ভাইরাস RNA ভাইরাস।

DNA ভাইরাসগুলোর নাম সহজে মনে রাখার উপায় :

টিপুর	ভাই	টিটু	ভ্যানিলা	হাতে	ফ্রাঙ্গে	এলো
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
TIV	ভ্যারিওলা	T ₂	ভ্যাকসিনিয়া	হার্পিস, হেপাটাইটিস বি	ফুলকপি মোজাইক	এডিনো

হাঙ্গারী, হংকং, বরেন্দ্র, বড় ভাইরাস, টাইফস, বরেন্দ্র, হোমোনিটাইট

ভাইরাসঘটিত রোগ : সহজে মনে রাখতে :

হায়	হায় দেশে	বসন্ত	মাস	এলো	ভাইকে	ইনফ্লুয়েঞ্জা ও	ডেঙ্গু	জ্বরে	পেলো
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
হাম	হার্পিস	বসন্ত	মাম্পস	এডিনো	ভাইরাল হেপাটাইটিস	ইনফ্লুয়েঞ্জা	ডেঙ্গু	জলাতঙ্ক	পোলিও

বিভিন্ন রোগ ও ভাইরাসের নাম :

অধিকাংশ ক্ষেত্রে রোগ ও ভাইরাসের নাম সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ায় নাম দেখেই চেনা যায়। যেসব ক্ষেত্রে এদের পরস্পরের মিল নেই, শুধুমাত্র সেগুলো উল্লেখ করা হলো :

রোগের নাম	ভাইরাস
জলাতঙ্ক	র্যাবিস ভাইরাস
গুটিবসন্ত	Small pox virus
সার্স	করোনা
বার্ড ফ্লু	অ্যাভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা

রোগের নাম	ভাইরাস
ডেঙ্গু	ফ্ল্যাভি ভাইরাস
হাম	রুবিওলা
এইডস	HIV
সোয়াইন ফ্লু	H ₁ N ₁

বিভিন্ন ভাইরাসজনিত রোগের বাহক :

রোগের নাম	বাহক
ডেঙ্গু, চিকনগনিয়া, জিকা	এডিস মশকী
ম্যালেরিয়া	অ্যানোফিলিস মশকী
সোয়াইন ফ্লু	শূকর

রোগের নাম	বাহক
ফাইলেরিয়া	কিউলেব্র মশকী
বার্ড ফ্লু	মুরগী ও অন্য পাখি

ভাইরাসের উপকারী দিক :

বসন্ত, পোলিও, জলাতঙ্ক, জডিস রোগের টিকা ভাইরাস থেকে তৈরি হয়।

ভাইরাস সম্পর্কিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ শব্দ :

- ব্যাকটেরিওফায় : ব্যাকটেরিয়াকে আক্রমণকারী ভাইরাস; যেমন : T₂ ফায়।
- ভিরিওন : সংক্রমণক্ষম সম্পূর্ণ ভাইরাস।
- প্রিয়ন : নিউক্লিক অ্যাসিডবিহীন শুধু প্রোটিন আবরণ।
- ভিরয়েড : প্রোটিনবিহীন শুধু RNA।

পরিশিষ্ট :

- * জিকা ভাইরাসের নামকরণ করা হয় উগান্ডার জিকা বনের নামানুসারে।
- * হংকং ভাইরাস নামে পরিচিত- SARS ভাইরাস।
- * এইডস নিজে কোনো রোগ নয়, কিছু উপসর্গের সমষ্টি মাত্র।
- * হেপাটাইটিস B, C ভাইরাস অন্যান্য হেপাটাইটিসের তুলনায় মারাত্মক; এমনকি প্রাণঘাতীও হয়ে থাকে।

বাংলা পত্রিকার ইতিহাস

রঙ্গপুরবার্তাবহ

পর্ব-১

- এম. মনিরুজ্জামান (গবেষক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)

ধরন : সাপ্তাহিক

প্রথম প্রকাশ : ১৮৪৭ আগস্ট

বন্ধ হয় : ১৮৫৯ সালে

নাটক রঙ্গপুরবার্তাবহ বাংলাদেশে প্রথম প্রকাশিত পত্রিকা

বাংলা সাহিত্যের বিকাশে ঊনবিংশ শতকে পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকীর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ছিল। এসময় বাংলা সাহিত্যের বিকাশে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকী গণমানুষের নিকট সাহিত্যের বাহন হিসেবে কাজ করেছে। এসময়কার প্রকাশিত পত্রিকাগুলোর প্রায় সবকটি পত্রিকাই সাহিত্য পত্রিকা ছিল। তবে পত্রিকাগুলোতে শিক্ষা, বিজ্ঞান, খেলাধুলা, সীমিত আকারে রাজনীতির সংবাদ ও কিছু বিজ্ঞাপনও স্থান পেত।

ভারতবর্ষে মুদ্রিত সংবাদপত্রের ইতিহাসের সূচনা ঘটে ১৭৮০ সালে 'বেঙ্গল গেজেটের' মাধ্যমে। অষ্টাদশ শতকে এ ইংরেজি পত্রিকাটি কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয় ইংরেজ বণিক জেমস অগাস্টাস হিকি কর্তৃক।

তবে বাংলা ভাষায় রচিত পত্রিকার ইতিহাস লেখা হয় ঊনবিংশ শতকের শুরুর দিক থেকে। ১৮১৮ সালকে বাংলা পত্রিকার উন্মেষে গুরুত্বপূর্ণ সময় বিবেচনা করা হয়। এসময় বাংলা ভাষায় 'শ্রীরামপুর মিশন' থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক পত্রিকা 'দিগদর্শন' এবং সাপ্তাহিক পত্রিকা 'সমাচার দর্পণ'। এ দুটি পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন জন ক্লার্ক মার্শম্যান। এরপর একই সালে প্রকাশিত হয় 'বঙ্গাল গেজেট'। গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য সম্পাদিত এ পত্রিকাটি ছিল বাঙালি মালিকানাধীন এবং কোনো বাঙালি সম্পাদিত প্রথম সংবাদপত্র। তবে উল্লিখিত সকল পত্রিকাই ছিল বাংলাদেশের (পূর্ববঙ্গ) বাইরে সম্পাদিত। এ সকল পত্রিকা নিয়ে পরবর্তী পর্বে বিস্তারিত আলোচনা থাকবে। আমরা আজকে জানব বাংলাদেশে (পূর্ববঙ্গে) সম্পাদিত প্রথম পত্রিকা সম্পর্কে।

রঙ্গপুরবার্তাবহ :

'রঙ্গপুরবার্তাবহ' বাংলাদেশ (পূর্ববঙ্গ) থেকে প্রকাশিত সর্বপ্রথম বাংলা পত্রিকা। রংপুরের কুনডি পরগনার জমিদার শ্রী কালীচন্দ্র রায় চৌধুরীর আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতায় পত্রিকাটি প্রকাশিত হয় ১৮৪৭ সালের আগস্টে (বাংলা : ভাদ্র ১২৫৪)। 'রঙ্গপুরবার্তাবহ' পত্রিকাটির প্রথম সম্পাদক ছিলেন গুরুচরণ শর্মা রায়। স্বাভাবিকভাবেই তিনি ছিলেন বাংলাদেশের প্রথম সংবাদপত্রের প্রথম সম্পাদক। ১৮৪৭ সাল থেকে ১৮৫৪ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ৮ বছর এ প্রকাশনা কোনো প্রকার বিরতি ছাড়াই চালু ছিল। পত্রিকাটির সম্পাদক গুরুচরণ শর্মা রায়ের সম্পাদনায় পত্রিকাটি বেশ জনপ্রিয়তা পায়। সাপ্তাহিক 'রঙ্গপুরবার্তাবহ' পত্রিকাটি রঙ্গপুর (আজকের রংপুর শহর) থেকে প্রতি মঙ্গলবার প্রকাশিত হতো। প্রথমদিকে এর প্রচারসংখ্যা ছিল প্রায় একশ। এটি ছাপা হতো 'বার্তাবহ যন্ত্রালয়' (Bartabaha Jantralay) নামক ছাপাখানা থেকে। 'রঙ্গপুরবার্তাবহ' পত্রিকা ছাপার জন্য ১৮৪৭ সালে রঙ্গপুরে এ ছাপাখানা স্থাপিত হয়। রঙ্গপুরে স্থাপিত এ মুদ্রণ যন্ত্রটিই পূর্ববঙ্গের প্রাচীনতম বাংলা মুদ্রণযন্ত্র। ১৮৫৪ সালের পরবর্তীতে পত্রিকাটির হ্রস্বপতন লক্ষ্য করা যায়। গুরুচরণ শর্মা রায়ের মৃত্যুর পর পত্রিকাটির মালিকানা স্বত্ব কিনে নেন নীলাধর মুখোপাধ্যায়। এরপর তার সম্পাদনায় ১৮৫৯ সাল পর্যন্ত পত্রিকাটির প্রকাশনা অব্যাহত ছিল।

রঙ্গপুরবার্তাবহ পত্রিকার বিষয়বস্তু :

পূর্বেই বলা হয়েছে, পত্র-পত্রিকার সূচনালগ্নে ঊনবিংশ শতকের পত্রিকাগুলো ছিল প্রধানত সাহিত্য সাময়িকী। সেসময়ের বাংলা পত্রিকাগুলোর সাথে আজকের দৈনিক সংবাদপত্রের মিল খোঁজা অর্থহীন। কেননা, পত্রিকা প্রকাশের সূচনালগ্নে সংবাদের বিস্তৃত ধারণা তখন যেমন গড়ে ওঠেনি, ঠিক তেমনি এ সকল পত্রিকার প্রধান উদ্দেশ্য সংবাদ প্রচার ছিল না; ছিল সাহিত্য প্রকাশ ও তার বিস্তৃতি। স্বাভাবিকভাবেই এসব পত্রিকার একটি বৃহৎ অংশ জুড়ে ছিল সাহিত্য বিষয়ক লেখা ও মন্তব্য।

প্রাথমিক অবস্থায় 'রঙ্গপুরবার্তাবহ' পত্রিকায় ছাপা হতো কলকাতার সংবাদপত্র থেকে সংগৃহীত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ খবর। সূত্রাং বলা চলে, এতে কলকাতার পত্রিকাগুলোর একটি প্রভাব ছিল। অনেকেংশে এটি সংবাদ নির্ভরশীলতার কারণেও বটে। 'রঙ্গপুরবার্তাবহ' পরবর্তীকালে স্থানীয় সংবাদ পরিবেশন শুরু করে। এ পত্রিকার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ জুড়ে ছিল বাংলা সাহিত্যের আলোচনা। দু'পাতার ট্যাবলয়েড এ পত্রিকাটিতে সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ বিভাগে বাংলা গদ্যরীতি নিয়ে বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা থাকত।

রঙ্গপুরবার্তাবহ পত্রিকার ভবিষ্যৎ :

ঊনবিংশ শতকের অন্যান্য পত্রিকার মতো 'রঙ্গপুরবার্তাবহ' পত্রিকাটি অনেকের আর্থিক আনুকূল্যের উপর অনেকটাই নির্ভরশীল ছিল। সূত্রাং প্রাথমিক পর্যায়ে পত্রিকাটি ছিল অনেকটাই সরকার ও ভূস্বামীঘেঁষা। ইংরেজ শাসন ও ভূস্বামীদের প্রশংসা করা ছিল পত্রিকাটির অন্যতম সাধারণ বৈশিষ্ট্য।

কিন্তু পাঠকপ্রিয়তার সাথে সাথে পরবর্তীকালে পত্রিকাটি ইংরেজ কোম্পানি, তথা বিদেশি শাসন এবং জনগণের ওপর এর ক্ষতিকারক প্রভাব নিয়ে সংবাদ প্রকাশ করতে থাকে। ফলে ইংরেজ কোম্পানি শাসন-বিরোধী জনমত প্রবল হতে থাকে। ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের টালমাটাল পরিস্থিতিতে লর্ড ক্যানিং জাতীয়তাবাদী ও ইংরেজ শাসন-বিরোধী সংবাদপত্রের ওপর অনেকগুলো বিধি-নিষেধ আরোপ করেন। এ আইন সকল সংবাদপত্রের জন্য প্রযোজ্য হলেও দেশীয় সংবাদপত্রগুলোই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। অবশেষে ১৮৫৭ সালের ১৩ জুন লর্ড ক্যানিং-এর ১৫নং আইন দ্বারা ১৮৫৯ সালে 'রঙ্গপুরবার্তাবহ' পত্রিকাটি বন্ধ করে দেওয়া হয়। এভাবেই বাংলাদেশের (পূর্ববঙ্গ) প্রথম পত্রিকাটির গৌরবময় অগ্রযাত্রার ইতি ঘটে। পত্রিকাটি প্রকাশের ১২ বছরের মাথায় বন্ধ হলেও তা পরবর্তীকালে দেশীয় সংবাদ পত্রের জন্য একটি মসৃণ পথ তৈরী করে গিয়েছিল।

বঙ্গপুরবার্তাবহের সূত্র ধরে পরবর্তীতে বেশ কিছু দেশীয় বাংলা সংবাদপত্রের আবির্ভাব লক্ষ্য করা যায়।

ঊনিশ শতকের মধ্যভাগে বাংলার আর্থ-সামাজিক, শিক্ষা এবং সাহিত্যের বিকাশের ক্ষেত্রে 'রঙ্গপুরবার্তাবহ' পত্রিকাটির প্রচ্ছন্ন ইতিবাচক প্রভাব ছিল।

প্রকাশের সূচনালগ্ন থেকে এক যুগ সময় পর্যন্ত পত্রিকাটি মানুষকে সচেতন করার ক্ষেত্রে যে বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছিল, তা সত্যিই গর্ব করার মতো।

BCS Prel. Suggestion

Part-1

নৈতিকতা মূল্যবোধ ও সুশাসন

নৈতিকতা

আলোচনা :

৩৫তম বিসিএস থেকে নতুন সিলেবাসের মাধ্যমে বিসিএস প্রিলিমিনারিতে 'নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও সুশাসন' নামক অংশ সংযোজন করা হয়েছে। এ অংশে নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও সুশাসনের ব্যাপারে পরীক্ষার্থীর সাধারণ দক্ষতা যাচাই করা হয়। এ প্রশ্নগুলো অনেকটা জটিল মনে হলেও কৌশলী হলে এক্ষেত্রে ভালো করা সম্ভব। আজকের পর্বে থাকছে 'নৈতিকতা' বিষয়ে সাধারণ আলোচনা।

নৈতিকতা (Morality) :

সাধারণভাবে নৈতিকতা বলতে আমরা বিশেষ বা এমন এক আদর্শিক চেতনাকে বুঝি যা মানুষকে ন্যায়-অন্যায় বা ভালো-মন্দ বোধ জাগ্রত করে ন্যায় বা ভালো গ্রহণে এবং মন্দ বর্জনে মানসিক ক্রিয়া করে।

'নৈতিকতা' শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Morality'। 'Morality' শব্দটি ল্যাটিন শব্দ 'Moralitas' থেকে উদ্ভূত। 'Moralitas' শব্দের অর্থ সঠিক আচরণ বা চরিত্র। বিস্তৃত অর্থে- Morality বা নৈতিকতা হলো সঠিক আচরণ, ন্যায়বোধ, ভদ্রতা, উত্তম চরিত্র। নীতিশাস্ত্র বা নীতিবিজ্ঞান (Ethics) অর্থেও শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

নৈতিকতায় প্রামাণ্য সংজ্ঞা :

নৈতিকতাকে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। নিম্নে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হলো-

- Cambridge International Dictionary of English-এ বলা হয়েছে এভাবে, “নৈতিকতা হলো একটি গুণ, যা ভালো আচরণ বা মন্দ আচরণ, স্বচ্ছতা, সততা ইত্যাদির সাথে সম্পর্কযুক্ত একে প্রত্যেক ব্যক্তিই আইন বা অন্য কোনো বিষয় থেকে বেশি গুরুত্ব প্রদান করে থাকে।”
- মার্কিন মনোবিদ ও নীতিবিদ্যার অধ্যাপক জোনাথান হেইট (Jonathan Haidt) এর ভাষ্যমতে, “ধর্ম, ঐতিহ্য এবং মানব আচরণ -এ তিনটি থেকেই নৈতিকতার উদ্ভব হয়েছে।”
- ব্যাপক অর্থে নৈতিকতা বলতে বুঝায়, এমন একটি অন্তর্নিহিত ধ্যান-ধারণার সমষ্টি, যা মানুষকে সুকুমারবৃত্তি অনুশীলনে অনুপ্রাণিত করে। নৈতিকতা বা নীতিবোধ একান্তভাবেই মানুষের হৃদয়মন থেকে উৎসারিত। নৈতিকতা বা নীতিবোধের বিকাশ ঘটে মানুষের ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দ, উচিত-অনুচিতবোধ থেকে।

সংক্ষিপ্ত তথ্য

- নৈতিকতার ওপর প্রথম গুরুত্বারোপ করেন- গ্রিক দার্শনিকগণ।
- কোন কোন দার্শনিকের মাধ্যমে নৈতিকতা প্রতিষ্ঠা পায়- সক্রেটিস, প্লেটো, আরিস্টটল।
- Virtue is knowledge (সৎগুণই জ্ঞান) বলেছেন- সক্রেটিস।
- ন্যায়বোধের উৎস জ্ঞান, বলেছেন- সক্রেটিস।
- Morality শব্দটি যে শব্দ থেকে উদ্ভূত- ল্যাটিন শব্দ Moralitas।
- নৈতিকতা উৎসারিত হয়- মানুষের মন থেকে।
- নৈতিকতা নিয়ন্ত্রিত হয়- বিবেক ও মূল্যবোধ দ্বারা।
- নৈতিকতার রক্ষাকবচ হিসেবে বিবেচনা করা হয়- বিবেককে।
- মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে- নৈতিক আদর্শ।
- নৈতিকতার লক্ষ্য- মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে কল্যাণ সাধন।
- সুশাসন প্রতিষ্ঠা সহজতর হয়- প্রশাসকগণ নৈতিক আদর্শ ধারণ করলে।
- সততা, নিষ্ঠা, ন্যায়বোধ, শৃঙ্খলাবোধ, কর্তব্যবোধ, দায়িত্ববোধ, সহযোগিতা ইত্যাদি মানুষের কয়েকটি নৈতিক গুণ।
- নৈতিকতা ব্যতীত আইন অকার্যকর।
- নৈতিকতাকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না- আইন দ্বারা।
- নৈতিকতা বিকাশের লালনক্ষেত্র- সমাজ।
- নৈতিকতার প্রভাবে মানুষ আইন মেনে চলে, শৃঙ্খলার পরিপন্থী কাজ করে না এবং রাষ্ট্রের অনুশাসনকে মেনে চলে।
- নৈতিকতা লঙ্ঘন করলে শাস্তি পেতে হয় না, তবে বিবেকের দংশনে দংশিত হতে হয়।
- সত্যকথা বলা, গুরুজনকে মান্য করা, অসহায়কে সাহায্য করা, চুরি, দুর্নীতি হতে বিরত থাকা ইত্যাদি নৈতিকতার নীতি।
- আইন ও নৈতিকতার মধ্যে প্রথম পার্থক্য করেন- ম্যাকিয়াভেলি।

বিগত বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন

১. কোনটি ন্যায়পরায়ণতার নৈতিক মূলনীতি নয়? [৩৭তম বিসিএস]
 ক) পুরস্কার ও শাস্তির ক্ষেত্রে সমতার নীতি প্রয়োগ
 খ) আইনের শাসন
 ✓ গ) সুশাসনের জন্য উচ্চশিক্ষিত কর্মকর্তা নিয়োগ
 ঘ) অধিকার ও সুযোগের ক্ষেত্রে সমতার নীতি প্রয়োগ
২. নৈতিক শক্তির প্রধান উপাদান কী? [৩৭তম বিসিএস]
 ✓ ক) সততা ও নিষ্ঠা খ) কর্তব্যপরায়ণতা
 গ) মায়া ও মমতা ঘ) উদারতা
৩. নৈতিকতাকে বলা হয় মানব জীবনের- [৩৬তম বিসিএস]
 ক) নৈতিক শক্তি খ) নৈতিক বিধি
 ✓ গ) নৈতিক আদর্শ ঘ) সবগুলোই
৪. নৈতিক আচরণবিধি (Code of ethics) বলতে বুঝায়- [৩৬তম বিসিএস]
 ক) মৌলিক মূল্যবোধসংক্রান্ত সাধারণ বচন, যা সংগঠনের পেশাগত ভূমিকাকে মূল্যায়ন করে
 খ) বাস্তবতার নিরিখে নির্দিষ্ট আচরণের মানদণ্ড নির্ধারণসংক্রান্ত আচরণবিধি
 গ) দৈনন্দিন কার্যকলাপ ত্বরান্বিতকরণে প্রণীত নৈতিক নিয়ম মানদণ্ড বা আচরণ বিধি
 ✓ ঘ) উপরের তিনটিই সঠিক
৫. নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয় কী? [৩৫তম বিসিএস]
 ক) মানুষের আচরণের মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা প্রদান
 খ) মানুষের জীবনের সফলতার দিকগুলো আলোচনা
 গ) সমাজে বসবাসকারী মানুষের আচরণ ব্যাখ্যা
 ✓ ঘ) সমাজে বসবাসকারী মানুষের আচরণের আলোচনা ও মূল্যায়ন



গুরুত্বপূর্ণ ভাইভা তথ্য

— মাহমুদ হাসান রনি (প্রভাষক, ইংরেজি বিভাগ)

গেস্টাপো : Geheime Staatspolizei-এর সংক্ষিপ্ত রূপ হলো গেস্টাপো। ১৯৩৩ সালে হিটলারের নেতৃত্বে নার্সিরা জার্মানির রাষ্ট্রক্ষমতায় আসায় গেস্টাপো নামের এই গুপ্ত পুলিশ বাহিনী গঠন করা হয়। এর প্রধান কাজ ছিল নার্সিবাদীদের বিরোধীদের খুঁজে বের করে শাস্তি দেওয়া। গেস্টাপো এজেন্টরা বিভিন্ন নার্সিবিরোধী প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করে সেগুলোকে ধ্বংস করে দিত। ১৯৪৫ সালে হিটলারের পতন ঘটলে গেস্টাপো বাহিনীও উঠে যায়। কিন্তু আজও কোনো গুপ্ত পুলিশ বাহিনী বা মূল গেস্টাপোদের অনুরূপ কার্যকলাপকে বোঝানোর জন্য 'গেস্টাপো' শব্দটি ব্যবহার করা হয়।

গোয়েবলস : হিটলারের আদি অনুসারীদের অন্যতম গোয়েবলস-এর জন্ম রাইনল্যান্ডে। তিনি ১৯২০ সালে হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় হতে ড. অব ফিলসফি ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯২৬ সালে তিনি বার্লিনের অন্যতম নার্সি নেতা নির্বাচিত হন এবং ১৯২৯ সালে তার ওপর দলের প্রচার বিভাগের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। ১৯৩০ সালে তিনি রাইখস্টাগের সদস্য হন। ১৯৩৩ সাল থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন নার্সি সরকারের তথ্য ও প্রচার দফতরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, আপামর জনতার চরিত্র এমন যে, একটি মিথ্যা কথাও বারবার বলা হলে তারা সেটাকে সত্য বলে গ্রহণ করতে দ্বিধা করে না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে তিনি তাঁর এই ধারণা অনুযায়ী জার্মান প্রচারযন্ত্রকে পরিচালিত করেন। বার্লিনের পতনের সময় হিটলারের এই বিশ্বস্ত সহচর হিটলারের সঙ্গেই তাঁর বাস করে ছিলেন। তিনি তাঁর স্ত্রী, সন্তানদের হত্যা করে নিজেও আত্মহত্যা করেন এবং এভাবে শত্রুর হাতে বন্দি হবার গ্লানি থেকে মুক্ত হন। তাঁর এ কৌশল থেকে এখনো মিথ্যাবাদ প্রচারকে গোয়েবলসীয় প্রচার বলে আখ্যায়িত করা হয়।

গোয়ের্নিকা : স্পেনীয় কালজয়ী শিল্পী পাবলো পিকাসোর বিশ্ববিখ্যাত ম্যুরাল শিল্পকর্ম। ১৯৩৭ সালের এপ্রিলে নার্সিবাদী জার্মানরা স্পেনের বাস্ক প্রদেশের গোয়ের্নিকা শহরে ঢুকে পড়ে এবং দশ হাজার নিরীহ নগরবাসীকে হত্যা করে বিপুল ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। এই নৃশংসার ও ভয়াবহতারই শিল্পরূপ হলো পিকাসোর 'গোয়ের্নিকা'। এতে ফুটে উঠেছে বর্বরতার অসহায় শিকারদের বিকৃত দেহ ও করুণ আত্মবিন্যাস। মানুষ ও পশুর মিলিত হাফাকার এবং টিকরেপড়া চোখে প্রতিবাদের ঝড়। এই চিত্রটিকে বিশ্বের সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্র বলে বিবেচনা করা হয়। উল্লেখ্য যে, পিকাসোর শিল্পকর্ম বিধৃত হয়েছে প্রায় দেড় হাজার ক্যানভাসে, প্রায় দশ হাজার লিথো প্রিন্টে, বাইয়ের জন্য আকা প্রায় চৌত্রিশ হাজার ছোট-বড় ছবিতে এবং প্রায় তিশশত ডাক্ষর্য এবং সিরামিকে। সমালোচকদের উদ্দেশ্যে একবার পিকাসো বলেছিলেন— "তোমরা যার যা খুশি বলতে পার, কিন্তু এ কথা কোনোদিনই বলতে

পারবে না যে, পিকাসো কাজ করেন।

গোলটেবিল বৈঠক : এটা হলো পরস্পরবিরোধী দল বা শক্তির প্রতিনিধিদের এক টেবিলে বৈঠক, যাতে মুখোমুখি আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করা যায়। সাধারণত সরকার ও সরকারবিরোধী শক্তিসমূহ কিংবা বিবদমান বিভিন্ন রাষ্ট্র বা রাজনৈতিক গ্রুপের মধ্যে এরূপ গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। আজকাল যেকোনো বিতর্কিত বা জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনার জন্যও গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠানের চল হয়েছে।

GATT (গ্যাট) : এটি হলো শুল্ক ও বাণিজ্য বিষয়ে সাধারণ চুক্তি যা General Agreement on Tariff and Trade-এর সংক্ষিপ্ত রূপ। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংস্থার প্রস্তুতি কমিটি উদ্যোগে জেনেভায় এই চুক্তি সম্পাদিত হয় ১৯৪৭ সালে। এটি কার্যকর হয় ১৯৪৮ সালের ১ এপ্রিল থেকে। প্রথমদিকে কিছু সাফল্য অর্জিত হলেও অল্পদিন পরই যুক্তরাজ্যের রাজকীয় সুবিধা পরিহারের ব্যাপারে অনীহা, মার্কিন শুল্ক প্রতিবন্ধকতা, নিম্নহারের শুল্ক সুবিধাপ্রাপ্ত দেশসমূহের দরকষাকষির তুলনামূলক অক্ষমতা ইত্যাদির দরুন সদস্যভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে নীতিগত বৈষম্য দেখা দেয় এবং দুর্বলতর রাষ্ট্রসমূহের লেনদেনের ভারসাম্য রক্ষা করা দুরূহ হয়ে পড়ে। যাইহোক, ১৯৫৫ সালের দিকে সংস্থাকে জোরদার করার প্রয়োজন অনুভূত হয় এবং বাণিজ্য সহযোগিতা সংস্থা গঠন করা হয়। তাছাড়া, এই চুক্তির মধ্যে এমনকিছু ব্যবস্থা রাখা হয়, যাতে অন্য কোনো উপায়ে শুল্ক রেয়াতের সুবিধা বানচাল হয়ে না যায়। প্রসঙ্গত, আমদানি ও রপ্তানির ভারসাম্য সংক্রান্ত বিধি-নিষেধ, অভ্যন্তরীণ ট্যাক্স, কাস্টমস্, প্রশাসন, প্রারম্ভিক আলোচনা, মতদ্বৈততা নিরসনের উদ্যোগ ইত্যাদির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

'গ্যাট'-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রসমূহের বাণিজ্যের পরিমাণ বিশ্বের মোট বাণিজ্যের চার-পঞ্চমাংশ।
গ্রুপ-৭৭ : এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার অনুল্লত দেশসমূহের একটি অর্থনৈতিক জোট। যদিও নাম 'গ্রুপ-৭৭', তবে আসলে এর বর্তমান সদস্য সংখ্যা ১২৭। তৃতীয় বিশ্বের অনুল্লত দেশসমূহের অর্থনৈতিক স্বার্থরক্ষায় এই জোটের মৌল উদ্দেশ্য। জোটের নিয়মানুযায়ী প্রতিবছর একটি মহাদেশ থেকে একজন জোটের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন।

Hawk (কটরপক্ষী) : চরমপক্ষী, উগ্রপক্ষী, কটরপক্ষী নেতা, শত্রুর শক্তির প্রতি নির্ভরতা থেকেই এই শব্দটি রূপক অর্থে মানুষের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। এ ধরনের নেতার মনে করেন যে, প্রতিপক্ষরা তাদের মতের পক্ষে তখনই মত দিবেন যখন দৃঢ়তা ও কঠোরতার সম্মুখীন হবেন। কোনো কোনো দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে বা নেতৃত্বকে কটরপক্ষী বলে অভিহিত করা হয় তাদের বাহ্যত কঠোর মনোভাবের জন্য।

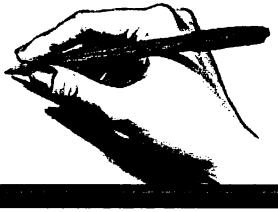
Head of Chancery (দূত অফিস প্রধান) : ব্রিটিশ বা কমনওয়েলথভুক্ত দেশসমূহের মিশনগুলোর মধ্যে একটি

গুরুত্বপূর্ণ পদ, যা এই নামে আমেরিকান মিশনগুলোতে ব্যবহারের নজির নেই। একজন কূটনৈতিক কর্মকর্তা সাধারণত রাজনৈতিক বিভাগের প্রধান অফিসের প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর মধ্যে সময়ের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকেন। আমেরিকান মিশনসমূহের এ ধরনের কাজে সাধারণত নিয়োজিত থাকেন একজন উপপ্রধান। অবশ্য কোনো কোনো দেশে এ ধরনের কাজে একজন উর্ধ্বতন রাজনৈতিক বা কূটনৈতিক কর্মকর্তা ও একজন প্রশাসনিক কর্মকর্তার মধ্যে ভাগ করা হয়ে থাকে।

Head of Government : কোনো দেশের কেন্দ্রীয় সরকারের নির্বাহী বিভাগের প্রধান। যেখানে এই পদটি আলাদা (রাষ্ট্রপ্রধান থেকে); যেমন— ব্রিটেনে রাষ্ট্রপ্রধান থেকে সরকারপ্রধান আলাদা ব্যক্তি; অর্থাৎ গ্রেট ব্রিটেনে প্রধানমন্ত্রী, পার্লামেন্টে অধিকাংশ সদস্যদের আস্থা ভোগ করার কারণে, সরকারপ্রধান এবং রাজা বা করার, যিনি মূলত নামমাত্র প্রধান (Titular Head) হচ্ছেন রাষ্ট্রপ্রধান। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবশ্য সরকারপ্রধান ও রাষ্ট্রপ্রধান একই ব্যক্তি; অর্থাৎ রাষ্ট্রপতি। এখানে আরো একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সুনির্দিষ্ট ক্ষমতার বিভাজন রয়েছে; যেমন: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, সে সমস্ত দেশে এ ধরনের পদ বা ব্যক্তি আইন ও বিচার বিভাগ দ্বারা নানাভাবে নিয়ন্ত্রিত। সরকারপ্রধানরা শীর্ষ পর্যায়ের কূটনীতিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। রাষ্ট্র প্রধানরা (যারা একই সাথে সরকার প্রধান) তারা একই রকম ভূমিকা এক্ষেত্রে পালন করেন। অবশ্য যারা নিত্যন্তই লৌকিকতাসর্বশ্রম রাষ্ট্র প্রধান (Ceremonial head), তারা শীর্ষ সম্মেলনে কোনো ভূমিকা পালন করেন না, যদিও কূটনৈতিক কর্মকাণ্ডে তাদের একটি প্রতীকি ভূমিকা থাকতেও পারে।

Head of mission (মিশন প্রধান) : প্রেরণকারী দেশ কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তি, যিনি আবাসিক বা অনাবাসিক কূটনৈতিক মিশনে মিশন প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ব্রিটিশ ব্যবস্থায় কনসুলার বা অন্য কোনো অধীনস্থ পদের প্রধানকে 'হেড অব পোস্ট' বলা হয়। মিশনপ্রধানরা এক বা অন্য তিনটি শ্রেণির মধ্যে পড়েন এবং স্ব স্ব শ্রেণিতে দায়িত্বভার গ্রহণের দিক থেকে তাদের জ্যেষ্ঠতা নির্ধারিত হয়। মানক্রম অর্থাৎ precedence এবং etiquette ছাড়া মিশন প্রধানদের মধ্যে শ্রেণীগত তেমন আর পার্থক্য নেই। যদিও ২য় ও ৩য় শ্রেণির ব্যবহার কার্যত আজকাল আর নাই। মিশনপ্রধান বসতে সাধারণত কূটনীতিকদের তিনটি শ্রেণিকে বুঝানো হয়ে থাকে, অবশ্য তা নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট সরকারসমূহের মধ্যকার একমতের উপর। রাষ্ট্রদূত, এম্বাসটরালিক ননসিও এবং একই পদমর্যাদার যেকোনো মিশনপ্রধান (হাইকমিশনার) ইত্যাদি দ্বারা রাষ্ট্রপ্রধানদের কাছে নিয়োজিত।

Envoys (দূত) : মিনিমিস্টার, যারা রাষ্ট্র প্রধানদের কাছে প্রেরিত (এই শ্রেণির বর্তমানে কোনো অস্তিত্ব নেই), চার্জ দ্য অ্যাক্যেয়ার (entire or titular), যারা পররাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। মিশনপ্রধানদের মধ্যে শ্রেণিভেদে কোনো প্রভেদ করার নিয়ম নাই, শুধুমাত্র মানক্রম (precedence) ও প্রটোকলের ব্যাপার ছাড়া সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে গমনাগমনের অধিকার রাষ্ট্রদূতের পদমর্যাদার অধিকারীদের ওপরে থাকে।



অনুশীলন নুবাদ

Editorial (English to Bangla)
July 13, 2018, The Daily Star

Develop Jute Polymer to Replace Plastic (State sponsorship needed)

It has been three years since a local scientist invented jute polymer, a material that is not only biodegradable but is both water and air resistant, and 1.5 times stronger than polythene. Polythene is a global problem and Bangladesh has been facing the problem of this material choking the life out of our drainage system and canals. Unfortunately, Dr Khan and his team have been left in the lurch in the absence of any policy or budgetary support. The project needs a dedicated budget of about Tk 250 crores a year so that capital machinery can be bought to produce products based on jute polymer in bulk, which would make it price competitive.

প্লাস্টিক হঠাতে পাটের পলিমার (প্রয়োজন রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা)

তিন বছর আগে, বাংলাদেশের একজন বিজ্ঞানী আবিষ্কার করেন পাটের আঁশ, যা কেবল জৈব সংবেদনশীলই নয় বরং পানি ও বায়ু উভয় প্রতিরোধক্ষম এবং পলিথিনের চেয়ে দেড়গুণ শক্তিশালী। পলিথিন একটি বিশ্বব্যাপী সমস্যা এবং বাংলাদেশে এই পলিথিন আমাদের নালা, খাল, বিলসহ পয়নিষ্কাশন সিস্টেমকে ধ্বংস করেছে। কোন নীতি তৈরি না করায় এবং বরাদ্দ না থাকায় দুর্ভাগ্যবশত এই পলিথিনের আবিষ্কারক ড. খানের আবিষ্কারটি এখনো পড়ে আছে। মাত্র আড়াইশ কোটি টাকা হলেই দলটি যন্ত্রপাতি এনে বিপুল পরিমাণ পাটের পলিমার তৈরি করতে শুরু করতে পারে।

Commercial production cannot start primarily because the project falls under the aegis of BJMC, a losing concern. When one looks at the fact that polythene is a global problem where 5 trillion polythene bags are discarded annually, the demand for a biodegradable alternative already exists. We understand that some countries in the West and Asia have been showing interest in such products but until the

government creates a separate entity with its own technical manpower and budgeting, there is little prospect of jute polymer or jute polythene becoming commercially viable.

বাংলাদেশ জুট মিলস কর্পোরেশনের (বিজেএমসি) প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মুবারক আহমেদ খানের এই আবিষ্কারটি বাণিজ্যিকভাবে বিজেএমসি শুরু করতে পারছে না কারণ আর্থিকভাবে এমনতেই লোকসানে আছে। পলিথিন এখন একটি বিশ্বব্যাপী সমস্যা এবং কেউ যদি সংখ্যাটি দেখেন যে প্রতি বছর পাঁচ ট্রিলিয়ন পলিথিন ব্যাগ পরিবেশ নষ্ট করে তাহলেই বোঝা যায় পচনশীল কোন বিকল্প কেন জরুরি। পশ্চিম ও এশিয়ায় কিছু দেশে এই ধরনের পণ্যগুলোতে আত্মহ দেখালেও সরকার যদি নিজস্ব কারিগরি শক্তি এবং বাজেট বরাদ্দ না করে তাহলে পাট পলিমার বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদনে যেতে পারবে না।

Polymakers would do well to treat jute polymer as a potential export thrust sector that could very well save both the jute sector and help fight the precarious state of our environment. There is no alternative to state patronisation for this fledgling homegrown discovery which deserves recognition by the State and could become a major foreign exchange earner in the near future.

নীতিনির্ধারকরা যদি পাট পলিমার উৎপাদন এবং রপ্তানির দিকে নজর দেন তাহলে এটি একটি সম্ভাব্য রপ্তানি খাত হিসেবে ভাল হবে যা পাট খাতের উন্নয়নের পাশাপাশি পরিবেশ রক্ষায় ভূমিকা রাখবে। রাষ্ট্রীয় এই উদ্ভাবনের দিকে যথাযথ নজর এবং রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার কোন বিকল্প নেই।

সম্পাদকীয় (বাংলা থেকে ইংরেজি)

৪ জুলাই, ২০১৮, দৈনিক প্রথম আলো

রোহিঙ্গা প্রশ্নে বিশ্ববিরেক নড়ে উঠুক বাংলাদেশে জাতিসংঘের মহাসচিব

জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস ঢাকা সফরে এসে খাটি কথাটি স্পষ্ট ও জোরালোভাবে প্রকাশ করলেন। কথাটি হলো, রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নিতে হবে ও সংঘটিত অপরাধের বিচার হতে হবে। বাংলাদেশের উচিত হবে, দ্বিপাক্ষীয় ফোরামে স্বেচ্ছা প্রত্যাশন ত্বরান্বিত করতে সচেষ্ট থাকা। এবং একই সঙ্গে অপরাধীদের বিচার যাতে হয়, সে জন্য আন্তর্জাতিক গোষ্ঠীকে এক্যবদ্ধ করতে বহুপাক্ষীয় ফোরামে সব ধরনের কূটনৈতিক তৎপরতায় নিজেদের সম্পৃক্ত রাখা।

World Conscience Need for Rohingya United Nations Secretary-General in Bangladesh

UN Secretary-General António Guterres' uttered the authentic and clear message after arrival in Dhaka. He said, the Rohingyas have to be repatriated and the crimes of genocide should be punished. Bangladesh should try to accelerate the voluntary reciprocation in bilateral forums. And at the same time, in order to unite the international community for the criminals to be punished Bangladesh should be involved in all diplomatic activities in the multilateral forum.

আমরা বিশ্বাস করি, জাতিসংঘের মহাসচিব গুতেরেস, বিশ্বব্যাপ্তকের প্রেসিডেন্ট জিম ইয়ং কিম এবং আন্তর্জাতিক রেডক্রসের প্রধানের সমন্বিত সফর নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যদের অবস্থানে সরাসরি প্রভাব না ফেললেও বিশ্বজনমত গঠনে বিরাট প্রভাব ফেলবে। বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গা এবং কক্সবাজারের স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জন্য ৪৮ লাখ ডলারের অনুদান ঘোষণার জন্য বিশ্বব্যাপ্তকের সাধুবাদ প্রাপ্য। তবে নিরাপত্তা পরিষদ ও আন্তর্জাতিক আদালতের মতো স্বীকৃত বৈশ্বিক ফোরাম দ্বারা মিয়ানমারকে অব্যাহত চাপ দেওয়ার বিকল্প নেই। তাদের কঠোর নির্দেশনা বা আলটিমেটামের মুখোমুখি না হলে মিয়ানমারের সরকার তার অবস্থান বদলাবে না।

We believe the visit of United Nations Secretary General Guterres, the World Bank President Jim Young Kim and the Chief of the International Red Cross may not have a direct impact to the members of the Security Council, but it will have a great impact for world opinion. The World Bank has received appreciation for the announcement of \$ 48 million for the local population of Rohingya and the host community in Cox's Bazar. But there is no alternative to continuing to pressurize Myanmar through a recognized global forum like the Security Council and the International Court. Myanmar government will not change its position if they do not face dire instruction or ultimatum.

আমরা জাতিসংঘের মহাসচিবকে ধন্যবাদ দিই যে তিনি সংকট সমাধানের মূল বিষয়টি ধরতে পেরেছেন। তিনি যথার্থই বলেছেন, রোহিঙ্গার যাতে আদি নিবাসে ফিরতে পারে, সে জন আগে অনুকূল পরিবেশ তৈরি করতে হবে আর সে জন্য মিয়ানমারকে রাজনৈতিক সমাধানে পৌঁছাতে হবে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, মিয়ানমার নানা ধরনের চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক সম্পাদনে যতটা উৎসাহী রাজনৈতিক সমাধানে ততটা আগ্রহী নয়।

We thank to the Secretary General of the United Nations that he has been able to capture the key point of the crisis. He has rightly said that the Rohingyas can return to their original habitat, therefore, they have to create a favorable environment. And that's why Myanmar must reach the political solution. But sadly, Myanmar is not as concerned in political solutions as much as encouraging to carry out various treaties and MoU.

রোহিঙ্গা বিতাড়নের যে রাষ্ট্রীয় নীতি তারা অনুসরণ করছে, সেখানে কোনো পরিবর্তনের আভাস নেই। তারা এ বিষয়ে কোনো আলাপ-আলোচনা করছে বলেও জানা যায় না। কারণ, এটাই সত্য যে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ পর্যন্ত যে যেখানে যাই করেছেন, তাতে 'অগ্রগতি' আছে, কিন্তু যথেষ্ট কার্যকারিতা নেই। প্রশ্নের জবাবে জাতিসংঘের মহাসচিব সদুত্তর দিতে পারেননি যে কেন তারা চুক্তি করতে গিয়ে রোহিঙ্গা শব্দ ব্যবহার করতে পারেননি। এটা জাতিসংঘের দুর্বলতা যে ক্ষুদ্র ও দুর্বল জাতিগোষ্ঠীর ঐতিহাসিক আত্মপরিচয় তারা মিয়ানমারকে স্বীকার করতে পারে না। যদিও মহাসচিব স্বীকার করেছেন যে তারা রোহিঙ্গা।

There is no visible change in the state policy of expatriation of Rohingya. They are not even discussing the matter. Because, it is true that whatever the world leader has done there has 'progress' but there is not enough effectiveness. In response to the question, the UN secretary general could not answer why they could not use Rohingya words while signing the agreement. Although the

Secretary-General admitted that they are Rohingya.

জাতিসংঘের মহাসচিব স্বীকার করেছেন যে রোহিঙ্গা প্রশ্নে মিয়ানমারের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়া বিষয়ে নিরাপত্তা পরিষদে দ্বিধাবিভক্তি রয়েছে। এখন বাংলাদেশ কূটনীতির অন্যতম মুখ্য লক্ষ্য থাকবে, এই বিভক্তি কীভাবে ঘোচানো যায়, সেই লক্ষ্যে নানামুখী উদ্যোগ ও তৎপরতা জোরদার করা। এই সত্যটা বোঝানো দরকার যে নিরাপত্তা পরিষদ একাবদ্ধ না হলে মিয়ানমার তার রোহিঙ্গা নীতি বদলাবে না। আর সমতাপূর্ণ রোহিঙ্গা নীতি ঘোষণা করা ছাড়া প্রত্যাশার জন্য অনুকূল কোনো টেকসই পরিস্থিতি নিশ্চিত করা অসম্ভবই থেকে যাবে।

The United Nations Secretary-General has admitted that the Security Council has a double-mindedness about taking action against Myanmar on the Rohingya issue. Now Bangladesh will have one of the main goals of diplomacy, strengthening the numerous initiatives and activities to overcome this split. The truth should be conveyed that Myanmar will not change its Rohingya policy if the Security Council is not united. And without announcing the equally peaceful Rohingya policy, it would be impossible to ensure a favorable sustainable situation for repatriation.

মিয়ানমারের ওয়েস্টার্ন কমান্ডের নির্দিষ্ট সাত সামরিক কর্মকর্তার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের বিষয়ে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও কানাডার যৌথ সিদ্ধান্ত একটি বড় অগ্রগতি। বিশ্বনেতাদের সম্মিলিতভাবে আরও কার্যকর ও শক্তিশালী কৌশল অবলম্বন করতে হবে। বিশ্বসম্প্রদায়ের

ভূমিকা সন্তোষজনক নয়, এ কথা উল্লেখ করে জাতিসংঘ মহাসচিব কার্যত তাঁর নেতৃত্বাধীন সংগঠনের অসহায়ত্বই প্রকাশ করলেন। তবে এ কথাও সত্য যে এ ধরনের পরিস্থিতি মোকাবিলায় জাতিসংঘের পক্ষে যা যা করা সম্ভব, তার সবটাই তারা মিয়ানমারের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছে, তা প্রতীয়মান হয় না।

The joint decision by the European Union and Canada to make a ban on the seven military officers appointed by Myanmar Western Command is a major progress. The world leaders will have to adopt a more effective and powerful strategy collectively. Referring to the role of the world community is not satisfactory, the UN secretary general virtually expressed the helplessness of the organization led by him. But it is also true that they do not seem to have done all that is possible for the United Nations to deal with such a situation in Myanmar.

আমরা আশা করব, রোহিঙ্গাদের ওপর নির্যাতনের বিষয়ে প্রেস ব্রিফিংয়ে মহাসচিবের আবেগাপ্ত হয়ে পড়ার বিষয়টি বিশ্ববিরোধকে নতুন করে নাড়া দেবে। মানবতা ভুলে ভ্রূরাজনৈতিক কৌশলে আচ্ছন্ন নিরাপত্তা পরিষদের ঘুম ভাঙতে সহায়ক হবে।

We hope that the UN Secretary-General's emotions in the press briefing about the violence against the Rohingya will vibrate the conscience of world community. Forgetting humanity, it will help to quake up the geographic strategic covered up Security Council

Basic features of good governance Good governance has 8 major characteristics. It is participatory, consensus oriented, accountable, transparent, responsive, effective and efficient, equitable and inclusive and follows the rule of law. It assures that corruption is minimized, the views of minorities are taken into account and that the voices of the most vulnerable in society are heard in decision-making. In the white paper by the Commission of the European Communities which suggests that good political governance must be: coherent; proportional; open; effective; participatory; and accountable.

The UN views good governance as participatory, transparent and accountable. It encompasses state institutions and their operations and includes private sector and civil society organizations.

Importance of Good Governance in Bangladesh: Bangladesh needs Good Governance to improve its poor economic, social and political condition and to provide the environment for private sector development and employment generation. Weak capacity and corruption have made some of the government perform poorly, with negative impacts on poverty and stability. During the last few years it has been



Introduction: Governance can be defined as power which exercises for effective conduct of country's economy and social resources. The governance is good when it is able to attain this theoretical objective. Good governance can play a vital role for a healthy and independent economy or culture. So, the commitment of good governance lies on economic welfare, resisting political unrest and ensuring the basic needs for the nation through effective administration. Good governance is more in action where it can overcome all discrimination. Political equality and accountability should exist in the good governance. By making corruption more difficult, political accountability contributes to economic development. Good governance requires fair legal frame works that are enforced impartially.

Good Governance: In general sense good governance means an ideal governing system that

is inevitable for political, economic, social and cultural development of a country. Ideal governing system means the ideal orientation of a state that works best to achieve self-reliance, sustainable development and social justice and the ideal functioning of government that operate most efficiently. The true test of "good" governance is the degree to which it delivers on the promise of human rights: civil, cultural, economic, political and social rights.

Origin of good governance :

"Good governance" was initially expressed in a 1989 World Bank publication.

In 1992, the Bank published a report entitled, Governance and Development, which explored the concept further and its application.

In 1997, the Bank redefined the concept "good governance" as a necessary precondition for development.

increasingly recognized that Bangladesh needs good governance to reduce poverty and increase prosperity. Ensuring good governance in our country will enable us-

Success of Public Programs: Without good governance, the benefits of public programs will not reach their target recipients, especially the poor. Without good governance, the donor funds will not be used effectively, corruption will flourish, and citizens will become increasingly disillusioned with their governments and politicians.

Control of Unfair Practices: In Bangladesh, the unhealthy trading practices of private sector have led to the sale of adulterated foods, daily necessities goods and other things at a high price, hoarding, price hikes and artificial crisis. If good governance present in our country's this type of unfair practices may be stopped.

Control of Corruption: Governance in Bangladesh is intimately linked with corruption. Rampant corruption at all levels has made it difficult for entrepreneurs to run their businesses smoothly. If good governance is present we would get rid of corruption.

Good Governance Increases the Public Awareness: Public information efforts with government and civic society are primarily intended to raise awareness, disseminate information about the linkages between good governance.

The Key to Poverty Reduction & Prosperity: During the last few years it has been increasingly recognized that good governance is essential to reducing poverty and increasing prosperity. Good governance and good social outcomes that reduce poverty and increase in income and improvements in social indicators.

Mobilization of domestic resources: Mobilization of domestic resources is a way to improve the economy of a country. To get the maximum output by mobilizing the domestic resources we need good governance.

Promotion of human rights: Emphasizing the strengthening of good governance at the national level, including the building of effective and accountable institutions for promoting growth and sustainable human development and ensure the human rights.

Main Constraints and Challenges to Good Governance in Bangladesh: Despite the continuing efforts of Bangladesh to enhance the quality of governance in the country, it is still suffering, among other things, from numerous and diverse governance-related insufficiencies and complexities, both structural and non-structural. At present, the key challenges of good governance in Bangladesh are:

1. Corruption: Corruption is one of the biggest obstacles in the way of good governance in Bangladesh. According to Transparency International Report, "Corruption acts to diminish the ability of law enforcement to accomplish its mission. The prevalence of corruption in Bangladesh has not only diminished the ability of the law enforcement but also adversely affected

the judiciary, public administration and is impeding the fair functioning of the society."

2. Inefficiency of Bureaucracy: Bureaucracy is inevitable in any society or state, an inseparable part of an organized society. But the bureaucracy of Bangladesh is not efficient in management and administration. The capacity of policy implementation of our bureaucracy is very poor. Bureaucrats are not accountable and transparent to the people. Besides, the whole system runs on an outdated legal structure.

3. Nepotism and Politicization in Public Administration: Nepotism and politicization are another curse of our politics and administration. The rulers give privilege and unfair advantage to their family members, kiths and kens on public resources. So the mass people are deprived these opportunities and increases inefficiency and corruption.

4. Improper and non-observance of the rule of law: In true and real sense it is said that laws are there but there are applied only in favor of privilege people or class. As a result justices suffer and denied to the common people although that is an important aspect of good governance.

5. Improper use of resources: The fund flow in Bangladesh is not smooth to the local government. Beside, this fund is not utilized properly and very often diverted to other purposes. So, the ordinary people cannot get efforts, if any, of ensuring good governance.

6. Poor planning strategy: It results in deep effect in people's everyday life. Improper planning and use of resources result in threatening scarceness in electricity, water and gas but effective measures are yet to be taken. Besides these, instability in Citation Hill Tracts and discrimination against the minorities and environmental degradation surround this country.

Recommendations to ensure Good Governance in Bangladesh: Here are some factors to put in perspective to ensure good governance in Bangladesh-

1. Ensure Sound System of Education: Where there is illiteracy, there is a difficulty in ensuring good governance. The citizens can acquire qualities of good governance only through literacy. Education system must make sound to build up future leaders for the country.

2. Law and Order: The maintenance of law and order in society by the government is another essential condition for the success of good governance. Anarchy prevails where government fails to maintain law and order and the people's faith in government is shaken. They look towards dictatorship in order to get rid of anarchy.

3. Independent Judiciary: Judiciary is the guardian of Constitution and fundamental rights, and the independence of judiciary from the control of executive has been guaranteed. Such a step will be a great leap forward towards achieving full independence for the judiciary as affirmed by Articles 94 and 116A of the Constitution.

4. Efficient Bureaucracy: The bureaucracy

mentioned could be detrimental to the welfare of the majority of Bangladeshis. This bureaucratic crisis is earnestly being stopped. The absence of the weak presence of balanced and constructive pluralism in local and national governance can isolate a country's bureaucracy and the ruling political parties from the rest of the country's population.

5. Women Empowerment: The constitution of Bangladesh contains the provision of gender equality, prohibition of gender basis of discrimination and extension of opportunities for women in all spheres of civic life. It is also stated in the constitution that the local government institutions be composed of representatives of peasants, workers and women (Article 9); steps will be taken to ensure participation of women in all spheres of national life (article 10).

6. Annihilation of Corruption: Corruption is the main problem in Bangladesh administration for implementation of any development program. Corruption has engrained in our society. Only it can be wiped out gradually through the process of institutionalization of controlling institutions and it needs a dedicated leader for institutionalization of institutions, which controls the administration.

7. Decentralization of Powers: For the success of good governance, decentralization of power is essential. The concentration of power makes the government autocratic. Directly elected local governments should be independence according to Articles 59 and 60 of the constitution with proper powers and the respective local administration with its officials and staff must be vested in the direct control of the local governments.

8. Freedom of Media and Speech: The media, both print and electronic, play an important role in molding public awareness. So to keep the media out of political and bureaucratic interference, a separate media regulatory commission may be formed.

9. Implementation of E-Governance: In an E-Government there is significant opportunity to explore and exercise good governance. An efficient telecommunications sector is essential to the process of exploiting ICT potential for government systems.

10. Establishment of an Effective Democracy Both the government and the opposition should work under democratic norms and value instead of confrontation and egoism. A country may have vast resources but still can remain poor if it does not have good governance.

Conclusion: Good governance agenda is an emerging priority for the international community. Good governance may be extremely complex but it is essential for curbing corruption, reducing poverty and to ensure a dynamic economy and development. For achieving good governance, on the one hand, we need strong accountable and effective political institutions; patriotism and, on the other hand, aid agencies such as, IMF, UNDP, World Bank etc. should have a long-term commitment of funds and expertise to support governance reform projects.

Joint Recruitment Test for 5 Banks & Financial Institutions-2018

Name of the Post : Officer

Time-1 hour

Full Marks-100

1. যেটিতে বাংলা বর্ণের যথাযথ ক্রম অনুসৃত হয়নি-
 (a) ই উ ঊ ঋ (b) র ল ব ষ
 (c) ফ ব ত ম (d) ও চ ছ ল
2. 'শামখোল' হলো এক ধরনের-
 (a) মাছ (b) পাখি
 (c) পতঙ্গ (d) জলজ উদ্ভিদ
3. নিচের যে শব্দে ভুলভাবে গ-ত্ব বিধান প্রয়োগ করা হয়েছে-
 (a) বক্ষমাণ (b) আবর্তণ (c) প্রণয় (d) আপণ
4. বিসর্গ সন্ধির একটি উদাহরণ হলো-
 (a) সংস্কৃত (b) আচ্ছন্ন (c) জ্যোতিরিন্দ্র (d) গোপদ
5. 'আমি মরু-কবি-গাহি সেই বেদে-বেদুইনদের গান,' -কাজী নজরুল ইসলাম রচিত পঙ্ক্তিটিতে কবি আরও যে কয়টি যতিচিহ্ন ব্যবহার করেছিলেন-
 (a) একটি (b) তিনটি
 (c) চারটি (d) একটিও নয়
6. বিদেশি অব্যয়ের উদাহরণ হলো-
 (a) ইদানিং (b) বেশ (c) যদি (d) অপিত
7. নিচের যেটি সৰ্ব্ব পদের বিভক্তি নয়-
 (a) র (b) এর (c) রা (d) কার
8. 'মধুপ' যে সমাধের উদাহরণ-
 (a) ব্যতিহার বহুব্রীহি (b) অব্যয়াভাব
 (c) উপপদ তৎপুরুষ (d) উপমিত কর্মধারয়
9. বাংলা বাক্যের আবশ্যিক বৈশিষ্ট্য নয়-
 (a) অর্থসংগতি (b) অন্যপদের আকাঙ্ক্ষা না থাকা
 (c) পদগত অবয় (d) অপরিবর্তনযোগ্য পদক্রম
10. প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সমতা বজায় রাখতে হবে-
 (a) বাক্যের দৈর্ঘ্যের (b) ভাষারীতির
 (c) শব্দসীমার (d) ভাবের
11. 'হেয়া', 'ওজন' এবং 'নাদ' -এই শব্দগুলো একই শ্রেণিভুক্ত, কারণ প্রতিটিই-
 (a) অভিন্ন অর্থ জ্ঞাপক (b) খাঁটি বাংলা শব্দ
 (c) প্রাণীর ডাক নির্দেশক (d) ধন্যাত্মক শব্দ
12. 'অগ্নি'র একটি প্রতিশব্দ হলো-
 (a) জাতবেদ্য (b) অগ্নিষ্ঠ (c) পাবন (d) বিভা
13. 'ওদন' শব্দের অর্থ-
 (a) ওজন (b) উদর (c) ভাত (d) অতিরিক্ত
14. 'হরণ করার ইচ্ছা' -এর এক কথায় প্রকাশযোগ্য রূপ-
 (a) জিহীর্ষা (b) বিভ্রমিষা (c) বিবিক্ষা (d) জুগুন্সা
15. 'উচিত কথায় মামা বেজার' -এটি যে শ্রেণির প্রবাদ-
 (a) সমালোচনামূলক (b) অভিজ্ঞতাবাদক
 (c) নীতিমূলক (d) ব্যঙ্গাত্মক
16. অনুবাদের সময় যে বিষয়ের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যিক-
 (a) অনুবাদকের দক্ষতা (b) রচয়িতার উদ্দেশ্য
 (c) মূলপাঠের শৈলী (d) সরল ভাষা
17. Unfortunately, their house — while they were at the restaurant celebrating their anniversary.
 (a) got burgled (b) went burgled
 (c) burgled (d) had burgled
18. Use the right form of verb :
 I had no difficulty (to find) their house although they had said that people often did.
 (a) to find (b) to finding
 (c) in finding (d) for finding
19. The synonym of 'Ignite' is—
 (a) to set fire (b) to burn
 (c) kindle (d) to lit
20. If Elucidate : Clarity, then—
 (a) Mystify Enlightenment
 (b) Illuminate : Light
 (c) Aggravate : Problem
 (d) Conceal Oblivion
21. Select the correct linking word :
 He should have spent all the weekend preparing for his test; he in fact just lay in bed watching videos.
 (a) Nevertheless before 'He'
 (b) however before 'he'
 (c) Whereas before 'He'
 (d) despite before 'he'
22. Translate into English :
 চুন খেয়ে গাল পোড়ে, দুই দেখলে ভয় করে।
 (a) A pet lamb makes a cross ram.
 (b) A square peg in a round hole.
 (c) A scalded dog fears cold water.
 (d) A still tongue makes a wise head.
23. Find a synonym of the bold faced word:
 I'd like to initiate my argument with an anecdote whose significance will soon become apparent.
 (a) predict (b) announce
 (c) herald (d) preface
24. The correctly spelt word is :
 (a) Scizophrenic (b) Siziophrynric
 (c) Schizophrenic (d) Sciziophrinic
25. After the football match the crowd — out of the stadium into the nearest cafes and restaurants.
 (a) dripped (b) poured (c) trickled (d) leaked
26. 'Panacea' means—
 (a) fresh (b) cure-all
 (c) disease (d) problem
27. The best conjunction to link
 i. No offence is intended.
 ii. I think you haven't understood the problem correctly.
 (a) when (b) as (c) if (d) but

উত্তরমালা

1. (d)	2. (b)	3. (d)	4. (c)	5. (d)	6. (b)	7. (c)	8. (c)	9. (b)	10. (d)	11. (c)	12. (c)	13. (c)	14. (a)
15. (a)	16. (d)	17. (a)	18. (c)	19. (c)	20. (b)	21. (a)	22. (c)	23. (d)	24. (c)	25. (b)	26. (b)	27. (d)	

28. Change the form of voice : I was surprised to see that he had been beaten black and blue.

- Ⓐ I was surprised to see he had been beaten black and blue.
Ⓑ It surprised me to see that he had been beaten black and blue.
Ⓒ It was surprising that he had been beaten black and blue.
Ⓓ That he had been beaten black and blue was surprising.

29. The word 'skedaddle' is not related to—

- Ⓐ toddle Ⓑ dash Ⓒ scamper Ⓓ shroud

30. 'When the evening is spread out against the sky like a patient etherized upon a table.' —is an example of—

- Ⓐ metaphor Ⓑ chiasmus
Ⓒ oxymoron Ⓓ personification

31. Change the form of speech : They said, "We cannot live without air".

- Ⓐ They said that human cannot live without air.
Ⓑ They said that we cannot live without air.
Ⓒ They said that it is not possible to live without air.
Ⓓ They realized that people could not live without air.

32. The word 'Gramineous' comes from—

- Ⓐ Latin- Gramineus
Ⓑ Romanian- Graminaceus
Ⓒ Old English- Gramen
Ⓓ German- Gramineen

33. The values of p for equation $2x^2 - 4x + p = 0$ to have real roots is—

- Ⓐ $p \leq -2$ Ⓑ $p \geq 2$ Ⓒ $p \leq 2$ Ⓓ $p \geq -2$

Exp : Here, the formula is—

$$b^2 - 4ac \geq 0$$

$$\Rightarrow (-4)^2 - 4 \cdot 2 \cdot p \geq 0 \quad [\because b = -4, a = 2 \text{ \& } c = p]$$

$$\Rightarrow 16 - 8p \geq 0$$

$$\Rightarrow -8p \geq -16$$

$$\Rightarrow p \leq 2 \quad [\because \text{Dividing by } -8]$$

34. How many integers from 1 to 100 are divisible by 3 but not by 8?

- Ⓐ 30 Ⓑ 29 Ⓒ 31 Ⓓ 32

Exp : $\frac{100}{3} = 33.33$ but 33 is integer

L.C.M. of 3 & 8 = 24

$$\therefore \frac{100}{24} = 4.16 \text{ but 4 is integer}$$

$$\therefore \text{Divisible by 3, but not by 8} = 33 - 4 = 29$$

35. If x is an integer and $y = -2x - 8$, what is the least value of x for which y is less than 9?

- Ⓐ -9 Ⓑ -8 Ⓒ -7 Ⓓ -6

Exp : If $x = -9$ then, $y = -2 \cdot (-9) - 8$
Or, 10, which is not less than 9.
If $x = -8$ then, $y = -2 \cdot (-8) - 8$
Or, 8, which is less than 9. So, least value -8.

36. If $x : y = 5 : 3$, then $(8x + 5y) : (8x - 5y) = ?$

- Ⓐ 5 : 11 Ⓑ 6 : 5 Ⓒ 5 : 6 Ⓓ 11 : 5

Exp : Given, $x = 5, y = 3$.

$$\text{Then, } (8x + 5y) : (8x - 5y)$$

$$= (8 \times 5 + 5 \times 3) : (8 \times 5 - 5 \times 3)$$

$$= (40 + 15) : (40 - 15)$$

$$= 55 : 25 = 11 : 5$$

37. If $a + 1/a = 2$ what is $a^3 + 1/a^3$?

- Ⓐ $1/2$ Ⓑ 7 Ⓒ 2 Ⓓ $3/2$

Exp : Given, $a + \frac{1}{a} = 2$

$$\text{Now, } a^3 + \frac{1}{a^3} = \left(a + \frac{1}{a}\right)^3 - 3 \cdot a \cdot \frac{1}{a} \left(a + \frac{1}{a}\right)$$

$$= (2)^3 - 3 \cdot 2 = 8 - 6 = 2$$

38. If 10% of x is equal to 25% of y, and $y = 16$, what is the value of x?

- Ⓐ 4 Ⓑ 64 Ⓒ 24 Ⓓ 40

Exp : Given, $y = 16$

$$\text{So, } \frac{10}{100} \times x = \frac{25}{100} y$$

$$\Rightarrow \frac{x}{10} = \frac{16}{4} \Rightarrow 4x = 16 \times 10 \Rightarrow x = \frac{16 \times 10}{4}$$

$$\therefore x = 40$$

39. If $\sin A + \sin^2 A = 1$, then the value of the expression $(\cos^2 A + \cos^4 A)$ is—

- Ⓐ 1 Ⓑ $1/2$ Ⓒ 2 Ⓓ 3

Exp : Given, $\sin A + \sin^2 A = 1$

$$\Rightarrow \sin A = 1 - \sin^2 A$$

$$\Rightarrow \sin A = \cos^2 A$$

$$\Rightarrow \sin^2 A = \cos^4 A \quad [\text{squaring both side}]$$

$$\Rightarrow 1 - \cos^2 A = \cos^4 A$$

$$\Rightarrow \cos^2 A + \cos^4 A = 1$$

40. A pole casts a $\sqrt{3}$ m long shadow on the ground at an elevation 60° , the height of the pole is—

- Ⓐ 3 m Ⓑ $\sqrt{3}$ m Ⓒ $3\sqrt{3}$ m Ⓓ 2 m

Exp : Let, height = x

Now,

$$\tan 60^\circ = \frac{x}{\sqrt{3}}$$

$$\Rightarrow \sqrt{3} = \frac{x}{\sqrt{3}}$$

$$\Rightarrow x = 3$$

41. If the difference between the circumference and diameter of a circle is 90 cm, then the radius approximately is—

- Ⓐ 21 cm Ⓑ 19 cm Ⓒ 20 cm Ⓓ 22 cm

Exp : We know, Circumference of the circle = $2\pi r$
Diameter of the circle = $2r$

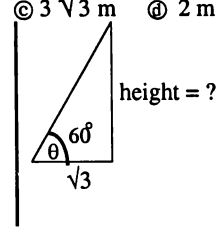
$$\text{So, } 2\pi r - 2r = 90$$

$$\Rightarrow 2r(\pi - 1) = 90$$

$$\Rightarrow 2r = \frac{90}{\pi - 1} \Rightarrow 2r = \frac{90}{\frac{22}{7} - 1}$$

$$\Rightarrow 2r = \frac{90}{\frac{22 - 7}{7}} \Rightarrow r = \frac{90 \times 7}{15 \times 2}$$

$$\therefore r = 21$$



42. If the length of a side of a regular pentagon is 4 cm, the area of the pentagon is approximately—
 (a) 25 cm² (b) 27 cm² (c) 29 cm² (d) 32 cm²

Exp : Area = $\frac{n}{4} \times s^2 \times \cot\left(\frac{\pi}{n}\right)$
 $= \frac{5}{4} \times 4^2 \times \cot\left(\frac{180^\circ}{5}\right) \quad [n \text{ (pentagon)} = 5]$
 $s \text{ (side)} = 4 \text{ cm}, \pi = 180^\circ]$
 $= 27.527$

43. The height of an equilateral triangle with a side 2 cm is—

(a) $\sqrt{3}$ cm (b) $2\sqrt{3}$ cm (c) $3\sqrt{2}$ cm (d) $\sqrt{5}$ cm

Exp : Height of an equilateral triangle

$= \frac{\sqrt{3}}{2} a = \frac{\sqrt{3}}{2} \times 2 \quad [a = 2]$
 $= \sqrt{3}$

44. The next number in the sequence 3, 4, 8, 17, 33, ... is

(a) 54 (b) 56 (c) 58 (d) 60

Exp : $4 = 3 + 1$

$8 = 4 + 4 > 4 - 1 = 3$

$17 = 8 + 9 > 9 - 4 = 5$

$33 = 17 + 16 > 16 - 9 = 7$

$[58] = 33 + 25 > 25 - 16 = 9$

45. The second and third terms of a geometric series are 9 and 3 respectively. The fifth term of the series is—

(a) 1 (b) $1/9$ (c) $1/3$ (d) $1/27$

Exp : Third term : second term = $3 : 9 = 1 : 3$

Fifth term = Third term $\times \frac{1}{3^2} = 3 \times \frac{1}{9} = \frac{1}{3}$

46. If two fair coins are flipped, what is the probability that one will come up heads and the other tails?

(a) $1/4$ (b) $1/3$ (c) $1/2$ (d) $3/4$

Exp : Possible total outcomes = TT, TH, HT, HH

Probability = $\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$

47. All possible three digit numbers are formed by 1, 3, 5. If one number is chosen randomly, the probability that it would be divisible by 5 is—

(a) $1/9$ (b) $2/9$ (c) $1/3$ (d) $1/4$

Exp : Total outcomes formed by 1, 3, 5 = $\frac{3!}{1} = 6$

Divisible by 5 if unit digit is 5 = $\frac{2}{6} [135 \text{ \& } 315]$
 $= 2$

\therefore Probability = $\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$

48. The line perpendicular to $y = x - 2$ is—

(a) $y = 2x + 1$ (b) $2y = -2x - 5$
 (c) $2y = x + 7$ (d) $y = 3x + 1$

Exp : Given, $y = x - 2$

Here, slope of the line = 1

The line perpendicular = $-\frac{1}{1} = -1$

Here, option (b) has negative slope (-2)

49. If $\log_x^2 \frac{9}{16} = -\frac{1}{2}$ the value of the base is—

(a) $16/9$ (b) $9/16$ (c) $256/81$ (d) $81/256$

Exp $\log_{x^2} \frac{9}{16} = -\frac{1}{2} \Rightarrow (x^2)^{-\frac{1}{2}} = \frac{9}{16} \Rightarrow x^{-1} = \frac{9}{16} \therefore x = \frac{16}{9}$

50. ${}^nC_1 + {}^nC_2 + {}^nC_3 + \dots + {}^nC_n = ?$

(a) 2^n (b) 2^{n-1}

(c) $\frac{n(n-1)(n^2+1)}{2}$ (d) 2^{n-1}

Exp : Let, $n = 4$

So, ${}^4C_1 + {}^4C_2 + {}^4C_3 + {}^4C_4$

$= 4 + \frac{4 \times 3}{2} + \frac{4 \times 3 \times 2}{3 \times 2} + 1$

$= 4 + 6 + 4 + 1 = 15 = 2^4 - 1$

Again, $n = 5$

So, ${}^5C_1 + {}^5C_2 + {}^5C_3 + {}^5C_4 + {}^5C_5$

$= 5 + \frac{5 \times 4}{2} + \frac{5 \times 4 \times 3}{3 \times 2} + \frac{5 \times 4 \times 3 \times 2}{4 \times 3 \times 2} + 1$

$= 5 + 10 + 10 + 5 + 1 = 31 = 2^5 - 1$

So, ${}^nC_1 + {}^nC_2 + {}^nC_3 + \dots + {}^nC_n = 2^n - 1$ (Ans.)

51. The solution of the inequality $|7 - 3x| < 2$ is—

(a) $-3 < x < \frac{5}{3}$ (b) $3 > x > \frac{5}{3}$

(c) $-3 < x < \frac{5}{2}$ (d) $-3 < x < -\frac{5}{3}$

Exp : If $|7 - 3x|$ is non-negative, then,

$7 - 3x < 2$

$\Rightarrow -3x < 2 - 7 \Rightarrow -3x < -5 \Rightarrow x > \frac{5}{3}$

If $|7 - 3x|$ is negative, then,

$-(7 - 3x) < 2$

$\Rightarrow 7 - 3x > -2$ [multiplying by -1]

$\Rightarrow -3x > -2 - 7 \Rightarrow -3x > -9$

$\therefore x < 3$ [multiplying by -3]

$\therefore \frac{5}{3} < x < 3$, Or, $3 > x > \frac{5}{3}$

52. The difference in taka between simple and compound interest at 5% annually on a sum of Tk. 2000 after 2 years is—

(a) 5 (b) 50 (c) 20 (d) 200

Exp Simple interest = $\frac{2000 \times 5 \times 2}{100} = \text{Tk. } 200$

Compound interest = $2000 \left(1 + \frac{5}{100}\right)^2 - 2000$

$= 2000 \left(1 + \frac{1}{20}\right)^2 - 2000$

$= \left(2000 \times \frac{21}{20} \times \frac{21}{20}\right) - 2000$

$= 2205 - 2000 = 205$

\therefore Differencet = Tk. (205 - 200) = Tk. 5

53. If $3x - 7y = 0$ and $x + 2y = 13$ then y is—
 (a) 2 (b) 3 (c) 4 (d) 7

Exp $3x - 7y = 0 \dots (i)$
 $x + 2y = 13 \dots (ii)$
 $(i) - (ii) \times 3$
 $3x - 7y = 0$
 $3x + 6y = 39$
 $-13y = -39$
 $\Rightarrow y = \frac{39}{13} \therefore y = 3$

54. Which of the following can be rearranged to form Bangla word(s)?
 (a) মাসনধা (b) গমাপ্রহ
 (c) পবিতক্ (d) গীপতারি
 (a) c (b) b (c) a & d (d) a & b

55. Calculate the next time of appearance of Halley's comet.
 (a) July 2061 (b) June 2051
 (c) May 2050 (d) March 2060

56. The sum of squares of 3 consecutive integers is less than 97. What is the greatest possible value of the smallest one?
 (a) 4 (b) 5 (c) 6 (d) 7

57. The Federal Reserve System of the USA is framed by — Federal Reserved Banks.
 (a) 13 (b) 12 (c) 11 (d) 10

58. Bangladesh defeated Ireland in the final match of the ICC Women's World T20 Qualifiers by—
 (a) 25 runs (b) 45 runs (c) 75 runs (d) 97 runs

59. The slogan of World Population Day 2018 'is—
 (a) Investing in Teenage Girl
 (b) Family Planning is a Human Right
 (c) Empower People, Develop Nations
 (d) Investing in Young People

60. During the Liberation War of Bangladesh the Secretary General of UN was—
 (a) U Thant (b) Kurt Waldheim
 (c) Dag Hammarskjöld (d) Boutros Boutros-Ghali

61. The former name of Switzerland was—
 (a) Helvetia (b) Rhodesia
 (c) Dockland (d) Salisbury

62. The percentage of Russian investment in Rooppur Nuclear Power Plant is—
 (a) 75% (b) 80% (c) 85% (d) 90%

63. Bangladesh Shilpa Bank and Shilpa Rin Sangstha have merged into—
 (a) BDBL (b) DBBL (c) DDBL (d) VDBL

64. The cave where the 12 young Thai football players got trapped and rescued later recently is—
 (a) Tham Phiman (b) Tham Lot
 (c) Tham Luang (d) Emerald

65. The FIFA World Cup 2018 Champion France received an amount of USD — million as prize money.
 (a) 30 (b) 35 (c) 36 (d) 38

66. Export growth rate achieved in FY 2017-18 is—
 (a) 5.81% (b) 6.61% (c) 8.87% (d) 5.52%

67. Tumbru Rohinga Camp of Bangladesh is located in—
 (a) Khagrachhori (b) Rangamati
 (c) Bandarban (d) Cox's Bazar

68. The best film title awarded in the 41st Bangladesh National Film Award 2016 is—
 (a) আয়নাবাজি (b) অজ্ঞাতনামা
 (c) শঙ্খচিল (d) অস্তিত্ব

69. In the present Fiscal Year, the following sector has earned the highest export growth.
 (a) RMG sector (b) Agricultural sector
 (c) Industry sector (d) Fisheries sector

70. The autobiography titled 'যা ইচ্ছে তাই' is written by—
 (a) Panna Kaisar (b) Sara Zaker
 (c) Ferdousi Mazumder (d) Enamul Huq

71. The word 'Twibill' is related to—
 (a) sharpened weapon (b) old fashioned gun
 (c) lethal ammunitions (d) poisonous sword

72. The gold medal winner from Bangladesh in the 59th International Mathematical Olympiad is—
 (a) Tamjid Morshed (b) Tahnika Noor
 (c) Ahmed Jawad (d) Joydeep Saha

73. A computer program that translated one program instruction at a time into machine language is called a/an—
 (a) Interpreter (b) CPU
 (c) Compiler (d) Simulator

74. The accuracy of the floating-point numbers represented in two 16-bit words of a computer is approximately—
 (a) 16 digits (b) 6 digits
 (c) 9 digits (d) All of above

75. Which of the following memories must be refreshed many times per second?
 (a) Static RAM (b) Dynamic RAM
 (c) EPROM (d) ROM

76. A name or number used to identify a storage location is called—
 (a) a byte (b) a record
 (c) an address (d) a bit

77. The octal equivalence of 111010 is—
 (a) 81 (b) 72 (c) 71 (d) 74

78. A — is a collection of predefined design elements and color schemes.
 (a) Feature (b) Hyperlink
 (c) Palette (d) Theme

79. A Proxy server is used for —.
 (a) providing security against unauthorized users
 (b) processing client requests for web pages
 (c) processing client requests for database access
 (d) providing TCP/IP

80. The short cut key to replace a data with another in an excel sheet is—
 (a) Ctrl + R (b) Shift + R
 (c) Ctrl + H (d) Ctrl + F

[illegible]

All kinds of pdf free download:

MyMahbub.Com